জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লবণনাক্ততা মোকাবিলায় উপকুলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীসমূহের, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো

১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

১.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
২.	ভূমিকা	৯
২.১	পটভূমি	৯
২.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৯
২.২.১	কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ	১০
২.৩	পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরুপণ	১২
২.৩.১	যে অনুমানের ভিত্তিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে	২৩
২.৩.২	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ:	২৩
২.৩.৩	ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াবলি	২৪
২.৩.৪	আদিবাসী সম্প্রদায়	২৪
২.৪	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো পরিকল্পনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির বিস্তারিত ধারণা	২৪
৩.	পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলির জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো	২৫
৩.১	**আইন, বিধি ও নীতি**	২৫
৩.১.১	জাতীয় পরিবেশ বিধি, ১৯৯২	২৫
৩.১.২	জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা ১৯৯৫	২৫
৩.১.৩	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	২৬
৩.১.৪	সুরক্ষিত এলাকা: সুন্দরবন সংরক্ষিত বন	২৬
৩.১.৫	জাতীয় পানি বিধি, ১৯৯৯	২৮
৩.১.৬	জাতীয় মৎস্যচাষ বিধি, ১৯৯৮	২৮
৩.১.৭	জাতীয় ভূমি ব্যবহার বিধি, ২০০১	২৮

৩.১.৮	জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (এনবিএসএপি)	২৮
৩.১.৯	পরিবেশগত মানদণ্ড	২৯
৩.২	**বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ**	২৯
৪.	**বাস্তবায়ন ও পরিচালনা**	৩১
৪.১	**সাধারণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও দ্বয়িত**	৩১
৪.১.১	**প্রকল্প পরিচালনা কমিটি**	৩১
৪.১.২	**প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট**	৩২
৪.১.৩	**প্রকল্প নিশ্চিতকরণ**	৩২
৪.২	**প্রকল্প ডেলিভারি ও প্রশাসন**	৩২
৪.২.১	**প্রকল্প ডেলিভারি**	৩২
৪.২.২	**পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোর প্রশাসন**	৩২
৪.২.৩	**পরিবেশগত প্রক্রিয়াসমূহ, সাইট ও কর্মকান্ড-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা/নির্দেশনাবলী**	৩৩
৪.২.৪	**পরিবেশগত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন**	৩৩
৪.২.৫	**দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরিবেশগত পরিদর্শনের চেকলিস্ট**	৩৩
৪.২.৬	**সংশোধনমূলক পদক্ষেপ**	৩৩
৪.২.৭	**পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ**	৩৩
৪.৩	প্রশিক্ষণ	৩৫
৫.	**যোগাযোগ**	৩৬
৫.১	গণ পরামর্শ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঘোষণা	৩৬
৫.২	**অভিযোগ নিবন্ধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল**	৩৬
৫.২.১	অভিযোগ নিবন্ধন	৩৭
৫.২.২	**অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল**	৩৭
৬.	পরিবেশগত ও সামাজিক প্রধান সূচকসমূহ	৪০
৬.১	ভৌগলিক বিষয়	৪০
৬.২	জলবায়ু	৪১
৬.৩	প্রতিবেশ	৪০

৬.৩.১ পটভূমি ৪০
৬.৩.২ সংরক্ষিত এলাকাসমূহ ৪০
৬.৩.৩ মৎস্য সম্পদের বৈচিত্র্য ৪০
৬.৩.৪ কর্মসম্পাদনের শর্তাবলী ৪১
৬.৩৫ পরিবীক্ষণ ৪১
৬.৩৬ রিপোর্টিং ৪২
৬.৪ ভূগর্ভস্থ পানি ৪৫
৬.৪.১ পটভূমি ৪৫
৬.৪.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী ৪৫
৬.৪.৩ পরিবীক্ষণ ৪৬
৬.৪.৪ রিপোর্টিং ৪৬
৬.৫ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ৪৮
৬.৫.১ পটভূমি ৪৮
৬.৫.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী ৪৮
৬.৫.৩ পরিবীক্ষণ ৪৮
৬.৫.৪ রিপোর্টিং ৪৯
৬.৬ বায়ুর মান ৫৩
৬.৬.১ পটভূমি ৫৩
৬.৬.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী ৫৩
৬.৬.৩ পরিবীক্ষণ ৫৩
৬.৬.৪ রিপোর্টিং ৫৩
৬.৭ শব্দদূষণ ও কম্পন ৫৬
৬.৭.১ পটভূমি ৫৬
৬.৭.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী ৫৬
৬.৭.৩ পরিবীক্ষণ ৫৬
৬.৭.৪ রিপোর্টিং ৫৬

৬.৮	ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	৫৯
৬.৮.১	প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং মাটির প্রকৃতি	৫৯
৬.৮.২	এ্যাসিড সালফেট সয়েল	৫৯
৬.৮.৩	কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী	৬০
৬.৮.৪	পরিবীক্ষণ	৬০
৬.৮.৫	রিপোর্টিং	৬০
৬.৯	**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**	৬২
৬.৯.১.	প্রেক্ষাপট	৬২
৬.৯.২.	কর্মদক্ষতার মান নির্ণায়ক	৬৩
৬.৯.৩	মনিটরিং	৬৪
৬.৯.৪	প্রতিবেদন	৬৪
৬.১০	সামাজিক ব্যবস্থাপনা	৬৫
৬.১০.১	পটভূমি	৬৫
৬.১০.২	কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী	৬৭
৬.১০.৩	রিপোর্টিং	৬৮
৬.১১	প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	৭০
৬.১১.১	পটভূমি	৭০
৬.১১.২	কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী	৭০
৬.১১.৩	পরিবীক্ষণ	৭০
৬.১১.৪	রিপোর্টিং	৭০
৬.১২	রিপোর্টিং জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা	৭২
৬.১২.১	কর্মদক্ষতার মান নির্ণায়ক	৭২
৬.১২.২	মনিটরিং	৭২
৬.১২.৩	প্রতিবেদন	৭২
৭.	**ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট**	৭৩
৮.	**রেফারেন্স**	৭৪

১. নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এর জন্য "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লবণনাক্ততা মোকাবিলায় উপকুলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীসমূহের, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি" নামক প্রকল্প প্রস্তাব-এর সহায়ক নথি হিসেবে এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোটি (ইএসএমএফ) প্রস্তুত করা হয়েছে। জিসিএফ স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে যেহেতু জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এই প্রকল্পটিকে সহায়তা প্রদান করে, ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া (SESP) দ্বারা এই প্রকল্প প্রস্তাবের স্ক্রিনিং করে একে একটি মাঝারি ঝুঁকির প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাংক/অন্তর্জাতিক ফিন্যান্স কর্পোরেশন ক্যাটাগরি বি প্রকল্প) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির জন্য একটি ইএসএমএফ তৈরী করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং এই প্রকল্পের সকল কর্মকান্ডের পরীবিক্ষণ ও মুল্যায়ন, প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন, এবং ইউএনডিপি'র সম্পদের দক্ষ ব্যবহারসহ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য এই মন্ত্রণালয় ইউএনডিপির নিকট দায়বদ্ধ। এই মন্ত্রণালয়ের অপারেশনাল শাখা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকল্পের পানি সরবরাহ কম্পোনেন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রকল্পটির কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। ইএসএমএফ এর সাথে সমন্বয় রেখে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) চালু করা হবে। এই ইউনিটটি একজন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (এনপিডি), একজন প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং টেকনিক্যাল ও অপারেশনস টিম -এর সমন্বয়ে গঠিত হবে। এছাড়াও, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের কাজ তদারকির জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে।

প্রকল্পটির প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে উপকুলীয় হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনের ফ প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; । জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে মিঠাপানি-নির্ভরশীল জীবন ও জীবিকার উপর সৃষ্ট লবণনাক্ততার প্রভাব মোকাবিলায় তাদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুগুলো মোকাবেলা করার জন্য, এই প্রকল্পটি ক্ষুদ্রকৃষক, জেলে, ও কৃষি-শ্রমিকদের বর্তমান অ-অভিযোজিত মিঠাপানি-নির্ভর জীবিকাকে অভিযোজিত জীবিকায় উন্নীত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ করবে। প্রকল্পটি উপকুলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সারাবছর নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা নিশ্চিত করতে ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির সমাধানের জন্য জলবায়ু বান্ধব প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা ব্যবহারে বিনিয়োগ করবে। অবশেষে, প্রকল্পটি দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ জেলাসমূহে জ্ঞান ও শিখনভিত্তিক বিনিয়োগের মাধ্যমে জীবিকায়ন ও পানীয় জলের সমাধানের লক্ষ্যে জলবায়ু-ঝুঁকি অবহিত বাস্তবায়ন ও অভিযোজন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্যুনিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করবে, যা দক্ষিন-পশ্চিম জেলাসমূহে প্রকল্পের কাজের সম্প্রসারণে সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে ভূমিকা রাখবে।

সামগ্রিকভাবে, প্রকল্পটি হতে ২৫,৪২৫ জন নারী সরাসরি অভিযোজিত জীবিকায়নের সুবিধা পাবে; পাশাপাশি ৫০০ জন মানুষ সক্ষমতা তৈরী এবং ভ্যালু চেইন ও বাজার নির্নয়কদের সাথে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উপকৃত হবে। জলবায়ু বান্ধব জীবিকায়নের জন্য এই প্রকল্পটি বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (আর ডব্লিউ এইচ) পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়িতে এবং জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করবে; পাশাপাশি জনসাধারণের জন্য 'পুকুরের পানি পরিষ্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তি' স্থাপন করা হবে, যা থেকে ৬৮,৩২৭ জন মহিলা ও ৬৭,৭৮৩ জন পুরুষ উপকৃত হবে: তাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, বিশেষভাবে, পানি সংগ্রহের জন্য নারীদের অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের বোঝা কমে যাবে।

জীবিকা ও সম্পদের সুরক্ষার জন্য প্রকল্পটি নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করবে এবং ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী সতর্কতাবানী প্রদান করবে । এই প্রকল্পের অধীনে জলবায়ুবান্ধব জীবিকা সহায়তা প্রণয়নের লক্ষ্যে অভিযোজন সক্ষমতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, বাজার সম্ভাব্যতা, এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ভারসাম্যের উপর ভিত্তি করে কিছু অভিযোজিত জীবিকায়ন নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ১৯৮ টি মৎস্য ভিত্তিক ও ৮১৯ টি কৃষি ভিত্তিক জীবিকায়ন । এর মধ্যে রয়েছে: (১) কাঁকড়া চাষ ও বাণিজ্য; (২) কাঁকড়া নার্সারি; (৩) এ্যাকুয়া-জিওপনিক্স; (৪) জল-চাষবিদ্যা; (৫) চারাগাছের নার্সারি; (৬) তিল চাষ; (৭) বসতভিটায় বাগান; এবং (৮) কাঁকড়া ও মাছের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। এছাড়াও, কাঁকড়ার বর্তমান অসঙ্গত ভ্যালু চেইন টেকসই উন্নয়নের জন্য দুটি কাঁকড়া হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনের জেন্ডার ভিত্তিক প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করছে। এবং প্রকল্পটির পানি সরবরাহ ও জীবিকায়ন অংশের ক্ষেত্রে প্রকল্পাধীন এলাকার প্রান্তিক শ্রেণির জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পটিতে প্রান্তিক শ্রেণির জনগণ, বিশেষ করে নারীদের জন্য, সম্পদের উন্নত অভিগম্যতা, ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর কম নির্ভরশীলতা, এবং ক্ষুদ্রায়তনের জলকৃষি ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নতমানের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত, সামাজিক ও জেন্ডার ভিত্তিক সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও, ম্যানগ্রোভ সুরক্ষা ও মৎস্য/কাঁকড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে এবং ইকো সিস্টেম ভিত্তিক বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত।

প্রকল্পটির ফলে মাঝারি মাত্রার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পড়বে। প্রকল্পটির নকশা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে কোনো উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব না পড়ে। এমনকি সম্ভাব্য ঝুঁকি কমাতে পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাইরে প্রকল্পাধীন এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যাকুয়াজিওপনিক্স এর জন্য আগ্রাসী বা মাংসাশী নয় এমন স্থানীয় প্রজাতির নির্বাচন করা হবে। কাঁকড়া চাষের জন্য লোনা পানিতে প্লাবিত জোয়ার এলাকার বর্তমান চিংড়ি খামারসমূহ ব্যবহার করা হবে। এবং সকল প্রকার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কিটনাশক বা সার ব্যবহার না করে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হবে।

এছাড়াও মাটি, ভপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির উপর সামান্য প্রভাব পড়তে পারে, যা উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রশমিত করা সম্ভব। উক্ত প্রভাব রোধ ও প্রশমিত করতে ইএসএমএফ-এ প্রস্তাবিত উপযুক্ত ও সঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সঠিকভাবে গ্রহণ করা গেলে প্রকল্পটির সম্ভাব্য প্রভাব গ্রহণযোগ্য মাত্রায় উল্লেখযোগ্যহারে কমানো সম্ভব হবে। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত, যা প্রশমন পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ কিংবা পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে না। প্রকল্পাধীন কোনো কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মানুষের স্থানচ্যুতির প্রয়োজন হবে না। এমনকি সুরক্ষিত এলাকায় বা সংবেদনশীল স্থানে কোনো প্রকার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে না।

প্রকল্পটির ফলে কোনো প্রকার অভিযোগ কিংবা ক্ষোভ, এবং সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য একটি জেন্ডার সংবেদনশীল অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল(GRM)গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্বতিটি ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ড অনুসরণ করে তৈরী করা হয়েছে। এছাড়াও এধরনের পদ্ধতি পরিচালনার জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাটপটে পানীয় জলের টেকসই সরবরাহের ক্ষেত্রে মৌলিক আর্থ-সামাজিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ, অত্যন্ত দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজন সক্ষমতা গড়ে তুলতে বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরী। পানি সরবরাহের ফলে ভূগর্ভস্থ দূষিত ও অতিরিক্ত লবণাক্ত পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবেশগত উপকারিতা পাওয়া যাবে। নারী-নেতৃত্বাধীন পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও তাদের পানি সরবরাহ পরিচালনার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন জেলাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি করে এমন কিছু বিষয়, যেমন জেন্ডার বৈষম্য, সামাজিক গতিশীলতা, এবং মহিলাদের পারিশ্রমিক বিহীন কাজের বোঝা হ্রাসের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আসবে। জলবায়ুবান্ধব জীবিকায়ন বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে শুধু জলবায়ু সংক্রান্ত ঝুঁকি দূর করবে তা নয়, বরং বৃহত্তর দক্ষতা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে, যা ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ অবদান রাখবে। পরিশেষে, ক্ষুদ্রায়তনের জল নির্ভর কৃষির উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য আচরণবিধি এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহ ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের নীতিমালা গঠনে, এবং জল নির্ভর কৃষির ক্ষেত্রে জাটকা বা অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা কমাতে সরকারকে সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথ আরো সুদৃঢ় করা হবে যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেয়া জলবায়ু সহনশীল জীবিকাকে সময়ের সাথে সাথে আরো সম্প্রসারণ করা যায়।

বর্তমান প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করতে পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং প্রশমণ পদক্ষেপের প্রয়োগের জন্য অর্থায়ন হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য এক প্রকার বিনিয়োগ, যেহেতু এটি স্থানীয়, আঞ্চলিক, এবং জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশগত ও সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা হ্রাস করবে।

২. ভূমিকা

১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এর নিকট প্রস্তাবিত "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লবণনাক্ততা মোকাবিলায় উপকুলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি" নামক প্রকল্প প্রস্তাব-এর সহায়ক নথি হিসেবে এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোটি (ইএসএমএফ) প্রস্তুত করা হয়েছে । জিসিএফ স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এই প্রকল্পটিকে সহায়তা প্রদান করে। এবং এটিকে ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পবিবেশগত স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া(SESP) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে একটি সহনীয় ঝুঁকির (বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন এর মানদণ্ড অনুযায়ী 'বি' শ্রেণির প্রকল্প বা মাঝারি ঝুঁকির প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবেই, প্রকল্পটির জন্য একটি ইএসএমএফ তৈরী করা হয়েছে।

২.১ পটভূমি

২. বন্যা, উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ও খরার শিকার দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রতিনিয়ত এসব দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে বড় আকারের বিধ্বংসী বহু দুর্যোগের ঘটনা, উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সম্পদ, জনসংখ্যা ও নগরায়ন বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মুখে পতিত হওয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (এসএলআর), উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ, এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি। জলবায়ুতে এই তিন ধরনের পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে; জলোচ্ছ্বাস ও এসএলআর-এর বৃদ্ধির ফলে উপকুলীয় অঞ্চলগুলিতে লোনা পানির অনুপ্রবেশ বাড়ছে; তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অধিক মাত্রায় বাষ্পীভবন ঘটছে, যা বৃষ্টিপাত না বাড়ার ফলে স্থলবেষ্টিত পানির উৎসগুলিতে লবণাক্ততার ঘনত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। শুষ্ক ও আর্দ্র মৌসুমে স্থায়ীত্ব ও চরম লবণাক্ততা বৃদ্ধি করতে পারে।। যেমন, শুষ্ক মৌসুমের শেষে, যখন তাপমাত্রা অধিক থাকে ও ভাষ্পীভবনের হার বেড়ে যায় এবং পানীয় জলের অভাব থাকে, তখন চরম লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অ-জলবায়ুজনিত সমস্যা, যেমন, বাষ্পীভবন বৃদ্ধির ফলে মিঠাপানির নদীর অন্তর্মুখী প্রবাহ হ্রাসের মতো ঘটনার কারণে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পায় বা বিদ্যমান লবণাক্ততা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এসব প্রক্রিয়ার ফলে উপকুলীয় অঞ্চলে পানীয় জলের উৎসসমূহ ও ভুমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে খাবার পানির সংকট দেখা দেয় এবং কৃষি নির্ভর জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবসমূহ জেন্ডার নিরপেক্ষ নয় এবং অনেকাংশে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট জীবিকা অসম ক্ষমতা চর্চার ফলে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তথ্যে প্রবেশগম্যতার অসমতা ও অভাবের কারণে তাদের উপরে এসব প্রভাবের পরিণতি তুলনামূলকভাবে মারাত্মক হয় । এছাড়া আপেক্ষিকভাবে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উৎপাদনশীল সম্পদের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের স্বাস্থ্য, খ্যাদ্য ও শারীরিক নিরাপত্তায় প্রভাব পড়ে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা ও অন্যান্য সামাজ-সাংস্কৃতিক বাধাসমূহের কারনে নারীরা পারিবারিক বলয় থেকে বেরিয়ে বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বন্যা, খরা, এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের মত দুর্যোগের কারণে এ ধরনের বাধাসমূহ আরো প্রকট হয়। এসব বাধাসমূহের কারণে নারীদের খাদ্য ও পানি নিশ্চিত করতে জীবিকায়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ফলে তারা দারিদ্র্যের কবল থেকে উত্তোরণের সক্ষমতা হারায়। বিশেষ কওে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছাসের সময় বন্যার প্রভাবে তারা তাদের ভিটা-মাটি হারায়।[1]

২.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৫. এই প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের অন্যতম খুলনা ও সাতক্ষীরায় বিপদাপন্নতা হ্রাস করতে ও দীর্ঘমেয়াদী সহনশীলতা গড়ে তুলতে সক্ষম করবে। এই দুটি জেলা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানি ও ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধির শিকার যার ফলে খাবার পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এবং উপকুলীয় জীবিকার সম্ভাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৬. উপকুলীয় অঞ্চলের নারীদের ঝুঁকি হ্রাস এবং জেন্ডার রূপান্তরমূলক জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কৌশল ও নীতিমালায় স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রকল্পটি প্রণয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পানি সরবরাহ কর্মকাণ্ডের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পাধীন এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কমিউনিটি সদস্যদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ রয়েছে।

৭. জিসিএফ-এর কাছে পাঠানোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট লবণনাক্ততা মোকাবিলায় উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারীদের, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি" নামক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করছে। এই প্রকল্প বাংলাদেশে দুটি উপকুলীয় জেলা- খুলনা ও সাতক্ষীরার মহিলাদের ও কিশোরী মেয়েদের সহযোগিতা প্রদান করবে। পাশাপাশি, মৎস্য ও কৃষি ভিত্তিক নির্বাচিত সংখ্যক জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও সম্পদ এবং এসব জীবিকার ক্ষেত্রে বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা প্রদান করবে। এই প্রকল্পটি প্রাতিষ্ঠানিক ও কমিউনিটি পর্যায়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ (আরডব্লিউএইচ) এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সম্পূরক পুকুরের পানি পরিস্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তির মাধ্যমে দুই জেলার অন্যান্য কর্মকাণ্ডের আওতাধীন নয় এমন কিছু নির্বাচিত ওয়ার্ডে পানীয় জল পানি সরবরাহ করবে। পরিশেষে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জীবিকা এবং খাবার পানির নিরাপত্তার জন্য জলবায়ুজনিত ঝুঁকি সচেতন ব্যবস্থাপনার উপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ শক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জেলাসমূহে মহিলাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পটি মহিলাদের সম্পদলাভ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ক্ষেত্রে জেন্ডার রূপান্তরমমূলক ফলাফল অর্জন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সহনশীলতার জন্য জোট তৈরীতে মহিলাদের নেতৃত্ব দিতে সহায়তা প্রদান।

[1]Alam et al., 2008; Ahmed et al., 2007
[2]Dankelman, 2010

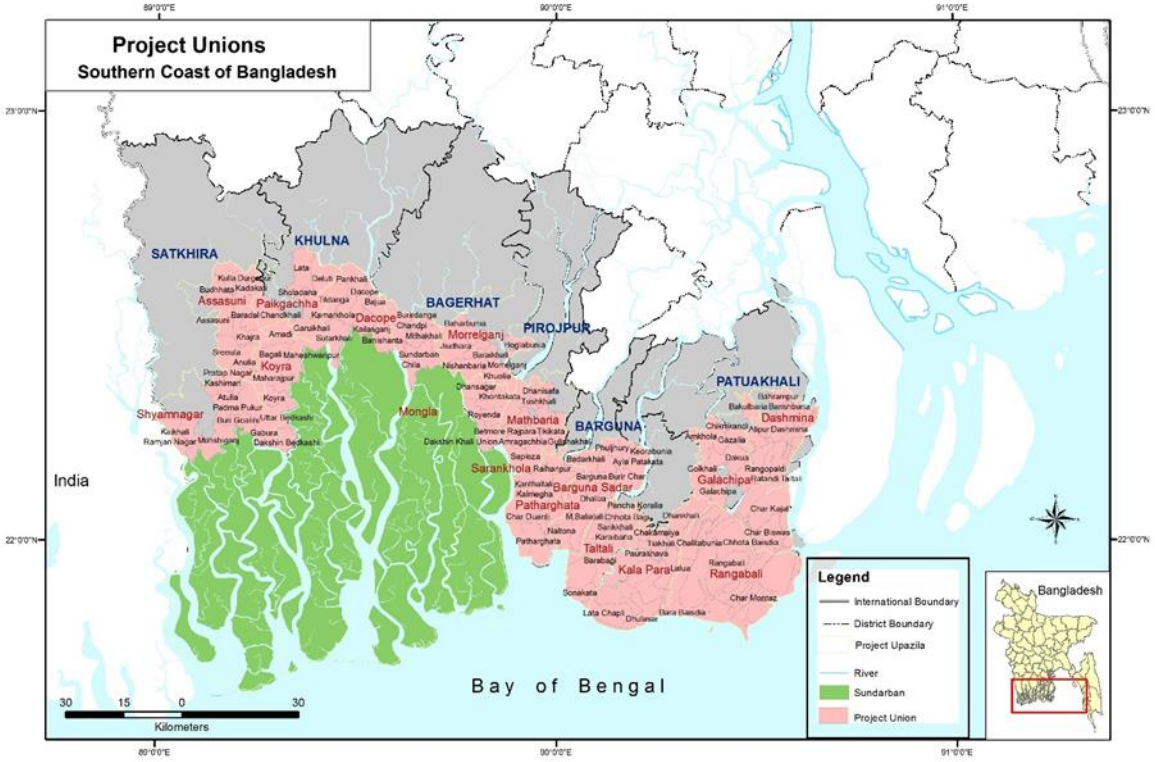

চিত্র ১. প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

২.২.১ কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

৮. প্রস্তাবিত প্রকল্পে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভূক্ত:

আউটপুট ১: উপকুলীয় অঞ্চলের কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদেরজলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকেন্দ্র করে,

১.১ নারীদের জন্য উদ্যোক্তা ও কম্যুনিটি ভিত্তিক জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

১.১.১ জলবায়ু সহনশীল জীবিকার তালিকা প্রস্তুতের জন্য অংশগ্রহণমূলক ম্যাপিং;

১.১.২ কমিউনিটি ভিত্তিক জীবিকার ঝুঁকি, অভিযোজন সক্ষমতা নিরূপণ, ও উপকারভোগী নির্বাচনের ভিত্তিতে জীবিকা প্রোফাইল প্রস্তুত (অ্যাকশন এইড এর জলবায়ু সহনশীলতা সূচকটি কাজে লাগাতে হবে);

১.১.৩. জীবিকা প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে ১০১৭ টি নারী জীবিকায়ন গ্রুপ (ডব্লিউএলজি) গঠন ও পুনঃসক্রিয়করণ (আউটপুট ২ এর আওতায় পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ- ডব্লিউইউজি);

১.১.৪. নারী জীবিকায়ন গ্রুপ এর জন্য জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট, সম্পদ ও সরঞ্জামাদি ক্রয় (১৭৬ টি কাঁকড়া চাষ; ৪ টি কাঁকড়া নার্সারি; ১৮ টি কাঁকড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ; ৬১ টি অ্যাকুয়াজিওপনিক্স; ১৮৯ টি বসতভিটায় বাগান; ৪১০ টি হাইড্রোপনিক্স; ১১৪ টি তিল চাষ; ৪৫ টি চারাগাছের নার্সারির জন্য);

১.১.৫ জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তির উপর দক্ষতা উন্নয়ন, ও আদর্শ রীতি ও চর্চা, টেকসই ব্যবস্থাপনা বিধি, জলবায়ু সহনশীল জীবিকা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপর ডব্লিউএলজি এর জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) (৩৯ টি ইউনিয়নের ডব্লিউএসসি/এলজি/এমওডব্লিউসিএ-এর কর্মীসহ) (মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের জন্য বিএফআরআই এর সমন্বয়ে);

১.১.৬ জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নের জন্য বাজারজাতকরণ ও অর্থায়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্যবসায় দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা করতে ডব্লিউএলজি এর জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) ।

১.২ বিকল্প, জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়নের জন্য শক্তিশালী জলবায়ু সহনশীল ভ্যালু-চেইন ও মার্কেট

১.২.১. ভ্যালু-চেইন কর্মীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি ডব্লিউএলজি এর মধ্যে অংশগ্রহণমূলক, জলবায়ু-ঝুঁকি সচেতন ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন পরিকল্পনা করা:

১.২.২. সহনশীল জীবিকায়নের জন্য জলবায়ু-ঝুঁকি সচেতন, ভ্যালু সংযোজন বিনিয়োগ (২ টি বিদ্যমান কাঁকড়া হ্যাচারির উন্নয়ন);

১.২.৩. মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধাও ব্যবস্থাপনার জন্য জলবায়ুজনিত ঝুঁকি সগক্রান্ত তথ্যভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (হ্যাচারিসমূহ);

১.২.৪ ক্ষুদ্র আকারের মৎস্যচাষের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেখা দিলে কী করণীয় সে সংক্রান্তএকটি আচরণবিধি প্রনয়ন;

১.২.৫. সহনশীল জীবিকায়নের প্রোফাইল ও মানদণ্ড তৈরী করতে উপজেলা পর্যায়ে পিপিআই-এর প্রতিষ্ঠা ও সঞ্চালন (ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে পিপিআই গঠন);

১.২.৬. সহনশীল জীবিকায়নের মানদণ্ড বৃদ্ধিতে পিপিআই-এ সহায়তা প্রদান বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কর্মীদের (এমওডব্লিউসিএ, কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, এলজিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান;

১.২.৭. টেকসই ও সহনশীল জীবিকায়ন ও ভ্যালু-চেইন বিনিয়োগের জন্য অর্থিক সংস্থানের সাথে সংযোগ বাড়াতে ডব্লিউএলজি, ভ্যালু-চেইন কর্মী, ও এফআই এর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট।

১.৩. *সহনশীল জীবিকায়নের জলবায়ু ঝুঁকি সচেতনতা ও অভিযোজিত ব্যবস্থাপনার জন্য শেষ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেম এবং কমিউনিটি ভিত্তিক মনিটরিং*

১.৩.১. ১০১ টি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জলবায়ুজনিত ঝুঁকি হ্রাসের কৌশলসমূহের বাস্তবায়নের উপর নারীদের গ্রুপ, ভ্যালু-চেইন কর্মী, ও ডব্লিউএসসি/এলজিআই এর কর্মীদের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

১.৩.২. নারী ও কিশোরীদের স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ তৈরী (প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে) এবং বাস্তবসম্মত পূর্ব-সতর্কীকরণ তথ্য প্রচার ও সেবা প্রদানের উপরে (টিওটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান (সিপিপি এর সমন্বয়ে);

১.৩.৩ অন্যান্য ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন জুড়ে সেচ্ছাসেবী কৌশল চালু করতে ডিএমসি কর্মী, ইউনিয়ন পর্যায়ের সিপিপি স্বেচ্ছাকর্মী দল, বিআরসিএস, এবং এমওডিএমওআর কর্মীদের জন্য (টিওটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বিনিময়, এবং অনুকরণ;

১.৩.৪ সহনশীল জীবিকায়নের অংশগ্রহণমূলক পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি সচেতন সামাজিক নিরীক্ষা প্রটোকল ও টুলকিট গঠন;

১.৩.৫ ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ঝুঁকির সাপেক্ষে অভিযোজিত জীবিকায়নের ফলাফল পরীবিক্ষণের উপর ডব্লিউএলজি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের (এলজিআই/ডিডব্লিউএ) জন্য (টিওটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান;

আউটপুট ২: সারাবছর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রবেশগম্যতা

২.১ *জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য অংশগ্রহনমূলক, সুনির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক ম্যাপিং, উপকারভোগীী নির্বাচন, ও কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোসক্রিয়করণ*

২.১.১ আলোচনা ও খানা নির্বাচনের মাপকাঠি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিসমূহের আলোকে প্রস্তাবিত *পানীয় জলের সুব্যবস্থা সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য* উপকারভোগী পরিবার নির্বাচনে সর্বশেষ সিদ্বান্ত গ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

২.১.২ পানীয় জল সরবরাহের সিস্টেম স্থাপনের জন্য অংশগ্রহণমূলক ম্যাপিং, ভেটিং ও স্থান নির্বাচন (নকশা করার সময় পরিচালিত সুনির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে);

২.১.৩ ডব্লিউইউজি এবং ডব্লিউএমসি-এর প্রণয়ন/পুনঃসক্রিয়করণ/সহায়তা প্রদান (ইনপুট ১ এ ডব্লিউএলজি এর সমন্বয়ে);

২.১.৪ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার চাহিদামাফিক নকশা তৈরীতে সহযোগীতা করতে উপযুক্ত সাইটে পানির মান নিরূপণসহ বিস্তারিত মূল্যায়ন।

২.২ *জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের সুব্যবস্থার বাস্তবায়ন (খানা, কমিউনিটি, ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে)*

২.২.১. প্রতিটি সাইট ও পানি সরবরাহ সিস্টেমের কাস্টমাইজেশন ও সম্পূর্ণ নকশা প্রণয়ন;

২.২.২. পানি সংরক্ষণ ট্যাংক, ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা এবং সঞ্চালন লাইনসহ ১৩,৩২৩ টি পরিবার ভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং (আরডব্লিউএইচ) সিস্টেম এর সাইট প্রস্তুতি ও নির্মাণ;

২.২.৩ সংরক্ষণ ট্যাংক, ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা, এবং সঞ্চালন লাইনসহ২২৮ টি কমিউনিটি ভিত্তিক রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং (আরডব্লিউএইচ) সিস্টেম এর সাইট প্রস্তুতি ও নির্মাণ;

২.২.৪ সংরক্ষণ ট্যাংক, ছাদের পানি নিষ্কাষনের জন্য নালা, এবং সঞ্চালন লাইনসহ১৯ টি প্রাতিষ্ঠানিক রইন ওয়াটার হারভেস্টিং (আরডব্লিউএইচ) সিস্টেম এর সাইট প্রস্তুতি ও নির্মাণ;

২.২.৫ পুকুর বাঁধের সাইট প্রস্তুতি ও নির্মাণ এবং ৪২ টি পুকুরে ফিলট্রেশন সিস্টেম স্থাপন;

২.২.৬. স্থাপনের পর ও কমিশনিং এর পূর্বে বহনযোগ্য পানির উৎসের পানির মান যাচাই/নিরূপণ।

২.৩ *কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু সহনশীল নিরাপদ খাবার পানির সুব্যবস্থার জলবায়ুজনিত ঝুঁকি সচেতন রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা*

২.৩.১ পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতিতে, অভিযোজিত পানি বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য ডব্লিউইউজি ও ডব্লিউএমসি এর বার্ষিক বৈঠক সঞ্চালন;

২.৩.২ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনার উপর (ওয়ার্কশপের মাধ্যমে) খানা, পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ, ডব্লিউএমসি এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা তৈরী;

২.৩.৩ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা চাহিদা, অর্থায়নের উৎস, ও প্রযুক্তিগত সহযেগিতা সনাক্তকরণের পাশাপাশি ফি-ভিত্তিক ত্রি-স্তর বিশিষ্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত;

২.৩.৪ পরিবার, পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ, ডব্লিউএমসি, টেকনিশিয়ান/কেয়ারটেকার, এলজিআই/ডিপিএইচই কর্মীদের জন্য জলবায়ু জনিত ঝুঁকি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার (পানির মান পরীবিক্ষণ, সিস্টেমের অবস্থার মূল্যায়ন, সর্বশেষ/এন্ড-পয়েন্ট মান নিয়ন্ত্রণসহ) এর উপর কারিগরী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান;

২.৩.৫ পানির সহজলভ্যতা ও মান পরীবিক্ষণ এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (পানির মান পরীবিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির বন্দোবস্ত, কেয়ারটেকারের খরচ, এবং পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সহযোগিতাসহ)।

আউটপুট ৩: জীবিকা ও নিরাপদ খাবার পানির জলবায়ু ঝুঁকি সচেতন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জ্ঞান, ও শিক্ষা নিশ্চিত করা

৩.১ *জেন্ডার-রেস্পন্সিভ, জলবায়ু সহনশীল উপকুলীয় জীবিকায়নের নকশা ও বাস্তবায়ন এর জন্য এমওডব্লিউসিএ-এর প্রযুক্তিগত ও সমন্বয় সক্ষমতা নিশ্চিত করা*

৩.১.১. উপকুলীয় জীবিকায়নের জন্য জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ও জীবিকা পরিস্থিতির উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩.১.২ দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে *জেন্ডার-রেস্পন্সিভ, জলবায়ু সহনশীল উপকূলীয় জীবিকায়নের নকশা ও বাস্তবায়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির উপর* টিওটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩.১.৩ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহে জেন্ডার ফোকাল পারসনদের জন্য 'জেন্ডার সেন্সিটিভ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন' প্রশিক্ষণ মডিউল ও টিওটি তৈরী;

৩.১.৪ বিভিন্ন সেক্টরে সকল নীতিমালা (নীতি ফোরাম, যেমন, পিইসি, ইসিএনইসি, এনডিএ উপদেষ্টা কমিটি) ও কার্যক্রম জুড়ে জেন্ডার ও জলবায়ু পরিবর্তন এর সমন্বয় ঘটাতে এমওডব্লিউসিএ এবং ডিডব্লিউএ এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ।

৩.২ *দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে নিরাপদ পানীয় জলের জলবায়ু ঝুঁকি সচেতন ব্যবস্থাপনার জন্য ডিপিএইচই এর সক্ষমতা নিশ্চিত করা*

৩.২.১. দক্ষিণ পশ্চিম উপকুলে নিরাপদ পানীয় জলের চাহিদার জন্য জলবায়ুজনিত ঝুঁকি ও পরিস্থিতি মডেলিং এর উপর টিওটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩.২.২. পানি সরবরাহের উৎস এবং বিদ্যমান/পরিকল্পিত পানি সরবরাহ অবকাঠামোর ম্যাপিং এর জন্য একটি আঞ্চলিক ডেইটাবেইস প্রতিষ্ঠা;

৩.২.৩ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে উপকূল জুড়ে জলবায়ু সহনশীল পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও নকশা তৈরীতে ডিপিএইচই (প্রশিক্ষণ ও ক্ষেত্র ভিত্তিক শিক্ষা) এর আর অ্যান্ড ডি শাখার জন্য কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩.৩. *উপকুলীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ-মেয়াদী অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে তথ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং এমঅ্যান্ডই মেকানিজম প্রতিষ্ঠা*

৩.৩.১. জ্ঞান, বেস্ট প্রাকটিস, টুলস এবং এ্যাপ্রোচ বিধিবদ্ধ করা যা জলবায়ুজনিত ঝুঁকি,, জলবায়ু সহনশীল জীবিকাও খাবার পানির সুব্যবস্থা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হবে;

৩.৩.২ প্রশিক্ষণ এবং সরকারি ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মডিউলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জ্ঞান ও সরঞ্জামাদির সমন্বয়য়;

৩.৩.৩ জলবায়ু ও জেন্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান, টুলস, ও অভিযোজন চর্চার প্রচারের জন্য এমওডব্লিউসিএ এর সহযোগিতায় একটি ওয়েব পোর্টাল এর প্রতিষ্ঠা;

৩.৩.৪ বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ভিত্তিক আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) এর মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের জন্য অভিযোজন শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন;

৩.৩.৫ (১) বেইসলাইন জলবায়ু ঝুঁকি ও ঝুঁকি নিরূপণ (অ্যাকশন এইড সহনশীলতা সূচক দেখুন); এবং (৩) প্রকল্প প্রভাবের মাত্রা নির্ণয় করতে প্রভাব মূল্যায়নসহ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কর্মকাঠামোর বাস্তবায়ন;

৩.৩.৬ দাতা, মন্ত্রণালয়, ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার প্রচারের জন্য একটি অনুকরণীয় রোডম্যাপ তৈরী।

২.৩ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরুপণ

৯. জিসিএফ স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এই প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করছে এবং এটি ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পরিবেশগত মানদন্ড প্রক্রিয়ার দ্বারা পরীক্ষিত। সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং টেম্পপেলেটটি তৈরী করা হয়েছে এবং প্রকল্পটি একটি মাঝারি ঝুঁকির ('বি শ্রেণির) প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। টেম্পলেটটিতে প্রভাব নিরূপণের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যেখানে এই প্রকল্পটিকে ঝুঁকি সম্পন্ন প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে এই ইএসএমএফ প্রকল্পটির পরিবেশগত ও সামাজিক দিক এবং সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করবে।

১০. ঝুঁকির সম্ভাব্যতা (প্রত্যাশিত, অত্যন্ত সম্ভাব্য, সীমিত সম্ভাব্য, সম্ভাব্য নয়) ও প্রভাব (মারাত্মক, তীব্র, সীমিত, সামান্য, উপেক্ষণীয়) যাচাই এর জন্য ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পরিবেশগত স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া ব্যবহার একটি প্রভাব ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। এ থেকে, সম্ভাব্য প্রভাবের উপর একটি অর্থপূর্ন ভ্যালু আরোপ করা হয়েছে (উপক্ষেণীয়, নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ, ও চরম)।

স্কোর	রেটিং
৫	প্রত্যাশিত
৪	অত্যন্ত সম্ভাব্য
৩	সীমিত সম্ভাব্য
২	সম্ভাব্য নয়
১	সামান্য

সারণি ১: ঝুঁকির সম্ভাব্যতার রেটিং

স্কোর	রেটিং	সংজ্ঞা
৫	সঙ্কটপূণ	মানব সমাজ এবং/অথবা পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব। স্থান (বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চল, বিপুল সংখ্যক মানুষ, আন্তঃসীমান্ত প্রভাব, ক্রমবর্ধিত প্রভাব) ও কাল (দীর্ঘ-মেয়াদী, স্থায়ী এবং/অথবা অপরিবর্তনীয়) এর ভিত্তিতে উচ্চ মাত্রার বিরূপ প্রভাব; প্রভাবিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে উচ্চ মান ও সংবেদনশীল অঞ্চল (যেমন, মূল্যবান ইকো সিস্টেম ও বিপন্ন আবাসস্থল); আদিবাসীদের অধিকার, ভূমি, সম্পদ ও এলাকার উপর বিরূপ প্রভাব; স্থানান্তর বা পুনর্বাসন জড়িত; গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ভীষণভাবে বৃদ্ধি করে; এসব প্রভাবের ফলে সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।
৪	তীব্র	মানব সমাজ এবং/অথবা পরিবেশের উপর মধ্যম হতে বৃহৎ মাত্রার স্থান ও কাল ভিত্তিক তবে সংকটপূর্ণ অবস্থার চেয়ে সীমিত বিরূপ প্রভাব (পূর্বাভাসযোগ্য,মূলত অস্থায়ী, প্রতিকারযোগ্য)। যে সকল প্রকল্প আদিবাসীদের মানবাধিকার, ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, বসবাসের এলাকা ও ঐতিহ্যগত জীবিকায়নের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, সে সকল প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রভাবকে নুন্যতম সম্ভাব্য তীব্র প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৩	সীমিত	নিম্ন মাত্রাসম্পন্ন, সীমিত মানদন্ড (সুনির্দিষ্ট সাইটভিত্তিক) ও স্থায়ীত্বের (অস্থায়ী) প্রভাবসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ ও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের মাধ্যমে এড়ানো, নিয়ন্ত্রণ এবং/বা প্রশমন করা সম্ভব
২	সামান্য	মাত্রা (যেমন, ছোট পরিসরে ও খুবই কম সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত) এবং স্থায়ীত্বের (স্বল্প) দিক থেকে খুবই সামান্য প্রভাব

		সহজেই এড়ানো, নিয়ন্ত্রণ, ও প্রশমন করা সম্ভব
১	উপেক্ষণীয়	কমিউনিটি বা ব্যক্তি পর্যায়ে এবং/অথবা পরিবেশগত কোনো প্রভাব নেই বা থাকলেও তা উপেক্ষণীয়

সারণি ২: ঝুঁকির প্রভাবের রেটিং

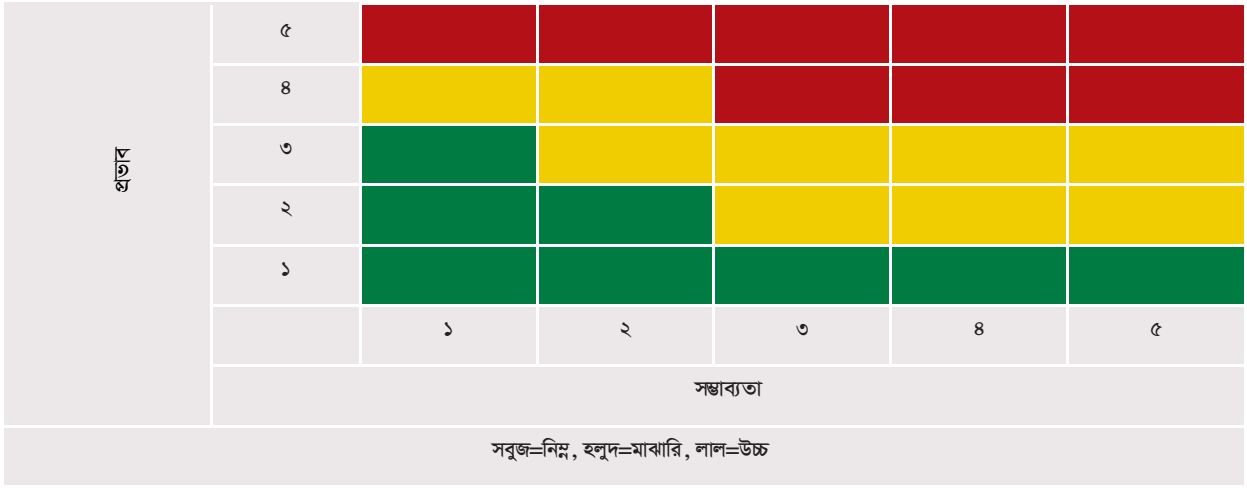

সারণি৩: ইউএনডিপি ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স

১১. ঝুঁকি নিরূপণের সময়, শক্ত/নরম অবকাঠামো এবং জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডসহ সকল কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই ইএসএমএফ এ প্রশমন পদক্ষেপের সাথে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিটি উপাদান (যেমন, পানি, ভূমিক্ষয়, জীব বৈচিত্র্য) এর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিরূপ ফেলতে পারে এমন প্রকল্প কার্যক্রম	অপ্রশমিত প্রভাব	অপ্রশমিত ঝুঁকি	প্রভাব এড়াতে করণীয় ও প্রশমনমূলক পদক্ষেপ	প্রশমন পরবর্তী ঝুঁকি
আউটপুট ১: উপকুলীয় অঞ্চলের কৃষি নির্ভর অধিবাসীদের, বিশেষ করে নারীদের, উন্নত অভিযোজন সক্ষমতা নিশ্চিত করতে জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন				
১.১ নারীদের জন্য এন্টারপ্রাইজ ও কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু সহনশীল জীবিকা বাস্তবায়ন	উপকারভোগী নির্বাচন ও সম্পদ ও সরঞ্জাম খাতে বিনিয়োগসহ জলবায়ু সহনশীল জীবিকা বাস্তবায়নের কতিপয় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব রয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রস্তাবিত জীবিকায়ন উপায়সহ প্রতিটি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ঝুঁকির বিবরণ নিচে দেয়া হল।		নিচের প্রতিটি জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রশমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	
উপকারভোগকারী নির্বাচন সুনির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক অংশগ্রহনমূলক মার্কেট ম্যাপিং ও জীবিকা প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ নারী জীবিকায়ন গ্রুপ (ডব্লিউএলজি) গঠন ও পুনঃসক্রিয়করণ	উপকারভোগী নির্বাচন, অংশগ্রহনমূলক ম্যাপিং, ও ডব্লিউএলজি এর প্রান্তিক গ্রুপ সংক্রান্ত কিছু সামাজিক ঝুঁকি রয়েছে। লক্ষ্যভূক্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত হিন্দু পরিবার (সাতক্ষীরা ও খুলনার ৩০% জনসংখ্যা) এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত আদিবাসী পরিবারসহ প্রায়ই বৈষম্যের শিকার হয় এমন অত্যন্ত দরিদ্র ধর্মীয় ও আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় লক্ষ্যভূক্ত দুটি জেলায় বসবাস করে। জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অংশগ্রহণ ও সাইট নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়সমূহ বৈষম্যের শিকার হতে পারে। নারীদেরকে প্রাথমিক উপকারভোগকারী হিসেবে লক্ষ্যভূক্ত করার আরেকটি সামাজিক ঝুঁকি রয়েছে। তা হলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত জেন্ডার রীতি অমান্য করা হলে এবং মহিলাদের সম্পদপ্রাপ্তি ও উপার্জন সক্ষমতা তৈরী হলে পরিবারের অভ্যন্তরে দ্বন্ধ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বাড়তে পারে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	লক্ষ্যভূক্ত জেলাসমূহে প্রকল্পের সুবিধা যাতে একটি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বিতরণ করা যায় এবং উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে ধর্মীয় বা কোনো প্রকার বৈষম্য সৃষ্টিকারী কারণ দ্বারা প্রভাবিত না হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে একটি যথাযথ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে। উপকারভোগী কমিউনিটির সাথে স্টেকহোল্ডার পরামর্শে নির্বাচন প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে নথিভূক্ত ও ব্যাখ্যা করা থাকবে। চুড়ান্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ঐ জেলার সংখ্যালঘু জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে প্রতিফলিত হবে এবং আদিবাসী পরিবারসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রকল্পটির আওতাভূক্ত ওয়ার্ডসমূহের সকল কমিউনিটি সদস্য একটি অভিযোগ নিষ্পতি কৌশলের আওতায় তাদের অভিযোগ জানাতে পারবে। কডমিউনিটি সংবেদনশীলতা কার্যক্রমে জেন্ডার রীতি রূপান্তর এবং মহিলাদের স্থানান্তর সমস্যা এবং "যথাযথ কাজ" এর বিষয়সমূহ বিবেচিত হবে। জিআরএম জেন্ডার সংবেদনশীল হবে এবং প্রকল্প পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্ধ ও জিবিভি চিহ্নিত করা হবে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মধ্যম
কাঁকড়া চাষ (১৭৬ টি ছোট আকারের খামার) কাঁকড়া নার্সারি (৪ টি ছোট আকারের নার্সারি) অ্যাকুয়াজিওপোনিক্স (৬১ টি সিস্টেম)	জীবিকায়নের উপায়সমূহ (অ্যাকুয়াজিয়োপনিক্স, হাইড্রোপনিক্স, প্ল্যান্টেশন, কাঁকড়া নার্সারি, খামার) এর জলোচ্ছ্বাস, প্রবল বাতাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ড (কাঁকড়া নার্সারি ও খামার) ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সক্ষম। আসন্ন যেকোনো চরম আবহাওয়া পরিস্থিতিতে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে উপকারভোগকারীগণ আগাম সতর্কতা প্রচারপদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন এবং লোকসান কমাতে ফসল মজুদ করতে পারেন। চারা গাছের চাষ ভিত্তিক জীবিকায়নের সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম বর্ধমান ফসল চাষের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সময় এমনভাবে স্থান নির্বাচন করা হবে যাতে বিদ্যমান ভবন, বাঁধ, ও গাছপালার মাধ্যমে কিছু আশ্রয় নিশ্চিত করা যায়। প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও অনুমতি পেতে কাঁকড়ার ঘের এর সাইটিং প্রকল্প টিম দ্বারা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় পরামর্শের মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ক্রমবর্ধিত প্রভাব কমাতে শুধুমাত্র অল্প পরিসরে কম ঘনত্ব বজায় রেখে খামার প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হবে এবং	প্রভাব: ২ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন

			বিদ্যমান চিংড়ির ঘের কাজে লাগানো হবে। লোনা পানি দ্বারা ইতিমধ্যে প্লাবিত জোয়ার এলাকায় চাষযোগ্য ফসলের জমিতে নতুন খামার তৈরী বা খামার সম্প্রসারণে কড়া নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে। মাটি পরিক্ষণের পর প্রয়োজনীয় বলে বিবেচ্য হলে আশেপাশের জমিতে ও ভূগর্ভস্থ পানিতে সিপেজ/চোয়ান নিয়ন্ত্রণ করতে পেরিমিটার ডিচ/ঘের পরিখা স্থাপন করা হবে এবং ক্লে পন্ড লাইনিং ব্যবহার করা হবে। মাটি ও পানির লবণাক্ততা বিশেষভাবে পরীবিক্ষণ করা হবে।	
	কাঁকড়ার পোনার ঘের এ মাটি ও পানির তীব্র লবণাক্ততা। যেহেতু ঘের চাষের জন্য লোনা পানি ব্যবহার করা হয়, ক্ষরণ, পুকুরের পানি নির্গমন, ও পুকুর হতে পলি প্রবাহের মাধ্যমে লবণাক্ত পানি আশেপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	প্রকল্পটির জীবিকায়ন উপাদানের অংশ হিসেবে লক্ষ্যভূক্ত উপকারভোগকারীদের কাঁকড়া চাষে ব্যবহারের জন্য কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মান করা হবে। প্রাকৃতিক পোনা যাতে ব্যবহার করা না হয় তা নিশ্চিত করতে প্রকল্পটি কমিউনিটিতে পরিবেশগত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও নীতিমালা প্রদানে সহযোগিতা করবে এবং প্রাকৃতিক মজুদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে হ্যাচারি উৎপাদিত মজুদের নির্ভরশীলতা আনতে স্থানীয় সরকার ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মপন্থা ও নিয়মকানুন চালু করতে সহায়তা করবে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত মজুদ প্রকল্পটির আওতায় কাঁকড়া চাষের ফলে সৃষ্ট চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।	প্রভাব: ২ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন
	কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারনের ফলে ইতিমধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত কাঁকড়ার পোনার বন্য মজুদ এর উপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মানুষ কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহের জন্য ম্যানগ্রোভ অঞ্চল ও সুন্দরবনের সুরক্ষিত জঙ্গলে প্রবেশ করা শুরু করতে পারে। এতে করে জীব বৈচিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।	প্রভাব: ৪ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: উচ্চ	প্রকল্পটির অংশ হিসেবে উৎপাদিত সীমিত পরিমাণ বাহ্যিক, উচ্চমান সম্পন্ন খাবারের উপর নির্ভর করতে এবং সীমিত প্রবাহ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উৎকৃষ্ট উপায়ে কম ঘনত্বে কাঁকড়া চাষ করা হবে। রাসায়নিক দ্রব্য, এন্টিবায়োটিক, ওষুধ ও বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন এর ব্যবহার না করে উত্তম অ্যাকুয়াকালচার চর্চা প্রয়োগ করা হবে। পরিবেশগত বিষয়াবলি বিবেচেনায় রেখে কাঁকড়া সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও পবিহনের মতো বিষয়গুলির মাঝে সাপ্লাই চেইন সংযোগ সহায়তা প্রদান করা হবে এবং একটি ইএআইএ এর অন্তর্ভূক্ত হবে। পানির মান ও পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাব এড়াতে খামারগুলিকে ভৌগলিক অবস্থানগত দিকে দিয়ে দূরে দূরে স্থাপন করা হবে। টেকসই পুষ্টি রিসাইক্লিং সিস্টেম (bioremediation) গড়ে তুলতে জলজ উদ্ভিদ সমন্বয়ে উপযুক্ত লবণাক্ততা সহ্যশক্তি বজায় রেখে পলিকালচার ব্যবস্থায় খামার করা বিষয়ে গবেষণা করা হবে এবং সফল হলে এই ব্যবস্থা আরো বড় পরিসরে প্রয়োগ করা হবে। নিয়মিতভাবে পানির মান পরিবীক্ষণ করা হবে এবং সকল মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের অবস্থান একটি প্রাথমিক পরিবেশগত পরিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল ম্যানগ্রোভ এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা হবে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি
	অনুপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনা ও জাত কাঁকড়া চাষের খামার হতে বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা। কমিউনিটি পর্যায়ে জাত কাঁকড়া চাষের জন্য আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছোট পরিসরে প্রস্তাবিত জীবিকা সহায়তা প্রদান করা হবে। তথাপি, পুকুরের বর্জ্যপানি আশেপাশের পানির উৎসসমূহে নির্গমনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাব করতে পারে, যেমন: ইউট্রফিকেশন, বিষঃক্রিয়া, ও রোগ বিস্তার। অপরিশোধিত বর্জ্য পানিতে প্রচুর পরিমানে খাবারের	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি		

	অবশিষ্টাংশ ও মাছের বিষ্ঠা থাকে যা অন্তর্গামী পানির প্রবাহে দূষণ ঘটাতে পারে।		জাত কাঁকড়া চাষে ও অ্যাকুয়াজিওপনিক্স সিস্টেমে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি এড়াতে কাঁকড়া চাষ ও কাঁকড়া হ্যাচারি সুবিধাসমূহের জন্য ব্যবহৃত বায়োসেফটি প্রটোকলসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উৎকৃষ্ট চর্চা প্রয়োগ করা হবে। উপকারভোগকারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে কম ঘনত্ব বজায় রাখা হবে (1.5/m2 এর বেশি নয়), এবং পানির মান, খাবার গ্রহণ ও রোগবালাইয়ের ঘটনা কঠোরভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।	
	অ্যাকুয়াকালচার রোগের ঝুঁকি। অ্যাকুয়াজিওপনিক্স পদ্ধতিতে নার্সারি, খামারে চাষকৃত কাঁকড়া এবং লোনা পানিতে চাষকৃত মাছ রোগের সংক্রমণে ভূমিকা পালন করে। যার ফলে স্টকিং ঘনত্ব বৃদ্বি পায় এবং পানির মান খারাপ হয়।			প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি
		প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	নারীদের অংশগ্রহণ না করার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এই প্রকল্পে এসকল কারণ চিহ্নিত করে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। নারী উপকারভোগীদের জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ বিষয়ে জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অভাব দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নমনীয় প্রশিক্ষণ সূচি, প্রয়োজন হলে বাড়িতে গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং নারী প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে সকল প্রশিক্ষণ পরিকল্পিত হবে জেন্ডার রেসপন্সিভ উপায়ে। এছাড়াও, পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে আলাদা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এবং কমিউনিটি পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই প্রকল্পে নারী উপকারভোগীদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে এবং দর কষাকষির দক্ষতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাজারে প্রবেশগম্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্রকল্পে খাঁচায় মাছ চাষের পরিবর্তে ঘেরে মাছ চাষের পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে যাতে আরো ভালোভাবে নারীদেরকে সমন্বিত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পে কর্মকাণ্ডের কার্যকারীতা বিষয়ে নারী ও পুরুষদের বিষয়ে আলাদাভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং লক্ষ্যভুক্ত জেলাগুলিতে এই প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মকান্ড হতে লব্ধ শিক্ষা প্রয়োজন অনুসারে কর্মকাণ্ড পরিমার্জনে কাজে লাগানো হবে। স্টেকহোল্ডার পরামর্শের অংশ হিসেবে নারীদের সাথে ক্রমাগত আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের আগামী বছরগুলিতে উপকারভোগীদের স্বার্থ ও মতামত প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করা নিশ্চিত করা হবে।	
	কর্মকান্ডের সামাজিক ঝুঁকিসমূহের মধ্যে একটি হলো মৎস্যচাষ ভ্যালু চেইনে জেন্ডার সমন্বয়ের অভাব। যদিও মৎস্যচাষ ভ্যালু চেইনে নারীরা একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করছে, নারীদের জন্য উপযোগী কাজের ব্যাপারে স্থানীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাস, বাড়ির বাইরে চলাচলের উপরে কঠোরতা (পর্দা); এবং নারীদের পারিশ্রমিক বিহীন কাজের বোঝার কারণে নারীদের অংশগ্রহণ সিডিং ও ফিডিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এবং মৎস্যচাষ ভ্যালু চেইনের অন্যান্য বিষয়ের	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২		প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ১ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন

	সাথে নারীদের সমন্বিত করার উদ্যোগের একটি মিশ্র ফল পাওয়া যাচ্ছে।	ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক পর্যায়েই কমিউনিটিতে নারীদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের অধিকারসহ উপকারভোগীদের ভূমি ব্যবহারের মেয়াদ সুরক্ষিত করা হবে। অভিজাত ব্যক্তি কর্তৃক ভূমি দখলের বিষয়টি প্রকল্পের আওতায় পরিবীক্ষণ করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্তরণের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারের মেয়াদ বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের সুযোগ নিশ্চিত হবে।	
	সামাজিক ঝুঁকিসমূহের মধ্যে আরো হচ্ছে মৎস্যচাষ কর্মকান্ডে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক দখল এবং ভূমি ভোগদখল সংক্রান্ত সমস্যা। চিংড়ি চাষের ভ্যালু চেইনে দেখা গেছে যে এই খাতে ভালো চাহিদা ও লাভ থাকাতে আগে যে সকল সম্পত্তি বছরের কিছু সময় বা সারা বছর ধরে জনসাধারণের অধিকারে ছিল তা কার্যকর বেসরকারিকরণ উদ্যোগের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে (মধ্যস্বত্বভোগী, স্থানীয় অভিজাত ও কোম্পানীর দখলে চলে গেছে), এবং এর ফলে এসকল সম্পত্তি প্রকৃত অভাবী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের পরিবর্তে প্রভাবশালী ও স্থানীয় অভিজাতরা নিয়ন্ত্রণ করে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩	এই প্রকল্পে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এবং ছোট মাছ ও মাছের তেলের উপর নির্ভর করে না এমন উদ্ভিদজাত উৎস হতে উচ্চ মানের কাঁকড়া/মৎস্য খাদ্য গবেষণায় সহায়তা প্রদান করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কৃষি উপজাত দ্রব্য (চালের কুড়া, সরিষা তেলের খৈল ইত্যাদি), খাবারের আমিষ/ চর্বি জাতীয় উপাদানের চাহিদা পূরণের জন্য কম মূল্যের মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের উপজাত দ্রব্য (১০%) ও চিংড়ির মাথা (১০%) ব্যবহার করা হবে, এবং সম্পূরক হিসেবে ভার্মিকালচার ব্যবহার করা হবে। কাঁকড়ার জন্য সময়ের সাথে সাথে এর ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে, ফলে মৎস্য/চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমে যাবে। কোনো প্রকার ছোট ও কম মূল্যের মাছ ব্যবহার করা হবে না। ক্রমেই মৎস্য খামারের জন্য ছোট মাছ ব্যবহার থেকে সরে আসার জন্য সরকারি পর্যায়ে একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হবে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি
	এ্যকুয়াজিওপোনিক সিস্টেমে কাঁকড়া চাষ ও লোনা পানির মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাবার সরবরাহের চাহিদার কারণে মাছের প্রাকৃতিক মজুদ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কাঁকড়া/মাছের খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ, ছোট ও কম মূল্যের মাছ, শুটকি মাছ ও চিংড়ির মাথা সরবরাহের উপর নির্ভর করে, যা টেকসই উপায়ে সংগ্রহ করা না গেলে মাছের প্রাকৃতিক মজুদের উপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও, চিংড়ির মাথা স্থানীয়ভাবে মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই, কাঁকড়ার খাবারের জন্য এর চাহিদা বাড়লে মানুষের খাদ্যের সরবারহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।	ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩	এই প্রকল্পটি অর্গানিক উদ্ভিদ চাষের পদ্ধতির উপর উপকারভোগকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। মিশ্র চাষ, উচ্চ মান সম্পন্ন বীজের ব্যবহার, ভূমি হতে উঁচু বেড এবং জৈব সার এর মতো কৌশল ব্যবহার করে উদ্ভিদ চাষ সম্প্রসার করা হবে। কীটনাশকের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হবে এবং হস্ত-সংগ্রহ, নিমের রস প্রয়োগ, ও ব্যাগিং এর মাধ্যমে সমন্বিত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। হাড্রোপনিক ও অ্যাকুয়াজিওপনিক্স সিস্টেমে জৈব সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং পানির মান পরিবীক্ষণ করা হবে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২

		ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি		ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি
কাঁকড়ার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কেনাবেচা (XX গ্রুপ)	উদ্ভিদ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে লক্ষ্যভূক্ত অঞ্চলসমূহে কীটনাশক ও সারের প্রয়োগ বৃদ্বির সম্ভাবনা রয়েছে। হাড্রোপনিক সিস্টেম ব্যবহারের ফলে ইউট্রোফিকেশন ও জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে (কীটনাশক হতে)।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি		প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মধ্যম
বসতভিটায় শাকসবজি চাষ (১৮৯ টি ভিটা বাগান) ঘাইড্রোপনিক্স (পারিবারিক / কমিউনিটি পর্যায়ে ৪১০ টি সিস্টেম) তিল চাষ (১১৪ টি কমিউনিটি পর্যায়ের বাগান) উদ্ভিদ নার্সারি (৪৫ টি কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মকান্ড)				
১.২. বিকল্প সহনশীল জীবিকায়নের জন্য শক্তিশালী জলবায়ু সহনশীল ভ্যালু চেইন ও বাজার	কর্মকান্ড বিশেষে ভ্যালু চেইনের কিছু পরিবেশগত ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব রয়েছে, যা নিচে বর্ণনা করা হল।		হ্যাচারির সুযোগসুবিধার নকশা প্রণয়ন করা হবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম পন্থা অবলম্বন করে এবং হ্যাচারির এক অংশ থেকে অন্য অংশে দূষণকারী পদার্থ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে যেসব অংশে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেগুলির একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা রাখা হবে। জীবাণুমুক্তকরণ এলাকাকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা এলাকা থেকে আলাদা রাখা হবে, এবং কর্মীদেরকে যথাযথ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও জীবাণুমুক্তকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। হ্যাচারি পরিচালনার সময়সূচিতে পরিচ্ছন্নকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণের জন্য নিয়মিত বন্ধের সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্তর্গামী ও বহির্গামী পানি এবং বর্জ্য পানি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধন করা হবে। হ্যাচারি কর্মীদেরকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুসৃত জৈব নিরাপত্তা প্রদানে শিল্প পরিচালনার উত্তম অভ্যাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে,	
২ টি কাঁকড়া হ্যাচারির উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বর্জ্য পানির সংশোধনসহ ২ টি কাঁকড়া হ্যাচারির উন্নয়ন এই প্রকল্পটির অন্তর্ভূক্ত হবে। পানিবাহিত ও বায়ুবাহিত প্যাথোজেন, অস্বাস্থ্যকর কর্মী ও উপকরণাদি ব্যবস্থাপনা, এবং সংক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থাসহ (কোয়ারেন্টাইন) হ্যাচারিগুলিতে অপর্যাপ্ত জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিত কোনো অর্গানিজম হ্যাচারিতে প্রবেশ করলে তা কাঁকড়া হ্যাচারির স্টকের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যাতে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি রয়েছে। লার্ভা বাঁচিয়ে রাখতে ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য এবং রোগবালাই	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি		প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মধ্যম

	এড়াতে কাঁকড়া চাষের নার্সারী পর্যায়ে উচ্চ মাত্রার জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন।		এবং জ্ঞান বিতরণ, কারিগরী দক্ষতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব দেয়া হবে। জৈব নিরাপত্তা ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বেসরকারি পর্যায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।	
১.৩. সহনশীল জীবিকায়নের জলবায়ু ঝুঁকির আগাম বার্তা নির্ভর, অভিযোজিত ব্যবস্থাপনার জন্য ইডব্লিউ এর কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও চুড়ান্ত বিতরণ	এটি একটি কমিউনিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, যার কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক বিরূপ প্রভাব নেই, বরং পরিবেশগত ও সামাজিক সুবিধা রয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে বাদ দেয়া হলে সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ কার্যক্রম ১.১ এর অংশ হিসেবে উপরে এবং কার্যক্রম ২.১ এর অংশ হিসেবে নিচে আলোচনা করা হয়েছে।	সম্ভাব্যতা: ১ প্রভাব: ১ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন	কোন প্রশমন পদক্ষেপ প্রয়োজন নেই।	সম্ভাব্যতা: ১ প্রভাব: ১ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন
আউটপুট ২: সারাবছর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের জেন্ডার-রেসপন্সিভ সুব্যবস্থা				
২.১ জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য অংশগ্রহনমূলক, সাইট-নির্দিষ্ট ম্যাপিং, উপকারভোগী নির্বাচন, ও কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সক্রিয়করণ	প্রান্তিক গ্রুপের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনমূলক ম্যাপিং, উপকারভোগী নির্বাচন, ও কমিউনিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সক্রিয়করণের কিছু সামাজিক ঝুঁকি রয়েছে। লক্ষ্যভূক্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসরত হিন্দু পরিবার (সাতক্ষীরা ও খুলনার ৩০% জনসংখ্যা) এবং মুণ্ডা জাতির অন্তর্ভূক্ত আদিবাসী পরিবারসহ প্রায়ই বৈষম্যের শিকার হয় এমন অত্যন্ত দরিদ্র ধর্মীয় ও আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, লক্ষ্যভূক্ত দুটি জেলায় বসবাস করে। খাবার পানির সুব্যবস্থার জন্য অংশগ্রহণ ও সাইট নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়সমূহ বৈষম্যের শিকার হতে পারে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	জীবিকায়ন সহায়তার জন্য লক্ষ্যভূক্ত জেলাসমূহে প্রকল্পের সুবিধা যাতে একটি ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বিতরণ করা যেতে পারে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে ধর্মীয় বা কোনো বৈষম্য সৃষ্টিকারী কারণ দ্বারা প্রভাবিত না হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে একটি যথাযথ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপকারভোগকারী নির্বাচন করা হবে। উপকারভোগকারী কমিউনিটির সাথে স্টেকহোল্ডার পরামর্শে নির্বাচন প্রক্রিয়া স্পষ্টরূপে নথিভূক্ত ও ব্যাখ্যা করা থাকবে। আরডব্লিউএইচ ট্যাংক স্থাপনের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর (আইপি) পানি সংগ্রহের জন্য যেন একটি স্থান থাকে সে বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এছাড়াও, পারিবারিক পর্যায়ে ট্যাংক স্থাপনের জন্য পরিবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে (৩০%) ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারগুলিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্বাচন করা হবে। প্রকল্প মূল্যায়নে একটি মানবাধিকার ভিত্তিক ও সংঘাত সংবেদনশীল	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি

			পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে এবং প্রকল্পের সুবিধা যেন সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয় তা নিশ্চিত করা হবে। কোনো সংঘাত বা বৈষম্যের ঘটনা ঘটলে প্রকল্পের সকল উপকারভোগীর মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। জিআরএম ফোকাল পয়েন্টকে সামাজিক প্রান্তিকীকরণ বিষয়ে সংবেদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	
২.২ জলবায়ু সহনশীল পানীয় জলের সুব্যবস্থার বাস্তবায়ন (খানা, কমিউনিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে)	পানি সরবরাহ সুব্যবস্থার (বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক ও পুকুরের পানি পরিস্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তি) ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়ো বাতাস ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত ঝুঁকি। ঘূর্ণিঝড় এর কারনে বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক (আরডব্লিউএইচ) নড়ে যেতে পারে বা এর ভিত থেকে সরে যেতে পারে এবং এর ফলে আশেপাশের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, জলোচ্ছাসের কারনে পুকুরের পানি পরিস্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তির জন্য ব্যবহৃত পানির গুণগত মানের উপর প্রভাব পড়তে পারে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মধ্যম	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক (আরডব্লিউএইচ) ভিত থেকে সরে যাবার ঝুঁকি হ্রাস করতে একে সিমেন্টের তৈরি প্ল্যাটফর্মের সাথে নিরাপদভাবে সংযুক্ত করা হবে এবং উপকারভোগকারী পরিবারগুলিতে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কমাতে প্রাতিষ্ঠানিক ও কমিউনিটি পর্যায়ের সিস্টেমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কাঠামোগত অখণ্ডতা রক্ষা করতে ছাদ তৈরির উপাদানগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া হবে এবং পানি সংগ্রহ ব্যবস্থাটিকে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া নিরোধী করতে পানি প্রবেশের নালাগুলি নিরাপদভাবে স্থাপন করতে হবে।	প্রভাব: ২ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন
	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের ফলে বর্জ্য উৎপাদন। প্রকল্পটির আওতায় ১৯ টি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, ২২৮ টি কমিউনিটি পর্যায়ে, এবং ১৩,৩২৩ টি পারিবারিক পর্যায়ে ট্যাংক স্থাপন করা হবে। ৪২ টি পুকুরে বাঁধ ও ফিলট্রেশন সিস্টেম স্থাপন। এই প্রকল্পের চাহিদার অতিরিক্ত পাইপ ও গাটারিং থেকে বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও অধিকাংশ স্থাপন পূর্বেই নির্মাণ করা হবে।	প্রভাব: ২ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন	ট্যাংক স্থাপনের পূর্বে পানির উৎসের নৈকট্য, বিদ্যামান ছাদ তৈরির উপাদানের উপযুক্ততা এবং পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকার বিষয়সমূহ পরিপূর্ণ বিবেচনায় রেখে স্থান পরিদর্শন করা হবে। বৃষ্টির পানি ধারণ (আরডব্লিউএইচ) ব্যবস্থার নকশা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট উপকরণ ক্রয় নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে যাতে বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করা যায়।	প্রভাব: ১ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন
	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক স্থাপনের সময় পলি প্রবাহ। বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের সময় ট্যাংকের জন্য সমতল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে মাটি ভরাটের প্রয়োজন হবে। মাটির কাজের ফলে পলিমাটি প্রবাহিত হবে এবং এই পলি যদি যথাযথভাবে আটকে রাখা না যায় তাহলে তা বায়ু দূষণ ঘটাবে বা বৃষ্টি সময়ে ভূমির উপর দিয়ে পানির সাথে ছড়িয়ে যাবে।	প্রভাব: ২ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন	বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের কাজ করানো হবে আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞ কোম্পানীকে দিয়ে যারা ট্যাংক স্থাপনের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। মাটির কাজ করা হবে শুষ্ক মৌসুমে এবং মাটিকে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে যাতে তলানি প্রবাহ হ্রাস করা সম্ভব হয়। পলি প্রবাহ ও দ্রুত ফুটিং উপকরণ পড়া কমাতে পলি পর্দা স্থাপনসহ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় এ পরিকল্পনাটিতে বিবেচনা করা উচিত। ইএসএমএফ এর অংশ হিসেবে একটি ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও একটি পলি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।	প্রভাব: ১ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন

	বিদ্যমান পানির দূষণ। বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপনের সময় ট্যাংক নির্মাণের জন্য সমতল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে মাটি ভরাটের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ, পুষ্টি উপাদান, ভারী ধাতু ও অন্যান্য দূষণকারী উপাদান ছড়িয়ে পড়তে পারে যা বিদ্যমান পলির সাথে মিশে যেতে পারে। এগুলি পানি প্রবাহপথ ও ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করতে পারলে ভূপৃষ্ঠের পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির মানের অবনয়নের ঝুঁকি থাকে (ঝুঁকি ৩ দ্রষ্টব্য)।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	উপরের বিষয়গুলির মতোই, বিভিন্ন দূষণকারী পদার্থ যাতে পানি প্রবাহের পথে বা ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে না পারে, এবং তলানি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে একটি পরিকল্পনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে থাকবে পলি ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তা পরীক্ষা করা এবং এমনভাবে পরিকল্পনা করা যাতে বৃষ্টির সময় কোনো কাজ না করা হয়। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলেই পলির নিচে যথোপযুক্ত উপকরণ স্থাপন করতে হবে যাতে তা চুইয়ে ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করতে না পারে। সকল মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডে পানির মান পরিবীক্ষণসহ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে।	প্রভাব: ২ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন
২.৩ নিরাপদ পানীয় জলের সুব্যবস্থার কমিউনিটি ভিত্তিক, জলবায়ুজনিত ঝুঁকি সচেতন কার্যকলাপ ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওঅ্যান্ডএম) এবং ব্যবস্থাপনা	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ না করলে এর স্থায়ীত্বের অভাব ও জনস্বাস্থ্যের উপরে এর প্রভাব জনিত ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক এর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে সরল। লক্ষ্যভুক্ত জেলাগুলিতে নতুন ও বড় আকারের ট্যাংকের ব্যবহার নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক হবে। কাজেই এগুলির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিকভাবে করতে না পারলে এ থেকে অণুজীব জনিত দূষণ সৃষ্টি হতে পারে অথবা এই ট্যাংকগুলি মশার প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। পুকুরের পানি পরিষ্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগতভাবে জটিল ওঅ্যান্ডএম ব্যবস্থার প্রয়োজন।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ৩ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি	এই কার্যক্রমের আওতায় পানির সহজলভ্যতা ও গুণগত মান পরিবীক্ষন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (পানির গুণগত মান পরিবীক্ষন এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির বন্দোবস্ত, কেয়ারটেকারের খরচ, এবং ওঅ্যান্ডএম সহযোগিতাসহ) এর জন্য একটি কমিউনিটি ও ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থার বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি। অণুজীব জনিত দূষণমুক্ত পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি বিস্তারিত ওঅ্যান্ডএম পরিকল্পনা করা হয়েছে যার অংশ হিসেবে কমিউনিটি পর্যায়ে পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ (ডব্লিউইউজি), ওয়ার্ড পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডব্লিউএমসি), এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কাজ করবে। প্রযুক্তিগতভাবে, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার নকশায় ফার্স্ট ফ্লাশ সিস্টেম ব্যবহার করা হবে যাতে পানি ধরার উন্মুক্ত অংশটি হতে কোনো প্রকার আবর্জনা বা অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ পানির সাথে ট্যাংকে প্রবেশ করতে না পারে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এর জন্য একটি তহবিল গড়ে তুলতে সকল উপকারভোগীরা একটি যৎসামান্য ফি প্রদান করাবে। এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত পরীবিক্ষণ করা হবে। পরিশেষে, ইএসএমএফ অনুসারে নিয়মিতভাবে পানির মান পরীক্ষা করা হবে।	প্রভাব: ৩ সম্ভাব্যতা: ২ ঝুঁকির মাত্রা: মাঝারি
আউটপুট ৩: জীবিকায়ন ও নিরাপদ খাবার পানির জলবায়ু ঝুঁকি সচেতন ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জ্ঞান, ও শিক্ষা নিশ্চিত করা				

৩.১ জেন্ডার সংবেদনশীল, জলবায়ু সহনশীল উপকুলীয় জীবিকায়নের নকশা ও এর বাস্তবায়নের জন্য এমওডব্লিউসিএ-এর প্রযুক্তিগত ও সমন্বয় সক্ষমতা নিশ্চিত করা ৩.২ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলে নিরাপদ খাবার পানির সরবরাহের জলবায়ু ঝুঁকি সচেতন ব্যবস্থাপনার জন্য ডিপিএইচই এর সক্ষমতা নিশ্চিত করা ৩.৩. উপকুলীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ-মেয়াদী অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে তথ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	এগুলি হল প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও সমন্বয়করণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, যার কোনোরুপ পরিবেশগত ও সামাজিক বিরুপ প্রভাব নেই, বরং উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত ও সামাজিক সুবিধা রয়েছে।	প্রভাব: ১ সম্ভাব্যতা: ১ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন	কোন প্রশমন পদক্ষেপ এর প্রয়োজন নেই।	প্রভাব: ১ সম্ভাব্যতা: ১ ঝুঁকির মাত্রা: নিম্ন

২.৩.১ যে অনুমানের ভিত্তিতে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে

১২. এই ইএসএমএফ প্রস্তুতির সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুমান করা হয়েছে:

- এমন কোন কর্মকান্ড গ্রহণ করা হবে না যাতে চাষযোগ্য বা অন্যান্য উদ্দেশে ব্যবহারযোগ্য কোনো ভূমির কার্যকরতা নষ্ট হয়।
- কাঁকড়া খামারগুলি একটি অপরটি হতে দূরে স্থাপন করা হবে এবং আকারে ছোট হবে যাতে অন্তর্গামী পানির প্রবাহের উপর বর্জ্য উপাদানের সম্মিলিত প্রভাব হ্রাস করা যায়। যেহেতু যে স্থানে বর্জ্য উৎপাদন হয় সেখানে জৈব সার ব্যবহারের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং উপযুক্ত পরিবশেগত ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, প্রকল্পটির জীবিকায়ন উপকরণসমূহ ব্যবহারের ফলে সীমিত পরিমাণে দূষণ এবং/বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হবে। সকল ক্ষতিকর নির্গমণ প্রশমন করা হবে।
- সকল মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ড আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কম ঘনত্ব বজায় রেখে করা হবে এবং মৎস্যচাষের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চা ভিত্তিক দিকনির্দেশনা সমূহ অনুসরণ করা হবে।
- সুন্দরবনের সুরক্ষিত এলাকার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কিংবা পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চলে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না (পরিবেশগত সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী; ৩০-০৮-১৯৯৯ এর উপর সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ অনুযায়ী সুন্দরবনের সুরক্ষিত অঞ্চলের চারপাশে ১০ কিলোমিটার জুড়ে পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত)।
- সুন্দরবনের সুরক্ষিত অঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য ম্যানগ্রোভ অঞ্চলসমূহ থেকে বন্য কাঁকড়ার পোনা ব্যবহার/সংগ্রহের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা হবে।
- এই প্রকল্পের আওতায় সকল উদ্ভিদ চাষ কার্যক্রম জৈব পদ্বতিতে হবে এবং কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করা হবে।
- সুরক্ষিত অঞ্চল বা সংবেদনশীল এলাকায় কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে না।
- বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক ব্রাউনফিল্ড স্থানে স্থাপন করা হবে, যেখানে কোনো গাছপালা নেই এবং সম্ভব হলে ট্যাংকের ছাদে পানি প্রবেশের নালাগুলির জন্য বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করা হবে।
- বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ট্যাংক প্যাড থেকে পানি ঢালার জন্য খোঁড়াখুড়ির কাজের অংশ স্তর সমান করে দেয়া হবে এবং কোনো উপকরণ সাইট থেকে সরানো হবে না।
- ক্ষয় সংক্রান্ত প্রভাব কমাতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ট্যাংক শুষ্ক মৌসুমে স্থাপন করা হবে।
- বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে সম্ভব হলে উপকরণসমূহ পূর্বেই তৈরী করা হবে।
- ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অ্যাসিড সালফেইট স্তর নির্মাণকাজের সময়ই নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
- প্রকল্পের সকল পর্যায়ে ক্ষয়, নিষ্কাশন, ও পলি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- প্রকল্পের সকল পর্যায়ে পানির গুণগত মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রত্নতাত্তিক এবং/বা সংস্কৃতিগতভাবে সংবেদনশীল স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে না।
- কোনো কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেই মানুষের স্থানান্তর প্রয়োজন পড়বে না।
- একটি মানবাধিকার ভিত্তিক পদ্ধতিতে উপকারভোগী নির্বাচন ও প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে যাতে প্রকল্পটির সকল সুবিধা ও অভিযোগ ব্যবস্থা সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে সহজলভ্য হয়।

২.৩.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ:

১৩. ইএসএমএফ হচ্ছে একটি ব্যবস্থাপনা টুল যা ব্যবহার করে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব কমানো যায় এবং পরিবেশগত ও সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। পরিবেশগত ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব এড়াতে বা প্রশমন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা কাঠামো তৈরী করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের এই ইএসএমএফ ব্যবহার করা উচিত। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষগণ এই ইএসএমএফ এর পাশাপাশি একটি ইএসআইএ-ও পরিচালনা করবেন।

১৪. প্রকল্পটির পরিবেশগত ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- প্রতিবেশের অখণ্ডতা বজায় রেখে এবং নেতিবাচক অভিযোজন এড়িয়ে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে প্রভাবিত জেলাসমূহে জলবায়ু সহনশীল জীবিকায়ন প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দক্ষতা সরবরাহ।
- বর্তমানে বিপন্ন প্রাকৃতিক অ্যাকুইফারের (ভূগর্ভস্থ পানির স্তর) উপর প্রভাব কমাতে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের দুটি জেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পানীয় জল পানি সরবরাহ।
- পরিবেশগত ও সামাজিক আচরনবিধির পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি, ও নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন এর মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল ও জলবায়ু সহনশীল পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা অভ্যাস উৎসাহিত করা।

- ভূমি, বাতাস, পানির দূষণ হ্রাস ও এবং রোধ করা।
- স্থানীয় প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকুল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ রক্ষা করা এবং সুন্দরবনের সুরক্ষিত এলাকা, ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ, ও প্রাকৃতিক মজুদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং পরিবেশগত সংবেদনশীলতার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- পরিবেশের সুরক্ষার জন্য প্রযোজ্য আইন, নিয়মকানুন ও মানদণ্ড মেনে চলা।
- পরিবেশগত প্রভাব রোধ করতে বা হ্রাস করতে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা।
- পরিবেশগত প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করতে প্রয়োজনীয় মনিটরিং পদ্ধতি বর্ণনা করা।
- এমওডব্লিউসিএ (ডিডব্লিউএ), ডিপিএইচই, কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ও ঠিকাদারদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার উপর সক্ষমতা তৈরী ও উত্তম অভ্যাস সংক্রান্ত সহযোগিতা সরবরাহ করবে।
- পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা বিষয়ে এমওডব্লিউসিএ, ডিপিএইচই, এবং ইউএনডিপির কর্মীগণ ও ঠিকাদারদেরকে একটি বিস্তারিত ধারণা প্রদান করবে।

১৫. প্রকল্পটির বিস্তারিত নকশা তৈরীর পর্যায়ে পরিবর্তন আনয়নে ইউএনডিপির কর্মীগণ এবং এমওডব্লিউসিএ/ডিপিএইচই এর সাথে পরামর্শ করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট/ঠিকাদার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে ইএসএমএফ টি হালনাগাদ করা হবে।

২.৩.৩ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াবলি

১৬. প্রস্তাবিত সকল জীবিকায়ন কর্মকাণ্ড ও পানি সরবরাহ সমাধান বাংলাদেশ সরকারের অধিকারভূক্ত বা কমিউনিটি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন (উপকারভোগী পরিবার) ভূমিতে নির্মাণ করা হবে। কাজেই, কোনো ধরনের ভূমি বরাদ্দের বা ক্রয়ের প্রয়োজন হবে না।

১৭. যেহেতু প্রকল্প উপকারভোগীগণ সীমিত পরিমাণ ভূমির মালিক বা ভূমিহীন এবং প্রকল্পাধীন এলাকায় মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অভিজাতদের দখল সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, প্রকল্পটি উপকারভোগীদের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক ভূমি ভোগদখলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে (বিশেষ করে মহিলা ও প্রান্তিক পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর জন্য)। প্রকল্পটি সকল মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের জন্য ভূমি ইজারা নেয়ার ব্যবস্থা করবে।

১৮. মৎস্যচাষসহ সকল জীবিকায়ন কর্মকাণ্ড কমিউনিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে এবং নিজস্ব ভূমিতে বিশালাকারে মৎস্যচাষের মাধ্যমে ভূমির মালিকেরা যে পরিমাণ লাভ করে এর বাইরেও প্রকল্পের উপকারভোগীগণ কি পরিমান উৎপাদনক্ষম সম্পদ লাভ ও আয়ের সুবিধা পাবে তা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।

২.৩.৪ আদিবাসী সম্প্রদায়

১৯. প্রকল্পটির কোনো কার্যক্রমের সাথে আদিবাসী জাতি এবং/বা জাতিগত সংখ্যালঘুরা জড়িত আছে কিনা তা বিশ্লেষণ ও যাচাঁইয়ের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হয়েছে। লক্ষ্যভূক্ত জেলাসমূহে কতিপয় আদিবাসী জাতি এবং/অথবা জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম্পৃক্ততা আছে এবং নির্বাচিত ওয়ার্ডসমূহে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের খোঁজ পাওয়া যায়।

২০. নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের আদিবাসীরা অনেকাংশেই প্রান্তিক। যেমন, চরম দারিদ্র, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং সম্পদলাভের সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল এবং জীবিকায়নের জন্য তারা ভিন্ন রকম কাজে ইচ্ছুক।

২১. আদিবাসী সংখ্যালঘুদের বিশেষ চাহিদা এবং ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে জিসিএফ এ উপস্থাপনের জন্য একটি পৃথক দলিল হিসেবে (পরিশিষ্ট ৬ (গ) দ্রষ্টব্য) প্রকল্পটির জন্য একটি 'আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিকল্পনা কর্মকাঠামো' (আইপিপিএফ) প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৪ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো পরিকল্পনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির বিস্তারিত ধারণা

২২. যে কোনো কাজের পূর্বে এর প্রতিটি উপ-কার্যক্রম এই ইএসএমএফ এমওডব্লিউসিএ এবং ইউএনডিপি দ্বারা মূল্যায়ণ করা হবে। ইএসএমএফ প্রকল্পটির সকল কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত করবে এবং উক্ত ঝুঁকিসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনার এবং এর পরিবেশগত ও সামাজিক সকল বিরূপ প্রভাব কমানোর কৌশল সাজাবে। এছাড়াও এই ইএসএমএফ প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহের ফলে প্রভাবিত এলাকাসমূহের উপকারভোগকারীগণ ও কমিউনিটি সদস্যদের জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল (জিআরএম) সরবরাহ করবে এবং প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বা পরামর্শের ব্যবস্থা করবে।

২৩. এমওডব্লিউসিএ ও ডিপিএইচই যথাক্রমে ইএসএমএফ এর তত্ত্বধানের জন্য এবং প্রকল্পটির জীবিকায়ন ও পানি সরবরাহ ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নিশ্চিত করবে এবং এই ইএসএমএফ উপযুক্ত কিনা এবং সকল বাস্তবায়নকারী পক্ষ তা সঠিকভাবে অনুসরণ করছে কিনা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩ পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলির জন্য আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো

৩.১ আইন, বিধি ও নীতি

২৪. বাংলাদেশের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য আইন ও বিধির মূলনীতি নিচে উল্লেখিত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

ক. *জাতীয় পরিবেশ বিধি ১৯৯২;*

খ. *জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা ১৯৯৫;*

গ. *জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল ১৯৯২;*

ঘ. *পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫;*

ঙ. *পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি, ১৯৯৭ (পরবর্তী সংশোধন ২০০২ এবং ২০০৩ এ)*

চ. *জাতীয় বন বিধি ১৯৯৪*

ছ. *জাতীয় পানি বিধি ১৯৯৯;*

ছ. *জাতীয় মৎস্য বিধি ১৯৯৮;*

জ. *জাতীয় ভূমি ব্যবহার বিধি ২০০১;*

ঝ. *জীববৈচিত্রতা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা;*

ঞ. *পরিবেশগত মানদন্ড*

৩.১.১ জাতীয় পরিবেশ বিধি, ১৯৯২

২৫. পরিবেশের সুরক্ষা ও টেকশই ব্যবস্থাপনা সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ বিধি (এনইপি) প্রনয়ণ করা হয়। এই বিধির লক্ষ্যসমূহ হল:

ক. পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা;

খ. দূষণকারী ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রম চিহ্নত করা ও নিয়ন্ত্রণ করা;

গ. পরিবেশগতভাবে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঙ. উন্নয়নসহ সকল পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ করা;

চ. সকল পানি সম্পদের পরিবেশ বান্ধব ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ছ. নদী, নালা, পুকুর, খালসহ সকল পানির উৎস ও সম্পদ দূষণমুক্ত রাখা;

জ. বনভূমি ও বনসম্পদের সংকোচন ও উজাড় বন্ধ করা;

ঝ. বন্যপ্রানী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা;

ঞ. জলাভূমির মাছের প্রাকৃতিক আবাস ধ্বংস করে এরূপ কার্যক্রম বন্ধ করা;

ট. সকল আন্তর্জাতিক পরিবেশ কর্মসূচির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা;

৩.১.২ জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা ১৯৯৫

২৬. জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনাটি (এনইএমএপি) তৈরী করা হয়েছিল এনইপি বাস্তবায়নের জন্য সকল কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের কর্মকাঠামো হিসেবে। এর কার্যক্রমসমূহের উদ্দেশ্য হল: দুর্লভ সম্পদের উত্তম ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয়ের হার কমানো, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট পরিবেশের উন্নয়ন, বন্যপ্রানীর আবাস ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং মানবজীবনের মানোন্নয়ন সূচক প্রণয়ন ও উন্নয়ন। এনইএমএপি কর্তৃক প্রস্তাবিত পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে সরকারি সংস্থা, এনজিও, ও বৃহদাকার জনসমাজের জন্য এবং মৎস্যচাষ ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৩.১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

২৭. ১৯৯৫ সালে প্রবর্তিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও এর সাথে সম্পৃক্ত ১৯৯৭ আইনকানুন "সংরক্ষণ, গুণগত মানের উন্নয়ন, ও দূষণ প্রশমনের মাধ্যমে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ" এর জন্য নিবেদিত। ১৯৯৫ আইন অনুসারে প্রবর্তিত ১৯৯৭ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকানুন এই আইনের সুনির্দিষ্ট উপকরণের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশিকা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে:

ক. এই আইনের লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সাথে সমন্বয় করা।

খ. পরিবেশগত অবনয়ন ঘটাতে পারে এমন দূর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা পদক্ষেপ ও প্রশমনমূলক পদক্ষেপ অবলম্বন করা।

গ. ঝুঁকিপূর্ন বা বিপজ্জনক উপাদানের পরিবেশবান্ধব ব্যবহার, মজুদ, পরিবহন, আমদানি ও রপ্তানির উপর পরামর্শ প্রদান।

ঘ. পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য গবেষণাকাজ পরিচালনা করা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতা করা।

ঙ. পরিবেশের উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট স্থান, সরঞ্জাম, উৎপাদন ও অন্যন্য প্রক্রিয়া, উপকরণ, বা উপাদান পর্যালোচনা করা।

চ. পানীয় জলের পানির গুণগত মান নিশ্চিত করা।

২৮. পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ আইন ২০০৩ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রকল্প একটি যথাযথ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ দ্বারা অবশ্যই সমর্থিত হতে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে, মন্ত্রী (পরিবেশ বিষয়ক) অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে নিচের বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনায় রাখবেন। অর্থ্যাৎ, কোনো প্রকল্পে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলির সম্ভাবনা রয়েছে কিনা:

ক. প্রকল্পের ফলে দূষণ ঘটবে কিনা বা বাড়বে কিনা;

খ. ভূমিক্ষয়, বন্যা, জোয়ার প্লাবন, বা বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন ঘটবে কিনা বা ঘটার সম্ভাবনা বাড়বে কিনা;

গ. পূর্বে দেখা যায়নি এমন ধরনের কোনো প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে কিনা, যা পরিবেশ এবং জীববৈচিত্রতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে;

ঘ. এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে কিনা, যার পরিবেশগত প্রভাব জানা যায় না এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব জানতে পরবর্তী পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন; কিংবা

ঙ. কোনো প্রাকৃতিক এবং ভৌত সম্পদের এমন হারে বরাদ্দ বা উজাড় ঘটতে পারে কিনা যা ঐ সম্পদের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায় বা অন্য উপাদানে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রুপান্তর হতে দেয় না।

২৯. মন্ত্রীর নিকট হতে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণের (ইআইএ) অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পকল্পের কাজ অগ্রসর হতে পারে না।

৩.১.৪ সুরক্ষিত এলাকা: সুন্দরবন সংরক্ষিত বন

৩০. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং বন আইন ১৯২৭ অনুযায়ী সুন্দরবন অঞ্চল (সংরক্ষিত বনের সীমানা থেকে ১০ কিলোমিটার) সুরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত, যার ফলে এই এলাকা ও এর পার্শবর্তী এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম নিষিদ্ব ঘোষণা করা হয়েছে। বন আইন অনুযায়ী সুন্দরবন একটি সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যেখানে কোনো বানিজ্যিক কার্যক্রম কিংবা বন ও বন্যপ্রানী সম্পদের ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

৩১. "৫ নং ধারার (১) নং উপধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কোনো অঞ্চলকে পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনা করে থাকে":-

ক. মানুষের আবাসন

খ. প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ

গ. প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান

ঘ. বন অভয়ারণ্য

ঙ. জাতীয় উদ্যান

চ. ক্রীড়া সংরক্ষণ

ছ. বন্য প্রাণীর আবাস

জ. জলাভূমি

ঝ. ম্যানগ্রোভ

ঞ. বন অঞ্চল

ট. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য

৩২. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৫ (১) নং ধারা অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ৩০-০৮-১৯৯৯ এর উপর একটি সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুন্দরবন সংরক্ষিত এলাকার ১০ কিলোমিটার জুড়ে পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার ভিত্তিতে এই নির্দিষ্ট অঞ্চলে আইনি অনুমোদন ব্যতীত সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ। কারখানা স্থাপন ও যে ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নির্বাচিত এলাকায় ভূমি, পানি, এবং শব্দ দূষণ ঘটে তা নিষিদ্ধ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া যেসব কার্যক্রমের ফলে জীববৈচিত্র্য, বন সম্পদ, বন্যপ্রাণী, মৎস্য ও অন্যান্য জল সম্পদের উপর ক্ষতিকর/বিরূপ প্রভাব পড়ে তা নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩.১.৫ জাতীয় পানি বিধি, ১৯৯৯

৩৩. জাতীয় পানি বিধি বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি বিস্তারিত বর্ণনা সরবরাহ করেছে। এই বিধির ৯.৪ ধারায় বন্যপ্রাণী ও মৎস্যচাষের জন্য পানির গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এবং একই ধারার ১২ ও ১৩ উপধারায় যথাক্রমে পরিবেশ ও জলাভূমির জন্য পানির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে[৪]। এই পানি বিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা:

ক. সকল প্রকারের ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির উন্নয়ন এবং দক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে এই সম্পদসমূহের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা। ;

খ. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষসহ সমাজের সকল পর্যায়ে পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং বিশেষ করে নারী ও শিশুদের চাহিদার কথা বিবেচনা করা।

গ. পানি অধিকার ও পানির মূল্য বর্ণনাসহ, যথাযথ আইনি ও আর্থিক পদক্ষেপ ও সুবিধার সাপেক্ষে টেকসই সরকারি ও ব্যক্তিমালীকানাধীন পানি সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা[৫];

৩৪. এই বিধি মোতাবেক মূল্য নির্ধারণ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধায় পরিবর্তন আনা জরুরী, যা পানির চাহিদা ও সরবরাহকে প্রভাবিত করে। পানির দুষ্প্রাপ্যতার ভ্যালু নির্ধারণের জন্য, এই বিধি মূল্য উদ্ধৃতি, মূল্য নির্ধারণ, এবং আর্থিক সুবিধা/অসুবিধার একটি প্রণালী প্রদানের জন্য সুপারিশ করে, যা পানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য জরুরী। এটি সরকারি সেবা সংস্থাসমুহের আর্থিকভাবে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরের গুরুত্ব আলোচনা করে, যাতে তারা সেবার প্রেক্ষিতে ফি ধার্য্য ও সংগ্রহ করার কার্যকরী ক্ষমতা পায়।

৩.১.৬ জাতীয় মৎস্যচাষ বিধি, ১৯৯৮

৩৫. জাতীয় মৎস্যচাষ বিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার (বিধির ৫ নং লক্ষ্য) পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সামুদ্রিক উৎস হতে মাছের উৎপাদন এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বৃদ্ধি করা (২০১৬ সালে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী মৎস্য উৎপাদনকারী ৬ টি দেশের মধ্যে অন্যতম[৬])। এই বিধি মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে কতিপয় ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। যেমন: (১) জনসংখ্যা চাপ, (২) প্লাবনভূমিতে পরিকাঠামো নির্মাণ, (৩) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে দূষণ। নদী থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহের ফলে জাতীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে এবং জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যচাষ জীবিকায়নের উপর প্রভাব পড়ে। এই বিধি এ ধরনের অবৈধ কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। এটি পরোক্ষভাবে উদ্যোক্তাদের জন্য নির্দিষ্ট পোনা উৎপাদনে সমর্থন করে।

৩.১.৭ জাতীয় ভূমি ব্যবহার বিধি, ২০০১

৩৬. জাতীয় ভূমি ব্যবহার বিধির উদ্দেশ্য হল অবৈধ ভূমি ব্যবহার রূপান্তর কমানো, এবং ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণ এর জন্য ক্ষতিকর নয় তা নিশ্চিত করা। দেশে পর্যাপ্ত বনায়ন নিশ্চিত করতে এই বিধি নদী তীরস্থ অঞ্চলে ও উপকুলীয় দ্বীপে গাছ লাগানো সমর্থন করে, যার ফলে ঐ সকল অঞ্চলের মানুষ ও সম্পদের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপন্নতা, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়-জলোচ্ছাস থেকে সুরক্ষায় সহায়ক অবদান রাখতে পারে।

৩.১.৮ জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (এনবিএসএপি)

৩৭. দেশের জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবহার ও সুবিধা ভাগাভাগির জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (এনবিএসএপি) একটি কর্মকাঠামো প্রদান করে। এনবিএসএপি এর গুরুত্বের একটি প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হল বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। কেননা বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি এর সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই কৌশল অনুযায়ী, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ শুধু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি মানব সৃষ্ট কর্মকাণ্ড, যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও অধিক শোষণও এর জন্য দায়ী। এই বিধি মোতাবেক বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের উপর প্রধান হুমকিসমূহ হলো: বন উজাড়, অনুপোযুক্ত পানি ও কৃষি ব্যবস্থাপনার জন্য আবাসের চরম ক্ষতিসাধন, সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রহ, ও কৃত্রিম উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ (প্রধানত ভূমির ভোগদখল, ব্যবহারকারীর অধিকার, ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার সাথে জড়িত)।

৩৮. এনবিএসএপি এর প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো:

ক. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্য দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা;

3 ClimateChangeinBangladeshpdf pp. 32

4 WARPO 1999

5 WARPO 1999

6 FAO, 2016

খ. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের দীর্ঘ-মেয়াদী খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

গ. টেকসই প্রতিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন ;

ঘ. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে জাতির অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;

ঙ. বিশ্বব্যাপী বিপন্ন পরিযায়ী প্রজাতির, বিশেষ করে পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেশের মধ্যে নিরাপদ চলাচল ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;

চ. আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতি, জেনেটিক্যালী মডিফাইড প্রাণী ও জীবিত অভিশ্রুত প্রাণী/উদ্ভিদ এর উদ্ভাবন বন্ধ করা।

৩.১.৯ পরিবেশগত মানদণ্ড

৩৯. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ এর আওতায় বাংলাদেশ কতিপয় পরিবেশগত মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের অভ্যন্তরের ভূভাগের পানির গুণগত মানের জন্য মানদণ্ড এবং কারখানাজাত ইউনিট থেকে সৃষ্ট বর্জ্য। পারিপার্শিক শব্দ ও কারখানা থেকে নির্গত বায়বীয় পদার্থ এর জন্যও পরিবেশগত মানদণ্ড তৈরী করা হয়েছিল।

৪০. প্রকল্পটির জীবিকায়ন উপাদানের ধরণ বিবেচনার পাশাপাশি, মৎস্যচাষ ও কাঁকড়া হ্যাচারি থেকে সৃষ্ট বর্জ্য এমনকি যেসব অন্তর্গামী পানির উৎসসমূহে অ্যাকুয়াজিওপনিক্স ও হাইড্রোপনিক্স সিস্টেম অবস্থিত তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রকের শর্তসমূহ অনুসরণ করতে হবে। এছাড়াও নিয়মিতভাবে পানির গুণগত মান ও জৈব নিরাপত্তার স্থিতিমাপ পরীক্ষা করা হবে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুসরণ করবেন, অনুসূচী ৩: দুটি ভাগে বিভক্ত পানির মানদণ্ড: (ক) দেশের অভ্যন্তরের ভূভাগের পানির মানদণ্ড ও (খ) খাবার পানির মানদণ্ড।

৪১. এছাড়াও, যেহেতু প্রকল্পটি ইউএনডিপি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে, এর কার্যক্রমসমূহ শুধু বাংলাদেশের জাতীয় আইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী নয় বরং আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় প্রযোজ্য সকল বিধিনিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হবে, যা নিঃসন্দেহে উচ্চমান সম্পন্ন।

৩.২ বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ

৪২. ১৯৯৫ এর পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের সম্পূরক হিসেবে ১৯৯৭ এর পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়, যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। এই আইনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মাত্রার পরিবেশগত তদন্ত প্রয়োজন এরূপ প্রকল্পের "অন্তর্ভূক্তি তালিকা"। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১২ নং ধারা অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৭ এর ৭ নং আইন পরিবেশগত প্রভাবের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করে এবং তফশিল ১ এ প্রত্যেক শ্রেণিবিন্যাসের জন্য শিল্পকারখানার একটি তালিকা প্রদান করে। অরেঞ্জ- এ, অরেঞ্জ- বি, ও রেড ক্যাটাগরিভূক্ত কারখানা ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমত একটি স্থান সংক্রান্ত ছাড়পত্র এবং পরে একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

৪৩. ক্যাটাগরি সি (অরেঞ্জ) প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মাছ, মাংস, খাবার ও পশুপাখির খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ। এর মধ্যে আরো রয়েছে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূলধনের প্রকৌশলগত কাজ (আইটেম # ৪৫)। ক্যাটাগরি ডি (রেড) প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ১০ লক্ষ এর বেশি টাকা মূলধনের প্রকৌশলগত কাজ (আইটেম # ৬০) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদির নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বর্ধন (আইটেম# ৬৬)।

৪৪. প্রকল্পটির কিছু উপাদান (যেমন, অ্যাকুয়াজিওপনিক পদ্ধতিতে একক মাছের খামার, মাছ/কাঁকড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কাঁকড়ার পোনার নার্সারি ও খামার) ক্যাটাগরি সি (অরেঞ্জ বি) প্রকল্পের নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এবং কিছু উপাদান (যেমন, কাঁকড়া হ্যাচারির নির্মাণ/উন্নয়ন এবং পানি সরবরাহ বিকল্পসমূহের সমন্বয়করণ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ আরডব্লিউএইচ ও পুকুরের পানি পরিস্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তি) ক্যাটাগরি ডি (রেড) প্রকল্পের নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৪৫. কতিপয় ক্ষুদ্র মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডের ফলে যে সম্মিলিত প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে, অন্তর্গামী পানির প্রবাহে বর্জ্যের পরিমান কমাতে মৎস্যচাষ প্রকল্প স্থাপনে গুরুত্ব মাথায় রেখে প্রকল্পটি অংশগ্রহণমূলক সাইট ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিষয়াবলি বিবেচনায় এনেছে।

৪৬. প্রতি এক বছর পর নবায়নযোগ্য ক্যাটাগরি সি (অরেঞ্জ বি) প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এর নিম্নে বর্ণিত আবেদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

ক. প্রযুক্তিগত বিবরণী এবং সাইটের স্থানসহ একটি পরীক্ষিত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রদান করবে

খ. একটি আইইই (প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা) প্রদান করবে

গ. একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রদান করবে

ঘ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি এনওসি (আপত্তিহীনতার সনদ) প্রদান করবে

ঙ. একটি দূষন পরিকল্পনা প্রদান করবে।

৪৭. প্রতি এক বছর পর নবায়নযোগ্য ক্যাটাগরি ডি (রেড) প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এর নিম্নে বর্ণিত আবেদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

ক. প্রযুক্তিগত বিবরণী এবং সাইট নির্বাচনের বর্ণনা সহ একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট প্রদান করবে

খ. প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) এর জন্য একটি আইইই (প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা) ও নির্দেশের শর্তাদি (টিওআর) এবং এর প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম প্রদান করবে। অথবা একটি স্থাপনকৌশল পরিকল্পনা (স্থানসহ), বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট এর প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, নকশা, ও সময়সূচীর সাথে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বেই অনুমোদিত টিওআর এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ইআইএ প্রতিবেদন প্রদান করবে।

গ. একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, স্থাপনকৌশল পরিকল্পনা ও বর্জ্য পরিশোধন পরিকল্পনার (কাঁকড়া হ্যাচারির মতো বিদ্যমান কারখানাজাত ইউনিট এর জন্যও প্রযোজ্য) কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে।

ঘ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি এনওসি (আপত্তিহীনতার সনদ) প্রদান করবে

ঙ. পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা পরিকল্পনা ও দূষণের প্রভাব প্রশমণের জন্য পরিকল্পনা প্রদান করবে।

৪ বাস্তবায়ন ও পরিচালনা

৪.১ সাধারণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও দ্বয়িত্ব

৪৮. প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিন্যাস নিচে ফিগার ৫ এ দেখানো হল। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিচে বর্ণনা করা হল।

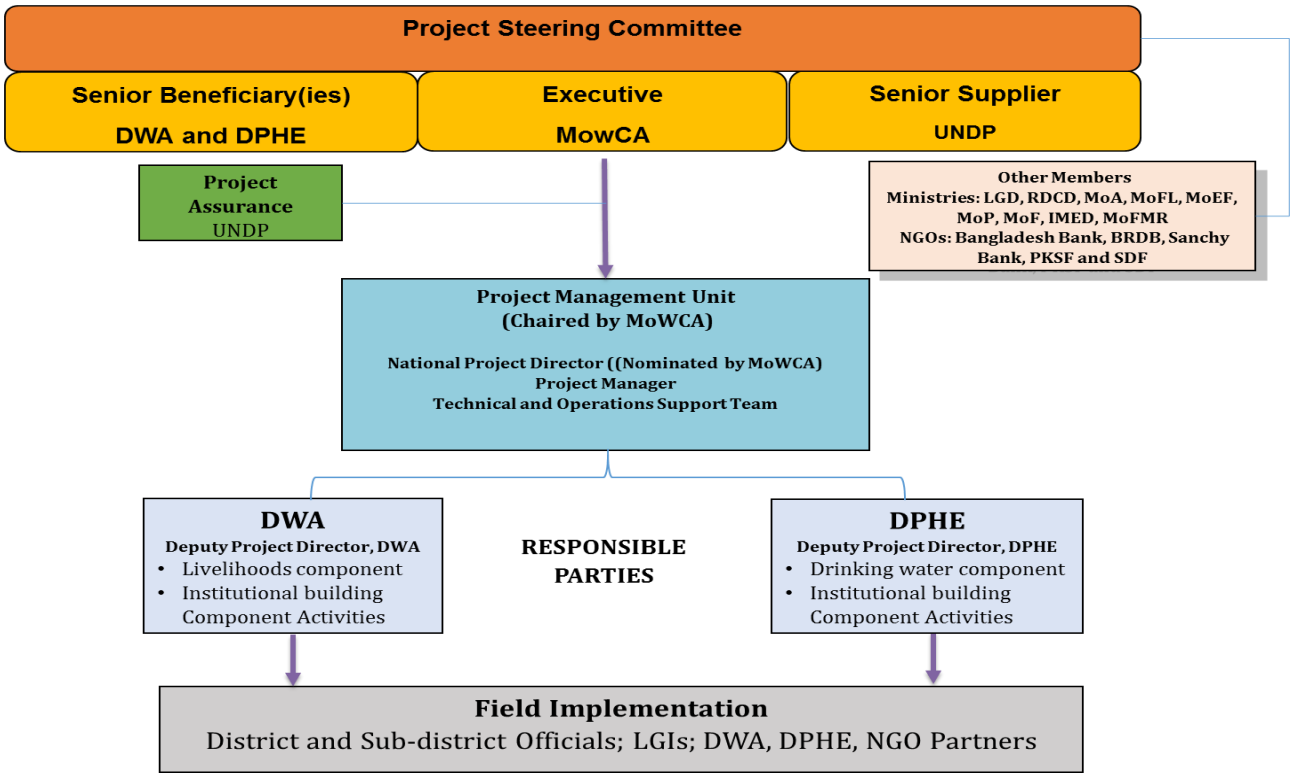

Figure 2 Project organisation structure

৪.১.১ প্রকল্প পরিচালনা কমিটি

৪৯. প্রকল্পটি একটি প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএসসি) দ্বারা পরিচালিত হবে। এই কমিটির সদস্যগণ প্রকল্পটির ঐক্যমত্য-ভিত্তিক কৌশলগত, নীতি ও ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়বদ্ধ। এটি প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করবে, বাংলাদেশ সরকার, ইউএনডিপি, ও জিসিএফ এর সাথে সমন্বয়ের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করবে, এবং চিহ্নিত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

৫০. এই কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন:

ক. একজন নির্বাহী (জাতীয় বাস্তবায়নকারী অংশীদারের প্রতিনিধির ভূমিকা), যিনি প্রকল্পটির মালিকানা বহন করেন এবং বোর্ডের সভাপতিত্ব (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত) করেন;

খ. একজন উর্ধতন সরবরাহকারী প্রতিনিধি, যিনি প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয়করণ, ও প্রকল্প সম্পদসমূহ ব্যবহারের নিয়মকানুনের উপর নির্দেশনা প্রদান করবেন (জিসিএফ কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে ইউএনডিপি পদটি পূরণ করবে);

গ. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনা শাখা) এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর পক্ষ থেকে সিনিয়র উপকারভোগকারী প্রতিনিধিগণ, যারা প্রকল্পের সুবিধাসমূহের অর্জন নিশ্চিত করবেন; এবং

ঘ. একজন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, যিনি প্রকল্প সুবিধার সামগ্রিক পরিচালনা, কৌশলগত সহায়তা, ও সময়োপযোগী সরবরাহের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত।

ঙ. অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন: স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ, বিআরডিবি, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, পিকেএসএফ ও এসডিএফ।

৪.১.২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট

৫১. এই প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) পিএসসি-কে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে, কর্ম পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরীতে দ্বায়বদ্ধ থাকবে, এবং প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করবে। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, যিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা, পিএমইউ-এর সভাপতিত্ব করবেন।

৫২. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (এনপিডি) এই প্রকল্পে তার ৫০% সময় দিবেন এবং প্রকল্প সুবিধার সার্বিক পরিচালনা, কৌশলগত সহায়তা, ও সময়মত প্রকল্প ফলাফল অর্জনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। তাঁর প্রধান ভূমিকা হলো: ১) কর্মসূচির লক্ষ্যসমূহের অর্জন নিশ্চিত করতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত এনপিডিদের সমন্বয় করা; ২) প্রকল্প উপাদানসমূহের সমন্বয়করণ এবং পিএসসি ও পিএমইউ এর বৈঠক আহ্বান করা; ৩) প্রকল্প অর্জনসমূহের উপর ভিত্তি করে নীতিমালা সুপারিশ করা; ৪) প্রকল্প পরিচালনা কমিটির কাছে মধ্যবর্তী ও চুড়ান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করা; ৫) অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারের সাথে সমন্বয়সাধন করা; ৬) প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মীদের কাজ তত্ত্বাবধান করা।

৫৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপক জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ পরিচালনা করবেন এবং ইউএনডিপি'র নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কাজের জন্য ইউএনডিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সকল কর্মী নিয়োগ দিবে।

৫৪. টেকনিক্যাল ও অপারেশনাল সহায়তা টিমের সমন্বয়ে গঠিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রকল্পটির সকল কর্মসূচি কম্পোনেন্টের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রযুক্তিগত টিম যে বিষয়গুলির উপর কাজ করবে তা হলো: ১) কর্মসূচির মানদণ্ড নির্ধারণ করা, ২) মাঠ পর্যায়, ঠিকাদার, ও এনজিও পর্যায়ে বাস্তবায়ন টিমকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা, ৩) প্রকল্পটির নীতি গবেষণা, সংলাপ ও প্রচার কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা, ৪) সামাজিক, জেন্ডার, পরিবেশগত নিরাপত্তা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া ও পরিবীক্ষণ করা, ৫) তথ্য ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, এবং ৬) প্রকল্প অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করা। পরিচালনা টিম প্রকল্পটির আর্থিক বিষয়াবলী, সাধারণ প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী পরিচালনা করবে।

৪.১.৩ প্রকল্প নিশ্চিতকরণ

৫৫. ইউএনডিপি'র 'প্রকল্প নিশ্চিতকরণ' কাজটির উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন, ও স্বতন্ত্র তদারকি পরিবীক্ষণ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটিকে সহায়তা করা। এটি আরো নিশ্চিত করে যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মাইলস্টোন যথাযথভাবে পরিচালিত ও সম্পন্ন হচ্ছে কিনা। 'প্রকল্প নিশ্চিতকরণ' এর সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপকের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং, প্রকল্প পরিচালনা কমিটি প্রকল্প ব্যবস্থাপকের উপর নিশ্চিতকরণের কোনো দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে না। এছাড়াও, সিনিয়র সরবরাহকারী হিসেবে ইউএনডিপি প্রকল্পটির জন্য মান নিশ্চিতকরণের সহায়তা প্রদান করে, এনআইএম এর নির্দেশনা অনুসরণ করে, এবং জিসিএফ ও ইউএনডিপি'র নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করে।

৫৬. সাধারণত, ইউএনডিপি'র পক্ষ থেকে একজন প্রোগ্রাম অফিসার অথবা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা প্রকল্প নিশ্চিতকরণের ভূমিকায় নিয়োজিত থাকেন।

৪.২ প্রকল্প ডেলিভারি ও প্রশাসন

৪.২.১ প্রকল্প ডেলিভারি

৫৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইউএনডিপি'র প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারের প্রতিবেদন, নিরীক্ষণ এবং পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাসমূহ ইউএনডিপি'র নিকট সরবরাহ করবে।

৫৮. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নে এনপিডিকে সহযোগিতা করার জন্য এর সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্য থেকে খণ্ডকালীন ডেপুটি ও সহকারী এনপিডি মনোনীত করবে। এই পরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও এনপিডির নিকট দ্বায়বদ্ধ থাকবে।

৫৯. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কর্মীদের সহায়তায় প্রকল্প কার্যক্রমসমূহের নিয়মিত বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করবেন। প্রকল্পটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একটি "প্রস্তাব আহ্বান" পদ্ধতিতে নির্বাচিত যোগ্য ঠিকাদার ও এনজিও এর সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করবে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নারী কমিটির ঘনিষ্ট সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হবে।

৬০. মাঠ পর্যায়ে, কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পানীয় জলের সুবিধা ও অন্যান্য কমিউনিটি পর্যায়ের অবকাঠামো স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারগণ ও এনজিওসমূহ এই কমিটির তত্ত্বাবধানে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পিএমইউ এর কর্মীদের প্রযুক্তিগত পরিবীক্ষণ সহায়তায় কাজ করবে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রকল্পটির নির্দেশনাবলী অনুযায়ী পরিকাঠামোসমূহ পানি ব্যবহার কমিটি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হবে। পারিবারিক পর্যায়ের স্থাপনাসমূহ সরাসরি নির্বাচিত পরিবারসমূহের নারীদের নামে হস্তান্তর করা হবে।

৪.২.২ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামোর প্রশাসন

৬১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পিএমইউ এর কারিগরী টিমের তদারকির ভিত্তিতে ডেলিভারি সংস্থার মাধ্যমে ইএসএমএফ এর বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

৬২. এই ইএসএমএফ যে কোনো টেন্ডার ডকুমেন্টশনের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। কাজ চলাকালীন সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই ডকুমেন্ট এর সংস্করণ ও হালনাগাদের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। যে ব্যক্তির নিকট এটি পাঠানো হবে তিনি এই ডকুমেন্ট এর সর্বশেষ হালনাগাদকৃত সংস্করণ প্রদান নিশ্চিত করবেন।

৬৩. ইউএনডিপি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াবলীর উপর সরবরাহকারী সংস্থাসমূহকে (যেমন, ঠিকাদার এবং/বা এনজিও) বিশেষ উপদেশ সরবরাহের জন্য এবং পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের জন্য দায়বদ্ধ। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা এর প্রতিনিধি প্রকল্পজুড়ে প্রতিটি উপাদানের সরবরাহের ক্ষেত্রে ডেলিভারি সংস্থাসমূহের পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মক্ষমতা নিরূপণ করবে এবং ইএসএমএফ এর সাথে সমন্বয় সাধন করবে। পরিচালনার সময়, ডেলিভারি সরবরাহ সংস্থাসমূহ ইএসএমএফ এর বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রকল্পটিতে কর্মরত সকল ব্যক্তির পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব রোধ বা হ্রাসকরণের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

৬৪. সাইট সুপারভাইজর প্রকল্প/নির্মাণ সাইটের দৈনিক ভিত্তিতে পরিবেশগত পরিদর্শনের জন্য দায়বদ্ধ। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বা এর প্রতিনিধি মাসিক নিরীক্ষণের মাধ্যমে এই পরিদর্শনসমূহ পুনরায় পর্যবেক্ষণ করবেন।

৬৫. ডেলিভারি সংস্থাসমূহ, যেমন, স্বতন্ত্র ঠিকাদারগণ সকল প্রসাশনিক ও পরিবেশগত বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করবে এবং লিখিত বিবরণ রাখবে। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে অভিযোগের কারণ প্রশমণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসহ অভিযোগসমূহের বিবরণী।

৬৬. সরবরাহ সংস্থাসমূহ ইএসএমএফ এর নিয়মিত সমন্বয়করণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

৪.২.৩ পরিবেশগত প্রক্রিয়াসমূহ, সাইট ও কর্মকান্ড-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা/নির্দেশনাবলী

৬৭. পরিবেশগত প্রক্রিয়াসমূহ একটি নির্দিষ্ট পরিবেশগত উপাদানের জন্য কিভাবে ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা যায় তার একটি লিখিত পদ্ধতি প্রদান করবে। সকল নির্মাণকাজের জন্য এগুলি অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এতে রয়েছে সাইট বা কার্যক্রম-নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিবরণী। ইউএনডিপি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক পূর্বে সফলভাবে সম্পাদিত অনুরূপ প্রকল্পের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাইট ও কার্যক্রম ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও নির্দেশনাবলী প্রণয়ন করা হবে।

৪.২.৪ পরিবেশগত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন

৬৮. ইএসএমএফ অনুসরণে কোনো ব্যত্যয়ের ঘটনাসহ যে কোনো ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এর বিস্তারিত বিবরণী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে। কোনো ঘটনার ফলে যদি কোনো বস্তু কিংবা পরিবেশের গুরুতর ক্ষতিসাধন হয় বা এর সম্ভাবনা থাকে, তবে মাঠ কর্মীগণ অতি সত্বর প্রকল্প ব্যবস্থাপকের স্মরণাপন্ন হবেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এ সমস্যার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সরবরাহ সংস্থা/ঠিকাদার কাজ বন্ধ রাখবে।

৪.২.৫ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পরিবেশগত পরিদর্শনের চেকলিস্ট

৬৯. প্রত্যেক সাইটে সংশ্লিষ্ট সাইট সুপারভাজার একটি দৈনিক পরিবেশগত চেকলিস্ট সম্পন্ন করবেন এবং তা একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। যে কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে সম্পন্ন চেকলিস্টটি পর্যালোচনা ও ফলো-আপের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এছাড়াও, একটি সাপ্তাহিক পরিবেশগত চেকলিস্ট সম্পন্ন করা হবে এবং এতে সাইট সুপারভাইজারের তৈরী দৈনিক চেকলিস্টে চিহ্নিত সমস্যার উল্লেখ থাকবে।

৪.২.৬ সংশোধনমূলক পদক্ষেপ

৭০. ইএসএমএফ অনুসরণে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে তা সাপ্তাহিক পরিবেশগত পরিদর্শনে উল্লেখ থাকবে এবং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে। ঘটনার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে, সাইট সুপারভাজার সাপ্তাহিক সাইট পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর একটি সংশোধনী পদক্ষেপ উল্লেখ করতে পারেন। রেজিস্টার ব্যবহার করে সকল সংশোধনমূলক পদক্ষেপের অগ্রগতির রেকর্ড রাখা হবে। যে কোনো ব্যত্যয় ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপের পরামর্শ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

৪.২.৭ পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ

৭১. ইএসএমএফ ও এর প্রক্রিয়াসমূহ ইউএনডিপি'র কর্মীগণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কর্তৃক প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার পর্যালোচনা করা হবে। প্রকল্প ডেলিভারি/নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে অর্জিত জ্ঞান ও নতুন জ্ঞান এবং পরিবর্তিত কমিউনিটি মানদণ্ড কাজে লাগিয়ে নথিপত্র হালনাগাদ করাই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য।

৭২. নীচের শর্তাবলীর ভিত্তিতে ইএসএমএফ এর পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে:

ক. পরিবেশগত অবস্থা বা সার্বিকভাবে গৃহীত পরিবেশগত আচরণে কোনো পরিবর্তন থাকলে বা

খ. পূর্বে চিহ্নিত বা নতুন করে চিহ্নিত কোনো পরিবেশগত ঝুঁকি থাকলে বা

গ. প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও তদারকি পদ্ধতি হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমান নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপের কোনো সংশোধন প্রয়োজন হলে বা

ঘ. প্রকল্পের সাথে জড়িত পরিবেশগত আইনে কোনো পরিবর্তন থাকলে বা

ঙ. সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো অনুরোধ থাকলে বা

চ. ইউএনডিপি কর্মীগণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এর সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে কোনো পরিবর্তন আনয়ন বা বাস্তবায়নের প্রয়োজন হলে। যে কোনো বিষয় হালনাগাদের পর যত দ্রুত সম্ভব সাইটে কর্মরত সকল ব্যক্তিকে তা বিস্তারিত জানাতে হবে। যেমন: টুলবক্স মিটিং বা লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।

৪.৩ প্রশিক্ষণ

৭৩. ডেলিভারি সংস্থাসমূহের দায়িত্ব হচ্ছে, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ নিশ্চিত করা যাতে ইএসএমএফসহ সকল কর্মচারী, ঠিকাদার, ও অন্যান্য কর্মী নির্মাণ কাজের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন।

৭৪. স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার উপর প্রকল্পে কর্মরত সকল ব্যক্তি একটি ইনডাকশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করবেন।

৭৫. পরিবেশের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে এমন যে কোনো কার্যক্রমের (উদাহরণস্বরূপ, ঝুঁকিপূর্ণ উপকরণ সামলানো) সাথে জড়িত সকল কর্মীকে কাজ-নির্দিষ্ট পরিবেশগত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৫ যোগাযোগ

৫.১ গণ পরামর্শ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ঘোষণা

৭৬. ইএসএমএফ প্রণয়নে স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গণ পরামর্শ অন্তর্ভূক্ত ছিল। পরিপূর্ণ স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনাটি পরিশিষ্ট ১৩ (ঙ) স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনায় প্রস্তাবের অংশ হিসেবে এটি সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে আরো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে পরামর্শকৃত স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ তালিকা ও পরামর্শসমূহের একটি সারসংক্ষেপ। প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তর, শিল্প গ্রুপ, এনজিও, এবং স্বতন্ত্র কমিউনিটি সদস্যসহ (প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ) অনেক স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচিত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির নকশার তৈরীর সময় (পূর্বে গৃহীত যেসকল কর্মকাণ্ডে এই প্রকল্প পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে সেগুলি গ্রহণের সময় এবং এই প্রকল্পকে আরো বড় পরিসরে উন্নীতকরণের সময়) গৃহীত এই ব্যাপকভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী পরামর্শ প্রক্রিয়াতে প্রকল্পের সার্বিক নকশা ও ইএসএমএফ সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে অবগত করা হয়েছে এবং আশা করা যায় এই পরামর্শ প্রক্রিয়া আক্রান্ত কমিউনিটি ও উপকারভোগকারীদের সাথেও চলমান থাকবে। ধারণা করা হয়, কমিউনিটির চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হবে।

৭৭. ইউএনডিপি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আগ্রহী স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের হালনাগাদ করবে। বিভিন্ন গণ মাধ্যম, যেমন, সংবাদপত্র, বেতার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে হালনাগাদ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা যেতে পারে। অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ/ক্ষোভ প্রকাশের জন্য যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে প্রকল্পজুড়ে একটি প্রচারিত টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করা হবে। সকল অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ/ক্ষোভ একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপককে অবগত করা হবে। সকল উপকরণ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হবে।

৭৮. যে কোনো কমিউনিটি সমস্যা দেখা দিলে, নিচে উল্লেখিত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে:

ক. সময়, তারিখ, ও অনুসন্ধান, খোঁজখবর, অভিযোগ/ক্ষোভের ধরন

খ. যোগাযোগের মাধ্যম যেমন, টেলিফোন, চিঠি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ)

গ. নাম, যোগাযোগের ঠিকানা ও নম্বর

ঘ. অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ/ক্ষোভ এর ফলাফলস্বরূপ গৃহীত প্রতিক্রিয়া ও তদন্ত এবং

ঙ. গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও পদক্ষেপ গ্রহণকারীর নাম।

৭৯. কিছু কিছু অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ/ক্ষোভের সমাধানের জন্য অধিক সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। অভিযোগকারীকে বিষয়টি সমাধানের পথে অগ্রগতির সকল তথ্য প্রদান করা হবে। সকল অনুসন্ধান, আপত্তি, অভিযোগ/ক্ষোভ সময়মত তদন্ত করা হবে এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তৎক্ষণাৎ সমাধান সম্ভব নয় এমন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ইএসএমএফ-এ একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৮০. মনোনীত পিএমইউ/ঠিকাদার কর্মীগণ সকল অনুসন্ধান, খোঁজখবর, অভিযোগ/ক্ষোভ এর পর্যালোচনার জন্য এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের সমাধানের অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের জন্য দ্বায়ববদ্ধ থাকবে।

৫.২ অভিযোগ নিবন্ধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

৮১. যে কোনো প্রকল্পের নির্মাণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের সময় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রকল্প কার্যক্রমের কারণে এক বা একাধিক ব্যক্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যে ধরণের ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে তা কিছু সামাজিক বিষয়াবলির সাথে জড়িত, যেমন, উপকারভোগকারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতার শর্তাবলী ও চূড়ান্ত নির্বাচন, জেন্ডার সম্পর্কিত রীতিনীতির পরিবর্তন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকল্প সুবিধাপ্রাপ্তি, সেবাদানের প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত, জীবিকার স্থায়ী বা অস্থায়ী ক্ষতিসাধন, এবং অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা। পরিবেশগত কারণেও ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন, পানির গুণগত মানের উপর প্রভাব, নির্মাণকাজ বা কাঁচামাল পরিবহনের ফলে কোনো অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন, শব্দ, জীবিকায়ন সম্পদ বা পানি সরবরাহের সুবিধা বাস্তবায়নের সময় সরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূপৃষ্ঠস্থ/ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের পরিমান বা গুণগত মান হ্রাস, বসতবাড়ির বাগান ও কৃষি জমির ক্ষতি, ইত্যাদি।

৮২. এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে একটি কৌশল ব্যবহার করে এর সমাধান করা সম্ভব। এতে প্রকল্পের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটি দক্ষ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, সময়োপযোগী, ও সাশ্রয়ী উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের সাথে আন্তরিক আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পটির ইএসএমএফ এ একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৮৩. অভিযোগকারীরা একটি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ক্ষোভ জানাতে পারবেন। প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই ইএসএমএফ এর অন্তর্ভূক্ত অভিযোগ নিবন্ধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য, বিশেষ করে প্রচলিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম নয় এমন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য, সহজলভ্য, দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮৪. অনেক অভিযোগ এবং/বা ক্ষোভ যে অবিলম্বে নিষ্পত্তি করা সম্ভব তা বিবেচনায় রেখে, এই ইএসএমএফ এর অন্তর্ভূক্ত অভিযোগ নিবন্ধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে পারস্পারিক গ্রহণযোগ্য সমাধান উৎসাহিত করে। এই ইএসএমএফ এর অন্তর্ভূক্ত অভিযোগ নিবন্ধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল এর উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক. স্টেকহোল্ডার গ্রুপসমূহের মধ্যে আস্থা তৈরীর একটি বৈধ প্রক্রিয়া হওয়া এবং স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগসমূহ যে ন্যায্য ও স্বচ্ছ উপায়ে মূল্যায়ন করা হবে এ বিষয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা।

খ. সকল স্টেকহোল্ডারের জন্য অভিযোগ নিবন্ধন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের সহজ ও ধারাবাহিক অভিগম্যতা প্রদান করা এবং যারা অতীতে তাদের অভিযোগ পেশ করার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তাদরেকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করা, ।

গ. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রক্রিয়ার প্রত্যেক ধাপের জন্য স্পষ্ট ও বোধগম্য নির্দেশনা দেওয়া এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির ফলাফল কিরূপ হতে পারে তার পরিষ্কার ধারণা দেওয়া।

ঘ. অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ এর ধরণ যাই হোক না কেন, একটি ধারাবাহিক, ন্যায্য, তথ্যাভিত্ত ও শ্রদ্ধাশীল ও যথাযথ উপায়ে, সকল সংশ্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে স্যায়সঙ্গত সেবাদান নিশ্চিত করা।

ঙ. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে তাদের অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। এছাড়াও তাদের অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ মূল্যায়নের সময় যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এর সমাধানের জন্য যে ধরণের তথ্য ব্যবহার করা হবে তা প্রদান করা। এবং

চ. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রক্রিয়ার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা ও উন্নয়ন বলবৎ রাখা। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য পরবর্তী অভিযোগ ও ক্ষোভের পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

৮৫. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল এর আওতায় আসার জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী:

ক. কোন ব্যক্তি এবং/বা গোষ্ঠীর উপর অর্থিক, সামাজিক বা পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব পড়লে বা সম্ভাবনা থাকলে,

খ. কোনো ধরণের স্পষ্ট উল্লেখিত প্রভাব ঘটলে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে; এবং কিভাবে প্রকল্পটির মাধ্যমে এ ধরণের প্রভাব ঘটেছে বা ঘটতে পারে তার ব্যাখ্যা, এবং

গ. অভিযোগকারী ব্যক্তি এবং/বা গোষ্ঠী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, কিংবা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে; অথবা অভিযোগকারী কোনো ব্যক্তি এবং/অথবা গোষ্ঠী অন্য কোনো ব্যক্তি এবং/অথবা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যথাযথ অনুমোদনের সাপেক্ষে ক্ষতি বা ক্ষতির সম্ভাবনার প্রমাণ দিলে।

৮৬. স্থানীয় কমিউনিটি এবং অন্যান্য আগ্রহী স্টেকহোল্ডার যে কোনো সময় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ পেশ করতে পারবে। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় কমিউনিটিসমূহকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল, এবং অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ ইএসএমএফ এর সুবিধাসমূহ সম্পর্কে জানাতে হবে।

৫.২.১ অভিযোগ নিবন্ধন

৮৭. যেকোনো কমিউনিটি সমস্যা দেখা দিলে, নীচে উল্লেখিত তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা হবে:

৮৮. নির্মাণ কাজের সময় কমিউনিটি কর্তৃক পেশকৃত যে কোনো সমস্যা লিপিবদ্ধ করতে প্রকল্পের অংশ হিসেবে একটি অভিযোগ নিবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যে কোনো অভিযোগ এবং/বা ক্ষোভ পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা ইউএনডিপি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হবে। পর্যবেক্ষণের পর, দূর্নীতিগ্রস্ত আচরণ সংক্রান্ত অভিযোগ এবং/বা ক্ষোভ মন্তব্য এবং/বা উপদেশের জন্য ইউএনডিপি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হবে।

৮৯. সাম্ভব্যক্ষেত্রে প্রকল্প টিম যত দ্রুত সম্ভব অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভের সমাধান করার চেষ্টা করবে। আর এভাবেই সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি এড়ানো সম্ভব। তবে, যে সকল সমস্যার তৎক্ষণাৎ সমাধান সম্ভব হবে না, তা পর্যায়ক্রমে সমাধান করতে হবে।

৯০. দায়েরকৃত অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ এবং সেগুলির ধরনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রতি ছয় মাসে অবশ্যই একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

৫.২.২ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

৯১. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলটি প্রণীত হয়েছে যেন এটা স্বেচ্ছামূলক বিশ্বাস ভিত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কৌশল হিসেবে স্থাপিত হয়। তবে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইনী প্রক্রিয়ার বিকল্প নয়। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলটি অবশ্যই বাস্তবসম্মত হবে এবং এতে অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তি করা হবে সকল পক্ষের নিকট সমর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য শর্তাবলীর ভিত্তিতে। কোনো অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ উত্থাপনের সময় সকল পক্ষকে সবমসয় বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং সর্বসম্মভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।

৯২. প্রকল্পের অবাধ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নকালে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলির সময়মতো ও কার্যকরভাবে সমাধান নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সক্ষমতা প্রদান করবে।

৯৩. সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ মৌখিকভাবে (মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিকট), ফোনে, অভিযোগ বাক্স বা ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট অথবা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট লিখিত আকারে দায়ের করা যাবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পিএমইউ/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং নির্মাণ ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত সকল অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ রেকর্ড করার জন্য নিজ নিজ প্রকল্প সাইট অফিসে একটি অভিযোগ রেজিস্টার রক্ষা করা। সকল অভিযোগ শ্রদ্ধা, ভদ্রতা ও সংবেদনশীলতার সাথে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভে উল্লেখিত শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/পিএমইউ এবং নির্মাণ ঠিকাদারের এখতিয়ারভুক্ত সকল সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে। তবে এমন কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে সেগুলি অধিকতর জটিল এবং প্রকল্প পর্যায়ের কৌশল প্রয়োগ করে সমাধান করা সম্ভব নয়। এমন অভিযোগগুলিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এসকল সমস্যা একটি যথাযথ/শক্তিশালী প্রক্রিয়াতে সমাধান করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে।

৯৪. কোনো ব্যক্তি এবং/অথবা গোষ্ঠী যেন অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল কোনো বৈধ অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে প্রয়োজন হলে যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্বাহ করবে। তবে কোনো অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ যদি যথাযথ নয় বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে সেক্ষেত্রে ব্যয় বহন করা হবে না।

৯৫. অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সম্পর্কিত এবং কিভাবে অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ পেশ করতে হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রধান স্টেকহোল্ডারকে অবহিত করতে তা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯৬. পিএমইউতে সেইফগার্ড অফিসারকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের দায়িত্বে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করা হবে। এই পদের বিপরীতে নিম্নলিখিত দায়িত্ব (সময়ে সময়ে সংশোধন করা যাবে) থাকবে:

ক. নির্মাণ শুরুর পূর্বেই সমস্যা সমাধানে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠনে সমন্বয় সাধন;

খ. অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে পিএমইউ তে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা এবং পিএমইউ এর অভ্যন্তরে সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করা;

গ. গণসচেতনতা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সকল স্টেকহোল্ডারদের মাঝে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

ঘ. সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সহায়তা প্রদান;

ঙ. অভিযোগ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করা;

চ. অভিযোগ বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করা; এবং

ছ. মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য প্রস্তুত করা।

৯৭. প্রকল্পের সকল অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি দুই স্তর বিশিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম স্তরে রয়েছে ইউনিয়ন/উপজেলা এবং/অথবা ওয়ার্ড পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ। স্টেকহোল্ডারদেরকে অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ (যদি থাকে) জানানোর বিভিন্ন পয়েন্ট সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং পিএমইউ ঐসকল পয়েন্ট থেকে নিয়মিতভাবে অভিযোগ সংগ্রহ ও রেকর্ড করে থাকে। এর পরে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সমন্বয় করা। পিএমইউ এর সেইফগার্ডস অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কর্মকাণ্ড সমন্বয় করবেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকাণ্ডে ইএসএস ও জেণ্ডার ফোকাল পয়েন্টগণ, এই দায়িত্বে নিয়োজিত যেকোনো কর্মকর্তা, পিএমইউ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেইফগার্ড ও জেন্ডার ম্যানেজারের সাথে সমন্বয় করবেন। এই ধরনের ব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যতে চলমান থাকে সেই লক্ষ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯৮. অভিযোগ মৌখিকভাবে (মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিকট), ফোনে, অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ বাক্সে অথবা ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট লিখিত আকারে পেশ করা যাবে। তবে যদি কোনো অভিযোগকারী তার অভিযোগের ফলে তার উপরে পাল্টা নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করেন তাহলে তিনি সরাসরি নিরাপত্তা কর্মকর্তার নিকটে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং তিনি গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনুরোধ করলে তা রক্ষা করতে হবে (অর্থাৎ ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা নির্মাণ ঠিকাদারের নিকট অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা)। এমন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মকর্তা অভিযোগটি পর্যালোচনা করবেন, অভিযোগকারীর সাথে আলোচনা করবেন, এবং অভিযোগকারী সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রেখে কিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে সম্পৃক্ত কবরা যায় সেটি নির্ধারণ করবেন।

৯৯. অভিযোগ গ্রহনের পর নিরাপত্তা কর্মকর্তা একটি স্বীকৃতি পত্র প্রদান করবেন। ফোকাল পয়েন্ট যিনি অভিযোগ গ্রহণ করবেন তিনি গৃহীত অভিযোগ ও অভিযোগকারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মৌলিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং এবং পিএমইউ তে অবিলম্বে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

১০০. সংশ্লিষ্ট পিএমইউ ওয়ার্ড পর্যায়ে একটি অভিযোগ/ক্ষোভ রেজিস্টার রক্ষা করবে (এবং সেইসাথে ইউনিয়ন/ উপজেলা পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য রেকর্ড করে) । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তথ্যের রেকর্ড রাখা পিএমইউ এর দায়িত্ব।

১০১. কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ রেজিস্টারে রেকর্ড করার পর নিরাপত্তা কর্মকর্তা গৃহীত অভিযোগ/ক্ষোভ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পড়বেন এবং উত্তর দেবার তারিখ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির তারিখ উল্লেখপূর্বক অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। নিরাপত্তা কর্মকর্তা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা অভিযাগকারীর সাথে মিটিং করবেন এবং গৃহীত অভিযোগের সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সমস্যা সমাধান ও ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে প্রয়োজন হলে অভিযোগকারী ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে মিটিং আয়োজন করতে হবে। মিটিং এ আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত রেকর্ড করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির মিটিং সহ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সংক্রান্ত সকল মিটিং এর রেকর্ড রাখতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবেন।

১০২. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যতিত সকল অভিযোগ তদারকির জন্য প্রথম ধাপের অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হবে:

ক. অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ

খ. প্রকৌশল/কারিগরী বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগ

গ. আদালতে অমিমাংসিত কোনো মামলা

১০৩. প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে কিছু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী (হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবার এবং মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ) সমাজে প্রান্তিক অবস্থানে থাকার কারণে প্রকল্পের সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ও জিআরএম এর ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। কাজেই পিএমইউ এর নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে সামাজিক অবহেলা/দ্বন্দ্ব-সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১০৪. এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নারী উপকারভোগী হওয়াতে এবং এই প্রকল্প কর্মকাণ্ডের ফলে সমাজের জেন্ডার রীতিনীতিতে পরিবর্তন সাধিত হবার ফলে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে বিধায় সেইফগার্ড অফিসার, ইএসএস এবং জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যেহেতু নারী উপকারভোগীর পুরুষদের নিকট বিশেষ করে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক অভিযোগ জানাতে ইতস্তত বোধ করে, সেহেতু অভিযোগ গ্রহণ ও রেকর্ড করতে নারী জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োজিত রাখা নিশ্চিত করা হবে।

১০৫. প্রথম ধাপের অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সাধারণত ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করা হবে এবং অভিযোগের প্রতি প্রস্তাবিত সাড়াদান সম্পর্কে একটি 'ডিসক্লোজার ফরম' এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের শর্তাবলী অনুসরণ করে এবং এটি করতে হবে যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াতে সকল পক্ষের শুভ বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এছাড়াও, অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলে যথাসম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে সকল পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০৬. যদি উক্ত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তাহলে অভিযোগটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করতে হবে। তবে, যদি সামাজিক নিরাপত্তা জেন্ডার কর্মকর্তা মনে করনে যে অভিযোগটি পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব, তাহলে উক্ত কর্মকর্তা অভিযোগটিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের প্রথম ধাপে রেখে এবং অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে অবহিত করে বিষয়টির সমাধান করতে পারেন। কিন্তু, অভিযোগকারী যদি বিষয়টিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন তাহলে তা অবশ্যই পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে যদি গৃহীত অভিযোগ ২০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে সেটি পরবর্তী ধাপে চলে যাবে।

১০৭. দূর্নীতি বা কোনো প্রকার অনৈতিক চর্চার অভিযোগ উঠলে বিষয়টি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে (অথবা অভিযোগ নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে) এবং নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ইউএনডিপি'র নিরীক্ষা ও তদন্ত অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

১০৮. দ্বিতীয় ধাপের অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে জেলা পর্যায়ে গঠিত অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

ক. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - চেয়ারম্যান

খ. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (রনরফ)

গ. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট এলাকাতে কর্মরত বেসরকারি সংস্থা/সুশীল সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধি

ঘ. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জেলা প্রধান

ঙ. উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)

চ. উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, এবং

ছ. নিরাপত্তা কর্মকর্তা

১০৯. প্রতিটি জেলাতে কমিটি গঠনের জন্য পিএমইউ এর নিরাপত্তা কর্মকর্তা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপত্র ও নোটিশ জারি করা নিশ্চিত করবেন যাতে প্রয়োজন অনুসারে সকলকে সময়মতো মিটিং এর জন্য আহ্বান করা সম্ভব হয়। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির দায়িত্ব ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়তা প্রদান;

খ. অভিযোগের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও যথাসম্ভব দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি;

গ. গুরুতর কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে পিএমইউ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে যত দ্রুত সম্ভব তথ্য প্রদান;

ঘ. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির/গোষ্ঠীর সাথে সমন্বয় করা এবং তার সমস্যা সমাধান বিষয়ে সময়মতো যথাযথ তথ্য সংগ্রহ;

ঙ. স্বাভাবিকভাবে উদ্ভুত অভিযোগ নিয়ে পড়াশুনা করা এবং ভবিষ্যতে আরো অভিযোগ এড়াতে কী ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে পিএমইউ এবং জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটিকে পরামর্শ প্রদান।

১১১. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/অভিযোগকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে মিটিং আয়োজন করবে এবং সকল পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানের বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির তার সকল মিটিং এর কার্যাবিবরনী রেকর্ড করবে।

১১২. অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি প্রস্তাবিত সমাধান সম্পর্কে অভিযোগকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করবেন। যদি অভিযোগকারী প্রস্তাবিত সমাধানে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অভিযোগটি নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে। তবে যেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সমাধান অভিযোগকারীর নিকট সন্তোষজনক মনে হবে না, সেক্ষেত্রে কমিটি অভিযোগকারীর বাকী অভিযোগে দূর করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সমাধান সংশোধ করবে পারবে, অথবা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দিতে পারবে যে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটির পক্ষে এর বাইরে অন্য কোনো সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। অভিযোগকারী যদি অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের তি স্তরের সমাধানে সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে তিনি আইনী পদক্ষেপ বা অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

১১৩. প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল ছাড়াও কোনো অভিযোগকারী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার শর্তাবলী অনুসরণ করে ইউএনডিপি'র জবাবদিহিতা কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেন। ইউএনডিপি'র মানদণ্ড, স্ক্রিনিং প্রাক্রিয়া বা ইউএনডিপি'র অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশগত অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং এর ফলে

জনসাধারণ বা পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে এই মর্মে কোনো অভিযোগ থাকলে সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট এ বিষয়ে তদন্ত করে থাকে। সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট অবস্থিত নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান অফিসে, এবং এর দায়িত্বে আছেন লিড কমপ্লায়েন্স অফিসার। ইউএনডিপি'র কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটির যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তারা চাইলে কমপ্লায়েন্স রিভিউ এর সুযোগ নিতে পারেন। সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট স্থানীয়বাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী র নিকট হতে গৃহীত যথাযথ অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার জন্য এবং তদন্তের ফলাফল ও সুপারিশ প্রকাশ্যে রিপোর্ট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

১১৪. স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশল ইউএনডিপি'র কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে। স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের উদ্দেশ্য হলো স্বপ্রণোদিত স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততায় সম্পূরক হিসেবে কাজ করা অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকল্প মেয়াদের বিভিন্ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা ইউএনডিপি ও এর বাস্তবায়নকারী অংশীদারী সংস্থাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কমিউনিটি ও ব্যক্তিবর্গ যদি কোনো সমাধানে (এক্ষেত্রে প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল) সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মান নিশ্চিতকরণের আদর্শ চ্যানেল অনুসরণ সাপেক্ষে স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের আশ্রয় নেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। যখন একটি আদর্শ স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের জন্য অনুরোধ করা হবে তখন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের, আঞ্চলিক ও সদর দফতরের ইউএনডিপি ফোকাল পয়েন্ট সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও বস্তবায়নকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করবে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **www.undp.org/secu-srm** দ্রষ্টব্য। আইপিপিএফ এর শেষে এ বিষয়ে প্রয়োজনী ফরমগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে।

১১৫. সেইফগার্ড অফিসার পিএমইউতে সকল কর্মী, ইএসএস, জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট, এবং সকল বাস্তবায়নকারী সংস্থকে (ঠিকাদার/এনজিওসমূহ) প্রকল্পের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সহ যে সকল প্রক্রিয়া ও ফরম্যাট ব্যবহার করা হবে তা ব্যাখ্যা করবেন। এছাড়াও, সেইফগার্ড অফিসার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহকে প্রকল্পের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সহ যে সকল প্রক্রিয়া ও ফরম্যাট ব্যবহার করা হবে তা ব্যাখ্যা করবেন।

১১৬. সংশ্লিষ্ট পিএমইউ এর সেইফগার্ড অফিসার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করার জন্য প্রকল্পের অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপরে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

৬. পরিবেশগত ও সামাজিক প্রধান সূচকসমূহ

১১৭. প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রধান সূচকসমূহ এই অধ্যায় চিহ্নিত করে এবং স্ব স্ব ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য, সম্ভাব্য প্রভাব, নিয়ন্ত্রক কর্মকাণ্ড এবং যেসকল পরিবেশগত পারপরমেন্স শর্তাবলীর বিপরীতে (যেমন অডিটকৃত) এই সূচকগুলিকে মূল্যায়ন করা হবে তার রূপরেখা প্রদান করে।

১১৮. এই অধ্যায় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত করা, সংশোধনের প্রয়োজন এমন বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার চলমান উন্নয়নে সহায়তা করবে এমন পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পরিবেশগত পারপরমেন্স পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

৬.১ ভৌগলিক বিষয়

১১৯. বাংলাদেশ পৃথিবীর দুর্যোগ প্রবণ দেশ এবং যা প্রাতি বছর যেসকল দেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরার মতো দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জল-ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য একে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন করে তুলেছে।

১২০. জল-গঠনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের[7] ভিত্তিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে তিনটি প্রধান এলাকাতে ভাগ করা যায়: (১) গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমি বা পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, (২) মেঘনা ব-দ্বীপ সমভূমি বা কেন্দ্রীয় উপকূলীয় অঞ্চল, এবং (৩) চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি বা পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল[8]। উপকূলীয় অঞ্চল বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা। এই অঞ্চলে রয়েছে বিস্তৃত নদী-নালা, প্রচুর পরিমাণে পলি সহকাওে উচ্চ মাত্রায় পানির প্রবাহ, অনেক দ্বীপ, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (ভূগর্ভস্থ খাত, বাংলাদেশের সুন্দরবন হতে ৪৫ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত), এবং অগভীর উত্তর বঙ্গোপসাগর যা শক্তিশালী জোয়ারের প্রভাব সৃষ্টি করে।

১২১. বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮৮ শতাংশ বন্যা বিধৌত সমভূমি দ্বারা গঠিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ, বাংলা ব-দ্বীপে অবস্থিত যা বৃহত্তর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র- মেঘনা নদী অববাহিকার একটি অংশ গঠন করেছে। এই অববাহিকা ভারত (৬২.৯%), চীন (১৯.১%), নেপাল (৮%), বাংলাদেশ (৭.৪%), এবং ভুটান (২.৬%) সহ এশিয়া মহাদেশের পাঁচটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত।

১২২. বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এমনই যে দেশটি মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রভাবে প্রবলভাবে প্রভাবিত। বাংলাদেশের ভূভাগের উপর দিয়ে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা এই তিনিটি নদীর যৌথ ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মাত্র ৭% বয়ে গেছে, অথচ এই অঞ্চলে সাড়ে চার মাসের মতো সময়ের মধ্যে (জুন হতে মধ্য অক্টোবার)[9] গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর যৌথ ক্যাচমেন্ট এলাকায় বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট পানির ৯২% এর বেশি নিষ্কাশন করতে হয়। আবার, বর্ষাকালের পরে আসে শুষ্ক মৌসুম যখন পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব ও চলমান প্রশ্বেসদন প্রক্রিয়ার ফলে ভূপৃষ্টের উপরিভাগ পুরোপুরি শুষ্ক হয়ে যায় এবং এর ফলে আর্দ্রতার সংকট দেখা দেয়[10]।

১২৩. বর্ষাকালে মরা কটালে জোয়ারের পানির উচ্চতা এত বেশি থাকে যে তা উপকূলীয় সমভূমিতে প্রবেশ করে। জোয়ারের পানি অনুপ্রবেশ রোধ করতে সাধারণত বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়, কিন্তু এই সময় এই বেড়ি বাঁধগুলিও লবণাক্ত পানির নিচে তলিয়ে যায়[11]। বঙ্গোপসাগরের তটরেখা একটি উল্টা ফানের আকৃতির হওয়ার ফলে এবং এটি উত্তর ভারত মহাসাগরের ঘূর্ণিঝড় ও তৎসংলগ্ন জলোচ্ছ্বাসের গতিপথের মুখে পড়ার ফলে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি উচ্চমাত্রায় বিপদাপন্ন[12]।

১২৪. বাংলাদেশের ভূখণ্ড প্রধানত সমভূমি ও নিম্নভূমি দ্বারা গঠিত[13]। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ণ কোনায় অবস্থিত পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১০ মিটারেরও কম। এছাড়াও, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় বেল্ট এর বেশিরভাগের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২ মিটারের চেয়ে কম, এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১ মিটারেরও নিচে। গড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১-২ মিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চতা ৪-৫ মিটার। নিম্ন সমভূমির ভূপৃষ্ঠগত বৈশিষ্ট্য ও এই অঞ্চলের ভূ-গঠনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে এটি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণের উচ্চ মাত্রায় বিপদাপন্ন।

১২৫. প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত এলাকাসমূহের বেশিরভাগই পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বা গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত এবং এগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৭ মিটারের কম উচ্চতায় অবস্থিত এবং পশ্চিম অঞ্চলের এলাকাগুলির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৪ মিটারের কম। গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমির বেশিরভাগই সুন্তরবন ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে পড়ে এবং এই বন ঘূর্ণিঝড়র, জলোজচ্ছ্বাস ও ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে এবং এটি এই অঞ্চলকে একপ্রকার স্থিতিশীলতা প্রদান করেছে। এছাড়াও এই এলাকাতে রয়েছে জলাভূমি, প্লাবন সমভূমি, ও অসংখ্য খাঁড়িসহ প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা উচু তীর। এই অঞ্চল আধা-সক্রিয় ব-দ্বীপ হওয়াতে এখানকার ভূমি গঠিত হয়েছে মূলত পাললিক দো-আঁশ মাটি, বা হিমালয় থেকে বয়ে আসা পলিমাটি দ্বারা[14]। গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমিকে মনে করা হয় উপকূলীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি লবণাক্ততা প্রবণ এলাকা যেখানে এর পশ্চিম অংশটি পূর্বের চেয়ে বেশি লবণাক্ত।

৬.২ জলবায়ু

১২৬. বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মৌসুমী বায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হওয়াতে দেশটি উষ্ণ, আর্দ্র ও উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। বাংলাদেশ বর্ষা এবং বর্ষাপূর্ব ও বর্ষা পরবর্তী জলবায়ু জনিত ঘটনাবলী দ্বার প্রভাবিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর, উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, এবং উত্তর ও পূর্বে আরাকান পর্বতমালার অবস্থানের কারণে বাংলাশে বছরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটে এবং বেশিরভাগ বৃষ্টিপাতই ঘটে বর্ষা মৌসুমে। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলদেশে মুলত চারটি মৌসুম রয়েছে- শীত (ডিসেম্বার-ফেব্রুয়ারী), প্রাক-বর্ষাকাল (মার্চ-মে), বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর), এবং বর্ষা-উত্তরকাল (অক্টোবার-নভেম্বর)। যদিও বাংলাদেশে বিভিন্ন বছরে বর্ষার আগমনে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে, মোটামুটিভাবে জুনের প্রথম সপ্তাহে বর্ষা শুরু হয় এবং অক্টোবার মাসের প্রথম সপ্তাহে শেষ হয়। বাংলাদেশর প্রধান বর্ষা মৌসুম শুরু হয় প্রচন্ড তাপ, এবং এর ফলে সৃষ্ট নিম্নচাপ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রচুর জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের মধ্য দিয়ে। মৌসুমী বায়ুর পাশাপাশি বাংলদেশে পূর্ব বায়ুও সাক্রিয় থাকে যা উষ্ণ ও তুলনামূলকভাবে শুষ্ক প্রবাহ সৃষ্টি করে।

১২৭. প্রকল্প এলাকাতে বৃষ্টিপাত মূলত মৌসুমী এবং যার প্রায় ৮০% ই ঘটে বর্ষকালে। তবে শীতকালে সামান্য কিছু বৃষ্টিপাত ঘটে। বৃষ্টির পানি প্রাথমিকভাবে মূলত ডোবা, কৃষি জমি, চিংড়ির খামার ও অন্যান্য নিচু জমিতে জমা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন খাঁড়ি দিয়ে এই এলাকার নদী-নালাতে গিয়ে পড়ে।

7 Characteristics include: level of tidal fluctuations, salinity condition (both surface and ground water), and risks of cyclone, storm surge and tidal influence.
8Islam, 2001
9 Ahmad, 1994
10 Ahmed, AU 2006.
11 Ibid.
12 Ali, 1999
13UNFCCC, 2012
14 Islam, 2001

১২৮. সারাদেশে ৩০ বছরের (১৯৮০-২০০৯) গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান রেকর্ড করা হয় ২,৩০৬ মিমি। ১৯৬০-১৮৯ এবং ১৯৭০-১৯৯৯ মেয়াদে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,২৯৮ মিমি এবং ২,৩১৪ মিমি। শহীদ (২০১০)[১৫] এর তথ্য মতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৯০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২৯. ১৯৬০-১৯৮০, ১৯৭০-১৯৯৯, এবং ১৯৮০-২০০৯ - এই তিন মেয়াদের তুলনায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রবণতা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রাক-বর্ষা ও বর্ষা-উত্তরকালীণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুল বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমান কমেছে[১৬]। শহীদ (২০১০)[১৭] প্রাক-বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। সমুদ্রপৃষ্টের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বঙ্গোপসাগর হতে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে আরো তীব্র ও একটানা বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং একে প্রাক-বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়[১৮]।

১৩০. মণ্ডল ও অন্যান্যরা[১৯] মার্চ-অক্টোবার মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে কিছুটা বৃদ্ধি ও জুন-আগস্ট মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমানে কিছুটা হ্রাস লক্ষ্য করেছেন। এই গবেষণাতে আরো দেখানো হয়েছে খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা ও একটানা বৃষ্টিপাতের দিনের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

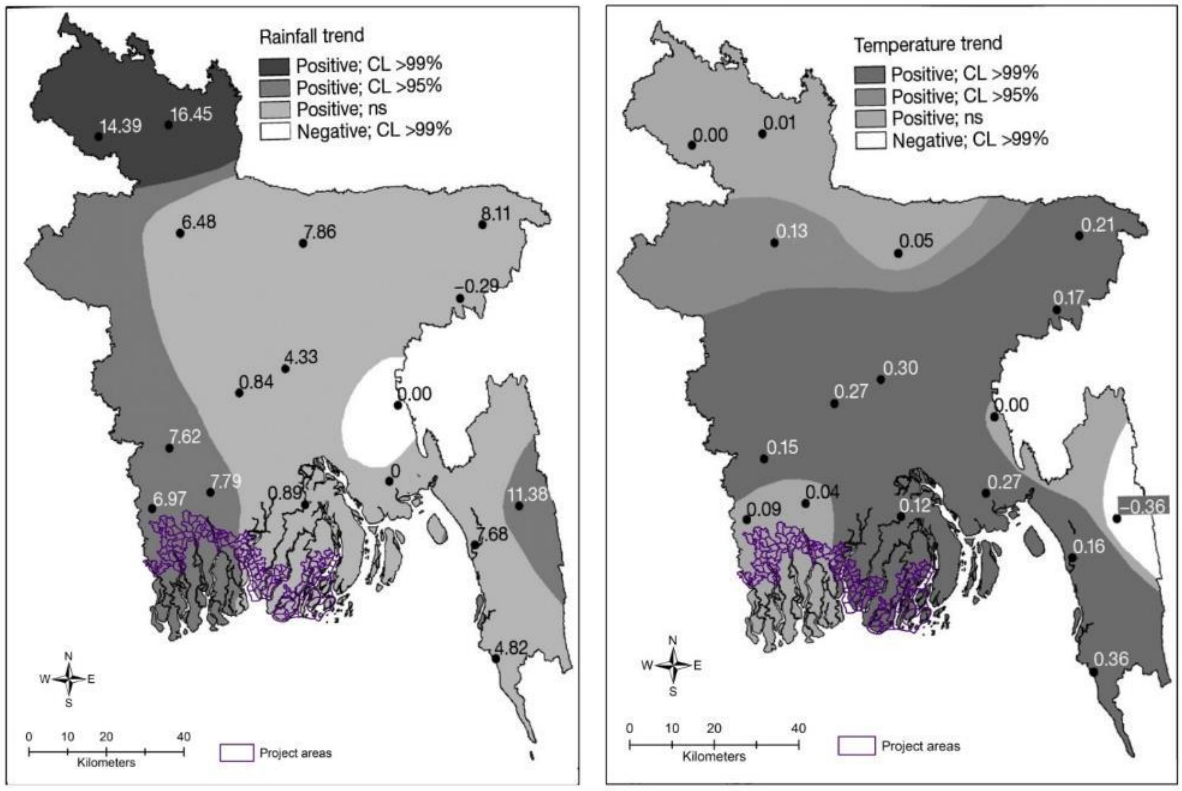

Figure 3(a) Annual rainfall trends (mm/yr.) (b) Temperature trends (°C/decade) in Bangladesh, 1958–2007. White numbers: significant (see legend for level of statistical significance). CL: confidence - not significant.

15 Shahid, 2010
16ibid.
17 Shahid, 2010
18 Khan, 2000
19 Mondal et al, 2013

১৩১. ২০১৩ সালে সিডিএমপি কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী[20] বাংলাদেশে গড় বার্ষিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশর ৩৪ টি স্টেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা ১.২° সেলসিয়াস। শহীদ[21] কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সাথে এর মিল রয়েছে। তিনি ১৯৫৮-২০০৭ মেয়াদের ১৭ টি স্টেশনের তাপমাত্রা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রতি দশকে তাপমাত্র বৃদ্ধির হার ০.০৯৭° সেলসিয়াস।

১৩২. ৩৪ টি স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে ১৯৪৮-২০১০ মেয়াদের তুলনায় ১৯৮০-২০১০ মেয়াদে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা বেশি। ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সম্প্রতি উষ্ণতা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হচ্ছে। ১৯৮০-২০১০ সময়ে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২.৪°সেলসিয়াস বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে যা পুরো ১৯৪৮-২০১০ সময়ের প্রায় দ্বিগুণ। সিডিএমপি সমীক্ষা[22] থেকে আরো দেখা গেছে যে উক্ত মেয়াদে শীতকাল (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী), প্রাক-বর্ষাকাল (মার্চ-মে), বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর) এবং বর্ষা-উত্তরকালের (অক্টোবার-নভেম্বর) তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা যথাক্রমে ১.২, ০.৭, ১.২, এবং ২.০°সেলসিয়াস।

১৩৩. শহীদ[23] লক্ষ্য করেছেন যে শুধু উত্তর অঞ্চল ব্যতিত বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হারে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে নভেম্বর মাসে যা ছিল প্রতি দশকে ০.৩°সেলসিয়াস হারে[24]। মৌসুমী তাপমাত্রা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে এবং এটি শুধু শীতকালেই নয়। সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকাতেও গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাতক্ষীরা ও খুলনা স্টেশনে প্রতি দশকে গড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি লক্ষ্য কার গেছে যথাক্রমে ০.০৯°সেলসিয়াস ও ০.০৪°সেলসিয়াস[25], যদিও তা পরিসংখ্যানগত দিকে দিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

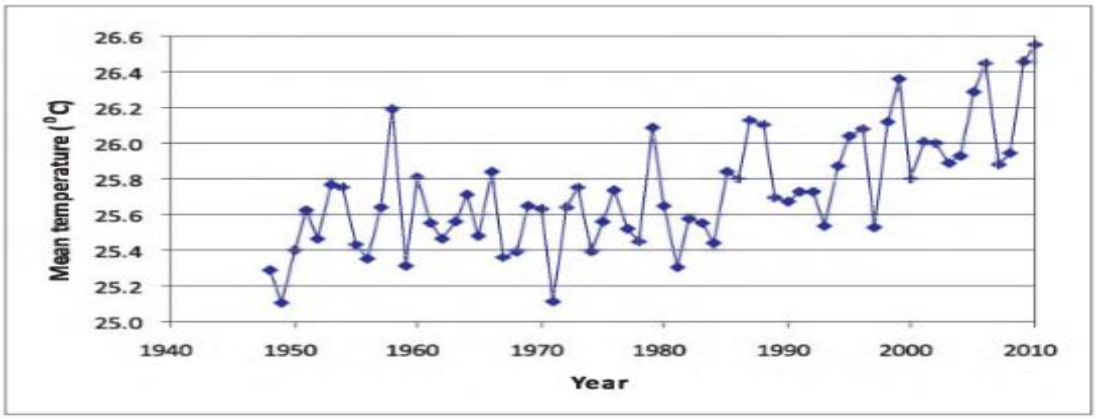

চিত্র ৪: বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রার টাইম সিরিজ (তথ্য-উপাত্ত কাল: ১৯৪৮-২০১০)

20 CDMP, 2013
21 Shahid, 2010
22 CDMP, 2013
23 Shahid, 2010
24 Ibid.
25 Ibid.

৬.৩ প্রতিবেশ

৬.৩.১. পটভূমি

১৩৪. প্রকল্প এলাকাতে তিন ধরনের প্রতিবেশ বিরাজ করছে যেমন স্থলভাগ, জলভাগ এবং ম্যানগ্রোভ (লবণাক্ত পানির) প্রতিবেশ। সার্বিকভাবে প্রকল্প এলাকাতে বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে লোনা পানির প্রতিবেশ, যদিও কিছুটা উচু ভূমিতে অবিস্থত এবং অপেক্ষাকৃত নিচু জোয়ার ও কম লবণাক্ততাযুক্ত ওয়ার্ড/গ্রামসমূহ থেকে লোনা থেকে মিঠা প্যানির প্রতিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিবেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ জৈব-প্রতিবেশ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ১) লবণাক্ত পানির জোয়ারে প্লাবিত সমভূতি যেখানে বেশিরভাগ মৎস্যচাষ করা হয়ে থাকে এবং ২) সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বন (যা একটি সংরক্ষিত এলাকা)।[২৬]

১৩৫. ম্যানগ্রোভ জলাভূমি ঘূর্ণিঝড়ের প্রতি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এবং উপকূলীয় ভূমিক্ষয় রোধ করে ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রকার মাছ, চিংড়ি, ও কাঁকড়ার প্রাকৃতিক নার্সারী হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও, ম্যানগ্রোভ জলাভূমি এর সংলগ্ন অন্যান্য জলাভূমিতে জৈব ও অজৈব পুষ্টি উপাদান বিমুক্তকরণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৭]

১৩৬. প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জেলা দুটিতে জোয়ারের পানি প্রবেশ পথের মাধ্যমে বিভিন্ন খাল এখানকার নদী ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে এই এলাকার একটি বড় অংশ লবণাক্ত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। তবে, স্থানভেদে জোয়ারের পানির গভীরতার ভিন্নতা রয়েছে।[২৮]

৬.৩.২ সংরক্ষিত এলাকাসমূহ

১৩৭. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এই বনের আয়তন প্রায় এক মিলিয়ন হেক্টর যার ৬০% বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত এবং বাকী অংশ ভারতের মধ্যে পড়েছে। ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ রক্ষায়, বিশেষ করে উপকূলী অঞ্চলকে বড় ধরনের ঝড়, জলোচ্ছ্বাস হতে রক্ষা করতে এবং উপকূলীয় ভূমিক্ষয় ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধে, প্রচুর পরিমাণে মৎস্য সম্পদ উৎপাদন ও নানাপ্রকার প্রয়োজনী বনজ সম্পদ সরবরাহে ম্যানগ্রোভ বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২৯]

১৩৮. সুন্দরবনের প্রতিবেশ সমৃদ্ধ মৎস্য সম্পদের বৈচিত্র্য রক্ষার্থে সহায়তা করে। এই প্রতিবেশ সামুদ্রিক মাছের ২৭ টি পরিবার ও ৫৩ টি প্রজাতি, পানির নিচের স্তরের মাছের ৪৯ টি পরিবার ও ১২৪ টি প্রজাতি, চিংড়ির ৫ টি পরিবার ও ২৪ টি প্রজাতি, কাঁকড়াওর ৩ টি পরিবার ও ৭ টি প্রজাতি এবং গলদা চিংড়ির ৮ টি প্রজাতি রক্ষায় সহায়তা করে।[৩০]

১৩৯. এছাড়াও সুন্দরবনে রয়েছে মোট ৩৩৪ ধরনের উদ্ভিদ, ১৬৫ টি প্রজাতির শৈবাল, ১৩ ধরনের বিশেষ অর্কিড, ১৭ ধরনের ফার্ন, ৮৭ টি মনোকটাইলেডন, ২৩০ টি ডাইকোটাইলেডন যা ২৪৫ টি গণ ও ৭৫ টি পরিবারের অন্তর্গত। এই বনে প্রধান উদ্ভিদ হলো সুন্দরী যা এর ভূমির ৭৩% জুড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় প্রধান উদ্ভিদ হচ্ছে গেওয়া যা এই বনের মোট ১৬% এলাকা জুড়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী রেকর্ডকৃত ৫০ প্রজাতির প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের মধ্যে শুধু সুন্দরবনেই আছে ৩৫ টি প্রজাতি।

১৪০. সুন্দরবন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বিভিন্ন প্রকার বাঘ ও বন্য ক্যাট প্রজাতির অন্যান্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী (মোছাবাঘ ও সিভেট সহ), চিত্রা হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুকর, বানর, খেকশিয়াল, পাতিশিয়াল, ওয়াটার মনিটর, মনিটর লিজার্ড ও সাপের আবাসস্থল।

১৪১. সুন্দরবনে অনেক প্রজাতির পাখী রয়েছে যার অনেকগুলি আবার সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দবনের পাখির মধ্যে রয়েছে বেগুনী বক, কানিবক, ক্যাটেল ইগ্রেট, লিটল ইগ্রেট, শামুকভাঙা, ছোট হাড়গিলা, এবং বাক্ষিনী চিল। অন্যান্য পাখির প্রজাতির মধ্যে রয়েছে তিলা ঘুঘু, সবুজ টিয়া, কানা-কুয়া, কাঠঠোকরা, বী ইটার, ফিঙে, গোশালিক, জঙ্গল ময়না, বুলবুলি, ও টেইলর বার্ড।

১৪২. এই এলাকাতে দুইটি প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১৪ প্রজাতির সরীশৃপ, ২৫ প্রজাতির পাখি ও ৫ প্রজাতির স্তণ্যপায়ী প্রাণী রয়েছে যেগুলিকে বিলুপ্তপ্রায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬.৩.৩ মৎস্য সম্পদের বৈচিত্র্য

১৪৩. প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সম্পদের বৈচিত্র্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এটি মূলত লোনা পানির মাছ এবং কতিপয় মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল। প্রকল্প এলাকার সাথে ম্যানগ্রোভ বনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে যা অনেকগুলি সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন নদীর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক মিঠা পানির মাছের সাথে আবাসের সাথে লোনা পানির মাছের আবাসের সংযোগ সৃষ্টি করেছে যা এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য সম্পদের মাঝে জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৩১]

১৪৪. লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প এলাকাতে জলজ জীববৈচিত্র্য দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে, প্রকল্প কর্মকাণ্ড যে এলাকায় পরিচালিত হবে সেখানকার পানিতে এখনো মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ, এবং মনে করা হয় যে এখানে এখানো ১২০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। এই এলাকাতে সবেচেয়ে বেশি রয়েছে

26 CEGIS, 2013
[27]Alongi, 1992
[28]CEGIS, 2013
[29]Rahman, 2010
[30]ibid.
[31]ibid.

লোনা পানির মাছ যার মধ্যে রয়েছে ইলিশ, পারশা, তাপসী, ভেটকি এবং তুলারডাণ্ডি। এছাড়াও এই এলাকাতে গত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে বহিরাগত কার্প জাতীয় মাছের প্রজাতি ও তেলাপিয়ার (নাইলোটিকা ও মোসাম্বিকাস সহ) চাষ করা হচ্ছে।

১৪৫. জেলেদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবং এই এলাকাতে ধৃত মাছ ও সমীক্ষার ভিত্তিতে জানা যায় যে এখানে জলজ জীববৈচিত্র্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য অনেকগুলি বিষয় দায়ী যেমন লবণাক্ততা পরিস্থিতির পরিবর্তন, অতিরিক্ত মাছ সংগ্রহের চাপ, প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ ও এর ফলে অন্যান্য জলজ প্রাণীর উচ্চহারে মৃত্যু, মাছের স্থান পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকতা, নদী-নালা গঠন ও সংযোগের পরিবর্তন, মাছের আবাসস্থল পলি পড়ার ফলে দ্রুত ভরাট হয়ে যাওয়া, ডিম ছাড়া ও খাদ্য গ্রহণের স্থানের সংকোচন, এবং মৎস্য চাষের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ। স্থানীয় প্রজাতির মাছের জীববৈচিত্র্যের উপরে তেলাপিয়ার মতো আগ্রাসী মাছের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বর্তমানে কিছু সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।

১৪৬. প্রকল্পনএলাকাতে কাঁকড়া চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর মূল কারণ হলো বিশ্বব্যাপী কাঁকড়ার চাহিদা এবং বাংলাদেধের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কাঁকড়ার (প্রধাণত Scylla Serrata প্রজাতির কাঁকড়া) প্রাকৃতিক সংগ্রহ ও চাষ (কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ) বৃদ্ধি। বর্তমানে সাতক্ষীরা ও খুলনা উভয় জেলাতে ম্যানগ্রোভ জাত কাঁকড়া, স্কাইলা সেরেটোর প্রচলিত চাষ ও প্রাকৃতিক উৎস হতে কাঁকড়া সংগ্রহের প্রচলন রয়েছে। প্রাকৃতিক কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয় স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ফাঁদ দ্বারা জোয়ারের পানির সংযোগস্থলে অবস্থি খাঁড়ি, খাল, ম্যানগ্রোভ এলাকা ও নদী হতে। এই এলাকাতে চিংড়ি ঘেরের সাথে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণেরও প্রচলন রয়েছে।

১৪৭. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং এই প্রকল্প এলাকাতে মৎস্যচাষে সরবরাহের জন্য প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি ও কাঁকড়ার পোনা (লার্ভা পরবর্তী পর্যায়ের) সংগ্রহ একটি অতি সাধারণ প্রচলিত অভ্যাস। নারী, পুরুষ ও কিশোর কিশোরীরা চিংড়ির পোনা সংগ্রহের কাজে জড়িত যাদের বেশিরভাগই আসে দরিদ্র পরিবার থেকে এবং এদের মধ্যে নারী, কিশোরী ও শিশুদের সংখ্যা বেশি। প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের ফলে পরিবেশের উপরে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে- প্রকল্প এলাকাতে পোনার প্রাকৃতিক উৎস ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। সবেচেয়ে ক্ষতিকর যে বিষয়টি দেখা যায় ত হলো একটি প্রাকৃতিক পোনা সংগ্রহ করতে যেয়ে আনুমানিক প্রায় ১০০ টি অন্যান্য জলজ প্রজাতির ধ্বংস হচ্ছে এবং এর ফলে এই অঞ্চলে জলজ জীবৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[৩২]

৬.৩.৪ কর্মসম্পাদনের শর্তাবলী

১৪৮. এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. সংরক্ষিত সুন্দরবন বাফার এলাকার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো প্রকল্প কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে না;

খ. কোনো আগ্রাসী বা মাংসাশী প্রজাতির মাছের চাষ চালু করা যাবে না;

গ. কাঁকড়ার নার্সারী ও কাঁকড়া খামাওে ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক উৎস হতে কোনো পোনা সংগ্রহ করা যাবে না;

ঘ. কোনো কৃষি জমিকে পুকুরে বা মাছের খামাওে পরিণত করা যাবে না;

ঙ. লোনা পানিতে প্লাবিত আন্তঃজোয়ার অঞ্চলের বাইওে কোনো মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যাবে না;

চ. নির্ধারিত জায়গার সীমানার বাইরে কোনো গাছপালা কাটা যাবে না;

ছ. গাছপালা কাটার ফলে যেন কোনো স্থানীয় স্থলজ বা জলজ প্রাণীর মৃত্যু না ঘটে;

জ. কোনো জলজ পরিবেশ ও স্থলজ প্রাণীর আবাসস্থলের উপওে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে এমন কোনে কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যাবে না;

ঝ. প্রকল্প কর্মকাণ্ডের ফলে বা জীবিকায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোনো নতুন নতুন প্রজাতির পশুপাখি আমদানী করা যাবে না;

ঞ. নির্মাণ কাজের ফলে প্রকল্প কর্মকাণ্ডের স্থানে বা এর বাইরে বিদ্যমান আগাছার বংশবিস্তার যেন বৃদ্ধি না পায়।

৬.৩.৫ পরিবীক্ষণ

১৪৯. একটি উদ্ভি ও প্রাণী পরিবীক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে (সারণি ৭)।

১৫০. আগাছা পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং কোনো বহিরাগত বিনাশী আগাছা চিহ্নিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫১. কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় সেবা প্রদানকারী সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতি সপ্তাহে প্রতিবেদন পেশ করবে যাতে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

ক. এই ইএসএমএফ এর অনুসরণে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে সে বিষয়;

খ. পূর্ব সপ্তাহে সে যে সকল এলাকার পুনর্বাসন করা হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য; এবং

গ. গৃহীত সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত।

32 ibid.

৬.৩.৬ রিপোর্টিং

১৫২. উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবীক্ষণের সকল ফলাফল এবং/অথবা ঘটনাসমূহ ট্যাবুলেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ইএসএমএফ এ প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী রিপোর্ট করা হবে। কোনো স্থানীয় প্রাণীর সন্দেজনক মৃত্যুর ঘটনা বা কোথাও কোনো উদ্ভিদের উপরে ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হলে তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

সারণি ৪: উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাপকাঠি

বিষয়/সমস্যা	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এফএফ১. আবাসস্থল ধ্বংস ও পশুপাখির স্বাভাবিক জীবনযাপানে বিঘ্ন	এফএফ ১.১: গাছপালা কাটা সীমিত রাখা এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের মাধ্যমে পশুপাখির স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করা।	নির্মাণকালে	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ১.২: নির্মাণকালে কোনো সংবেদনশীল স্থানে ও এর আশেপাশে শব্দ সৃষ্টি ও আলোর অনুপ্রবেশ সীমিত রাখা।	নির্মাণকালে	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ১.৩: প্রকল্প স্থানের সকল কর্মকর্তা যেন সংবেদনশীল পশুপাখি/আবাসস্থল এবং এমন স্থানের সুরক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকে ত নিশ্চিত করা।	নির্মাণকালে	ঠিকাদার	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ১.৪: নির্মাণকালে নির্মাণস্থলে পশুপাখির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হবার সম্ভাবনা হ্রাস করা এবং কোনো প্রাণী আহত হলে বা মাতৃহীন হলে সেগুলিকে উদ্ধার করা ও সুস্থ করে তোলা।	নির্মাণকালে	ঠিকাদার	দৈনিক, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট
	এফএফ ১.৫: যেখানে প্রয়োজন এবং সম্ভব স্থানীয় পশুপাখিকে নির্মাণস্থল হতে নিকটতম সুরক্ষিত এলাকায় স্থানান্তর করা।	নির্মাণকালে	ঠিকাদার	দৈনিক, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট
	এফএফ ১.৬: কোথাও মাটির কাজ হলে সেই স্থানে স্থানীয় পশুপাখী তাদের আবাস গড়ে তুলতে পারে এমন উদ্ভিদ রোপণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা।	নির্মাণকালে ও নির্মাণের পরে	ঠিকাদার	দৈনিক, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং রিপোর্ট
এফএফ২ উদ্ভিদ ও আগাছার নতুন প্রজাতি আমদানি	এফএফ ২.১: ভূমিক্ষয় ও জলপ্রবাহে পলি প্রবেশের সাথে কোনো আগাছা ছড়িয়ে পড়া হ্রাস করতে একটি ইডিএসসিপি বাস্তবায়ন করা।	নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণকালে	ঠিকাদার	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ২.২: নির্মাণকাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমন স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় রিভেজিটেট করা।	নির্মাণকালে	মাঠ কর্মকর্তা	প্রয়োজন অনুসাারে এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ২.৩: পরিপক্ক বৃক্ষ উদ্ভিদ, বিশেষ করে বড় ছায়াদানকারী বৃক্ষ ও ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করা।	নির্মাণকালে	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

বিষয়/সমস্যা	নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এফএফ২ উদ্ভিদ ও আগাছার নতুন প্রজাতি আমদানি	এফএফ ২.৫: বড় বৃক্ষেরে চেয়ে বরং ছোট গাছপালা ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ অপসারণ করতে হবে।	নির্মাণকালে	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ২.৬: প্রকল্প কর্মকাণ্ডস্থলে পরিবেশগত আগাছা ও বিনাশী আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	নির্মাণকালে ও নির্মাণের পরে	স্থান পরিদর্শক	সাপ্তাহিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এফএফ ২.৭: যেসকল গাছপালা অপসারণ করা হবে সেগুলিকে রঙ বা পতাকা সদৃশ ফিতা দিয়ে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।	নির্মাণকালে	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

৬.৪ ভূগর্ভস্থ পানি

৬.৪.১ পটভূমি

১৫৩. বাংলাদেশে মোট পানি সম্পদের পরিমাণ ১,২১১ বিলিয়ন ঘনমিটার বলে অনুমান করা হয়েছে যার ২১.১ বিলিয়ন ঘনমিটার ভূগর্ভস্থ পানি। প্রকল্প এলাকাতে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার, সেচের কাজ ও শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য দৈনিক পানির চাহিদা পূরণ করা হয় সাধারণত ভূগর্ভস্থ উৎস হতে। গৃহস্থালী কাজে পানি সরবরাহের জন্য সাধারণত হাত নলকূপ ব্যবহার কার হয়, তবে শিল্প কারখানায় ব্যবহারের পানির জন্য এবং কোনো কোনো বসতবাড়িতে পানির উত্তোলনের জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার করা হয়। মোট ব্যবহৃত পানির ৯০% ই ব্যবহার করা হয় কৃষি খাতে যার ৮০% আসে ভূগর্ভস্থ উৎস হতে, এবং সেচের কাজে ব্যবহৃত পানির প্রায় ৮৮% আসে ভূগর্ভস্থ উৎস হতে।[৩৩]

১৫৪. বর্ষা মৌসুমে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোষণের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনভরন হয়ে যায়। তবে মাটির স্তরে মাঝে মধ্যে কর্দমের পুরু স্তরের কারণে স্থানভেদে পুনভরনের হারের পার্থক্য রয়েছে[৩৪]। তাছাড়া, উপকূলীয় এলাকাতে নিরাপদ পানি সরবরাহের বিকল্পসমূহ খুবই সীমিত কারণ আশে পাশে উপযুক্ত গভীরতা সম্পন্ন কোনো মিঠা পানির নদী নেই[৩৫]।

১৫৫. এমনকি স্বল্প দূরত্বেও অ্যাকুইফার ও অ্যাকুইটার্ড এর বিন্যাসের উচ্চ মাত্রার ভিন্নতা থাকতে পারে। অনেক জায়গাতে দেখা গেছে তিনটি বা চারটি অ্যাকুইফার অ্যাকুইটার্ড দ্বারা আলাদা হয়ে আছে। অঞ্চলিক ভিত্তিতে ১৯৮২ সালের একটি প্রতিবেদনে তিনটি এ্যাকুইফারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের এই তিনটি অ্যাকুইফারের এভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে: অগভীর (৫০-১৫০ মিটার) যা তুলনামূলকভাবে একটি পুরু কর্মদ স্তর ও বালুর স্তরের নিচে অবস্থিত। এই অ্যাকুইফারের সেডিমেন্ট গঠিত হয়েছে সুক্ষ বালু ও ও ক্লে লেন্স দ্বারা। দ্বিতীয় অ্যাকুইফারটি ২৫০-৩৫০ মিটার নিচে অবস্থিত এবং এর উপরে ও নিচে রয়েছে বালুময় কর্মদের স্তর। এটি গঠিত হয়েছে প্রধানত সুক্ষ হকে অতি সুক্ষ বালু দ্বারা এবং এর মাঝে মাঝে ক্লে লেন্স অবস্থিত। এই দুটি অ্যাকুইফারেই লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের প্রভাব পড়েছে যার ফলে এই উৎস হতে সংগৃহীত পানি রিভার্স ওসমোসিস ব্যতিত পানের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

১৫৬. ভূগর্ভস্থ পানি মূলত Na–Cl এবং Na-Ca-Mg–HCO_3 প্রকৃতির হয়ে থাকে। Na–Cl প্রকৃতির পানির বেশিরভাগ আয়ন প্রবণতা হলো $Na^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+} > K^+$ এবং $Cl^- > HCO_3^- > SO_4^{2}$। লবণাক্ততার সম্ভাব্য উৎসগুলি নানাপ্রকার যেমন প্রাকৃতিকভাবেই লবণাক্ত ভূগর্ভস্থ পানি, সমুদ্রের পানির অনুপ্রবেশ, এবং গৃহস্থালী ও কৃষিকাজ হতে বর্জ্য পানি ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সৃষ্টি সবচেয়ে বেশি যে কারণে হয়ে থাকে তা হলো সমুদ্রের পানির অনুপ্রবেশ। লোনা পানি ও মিঠার পানির বর্তমান ইন্টারফেইস হলো গভীর এ্যাকুইফার হতে বহনযোগ্য পানি সংগ্রহের সীমা এবং এটি মোটামুটিভাবে সুনির্ধারিত। স্থলভাগের অভ্যন্তরের ৫০ থেকে ৭৫ কিমি পর্যন্ত লোনা/মিঠা পানির ইন্টারফেইসের ব্যাপ্তী। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অ্যাকুইফারে আনুভূমিক বা উল্লম্বভাবে লোনা পানির অনুপ্রবেশ কোনো নিয়মিত প্যাটার্ন মেনে ঘটেনা। অনেক এলাকাতে অনুসন্ধানকৃত ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অ্যাকুইফারের বিভিন্ন গভীরতা পর্যন্ত লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবার ঘটনা দেখা গেছে।

১৫৭. ১৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপরের স্তরের অ্যাকুইফারে লবণাক্ততার মাত্রায় ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। কোনো কোনো স্থানে মিঠা পানির ছোট ছোট পকেটে ক্ষরণের মাধ্যমে পুনভরন ঘটে আবার স্বল্প দূরত্বের কোনো কোনো স্থানে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। লবণাক্ততার ঘটনা মোহনা হতে জোয়ারের ফলে সৃষ্ট প্লাবনের মাধ্যমে প্রবেশকৃত লোনা পানি ও মিঠা পানির আপেক্ষিক পরিমাণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভূগর্ভস্থ অগভীর স্তরের পানি প্রাকৃতিকভাবে মিশ্রিত লবণের কারণেই হোক বা জোয়ারের ফলে সৃষ্ট লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের কারণেই হোক এত বেশি লবণাক্ত যে তা গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার ও সেচের কাজে ব্যহারের অনুপোযুক্ত। তবে, অগভীর এ্যকুইফারের পানি সীমিত পরিসরে গৃহস্থালী কাজে ও সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য বিচ্ছিন্ন পকেটগুলিতে পর্যাপ্ত ফ্লাশিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর গভীর এ্যকুইফারে লবণাক্ততার বিন্যাস আঞ্চলিক ভিত্তিতে এ্যাকুইফারের চলমান অবস্থানের কারণে একই ধরনের। খুব স্বল্প দূরেত্বর মধ্যেই সুপেয় পানি হতে হঠাৎ লবণাক্ত পানিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উপরের স্তরের অগভীর এ্যকুইফারে লবণাক্ততার মাত্রায় ১০০০মিগ্রা/লি হতে ১৫০০০ মিগ্রা/লি পর্যন্ত ভিন্নতা রয়েছে।

১৫৮. বাংলাদেশেন দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ একটি অতি সাধারণ ঘটনা যেখানে অগভীল অ্যাকুইফার প্রায়শ লবণাক্ততা ও আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হয়। লবণাক্ততা জনিত দূষণ ঘটে কিছুটা ক্রমবর্ধমান এসএলআর এর কারণে এবং কিছুটা ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস ও উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড়ের কারণে। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস উপকূলীয় অঞ্চলে ইতোমধ্যে দুষ্প্রাপ্য মিঠাপানির উৎসসমূহ দূষিত করে ফেলে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৬ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর এ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ১২ জেলায় মোট ১১,৬১২ টি হাত নলকূপ এবং ৭,১৫৫ টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়[৩৬]।

৬.৪.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

১৫৯. এই প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. প্রকল্প এলাকার মধ্যে নির্মাণ কাজ ও প্রকল্প পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উৎসের গুণগত মান ও ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করা যাবে না;

খ. প্রকল্প কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য কোনো ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলণ করা যাবে না;

গ. ভূগর্ভস্থ পানির সুরক্ষা নিশ্চি করতে কার্যকর ও সুনির্দিষ্ট স্থান ভিত্তিক ইডিএসসিপি ও অন্যান্য বাস্তবায়ন ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৬০. ইএসএসএফ এ নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা নির্দেশনাসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে প্রকল্পটি বৃহত্তর এলকাতে ভূগর্ভস্থ পানির উপরে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না।

33 FAO 2013
34 Ravenscroft 2003
35 Kamruzzaman and Ahmed, 2006; Islam et al., 2010; Islam et al., 2013
36 Ministry of Food and Disaster Management 2008

৬.৪.৩ পরিবীক্ষণ

১৬১. ভূগর্ভস্থ পানির পরিবীক্ষণের জন্য সারণি ৮ দ্রষ্টব্য।

১৬২. প্রকল্প চালাকালে শুরুতে এবং কমপক্ষে প্রতি দুই মাস অন্তর একবার ভূগর্ভস্থ পানির মান নির্নয় করতে হবে। প্রাথমিক মান নির্ণয়ের সময় একটি বেইসলাইন নির্ধারণ করতে এবং ব্যবহারের উপযোগীতা নিশ্চিত করতে ব্যাপক ভিত্তিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে (যেমন পানির গভীরতা, পিএইচ মান, ডিও, কন্ডাক্টিভিটি, নাইট্রেট, ফসফেট, ফিসাল কলিফর্ম, ভারী ধাতু, অস্বচ্ছতা, হাইড্রোকার্বন)। এছাড়াও অন্যান্য পরিবীক্ষণ মানদণ্ড প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ করা হবে।

৬.৪.৪ রিপোর্টিং

১৬৩. সকল ভূগর্ভস্থ পানি পরিবীক্ষণের ফলাফল ইএসএমএফ এ নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী ট্যাবুলেশন আকারে প্রস্তুত করতে হবে ও রিপোর্ট করতে হবে। কোনো সন্দেহজনক উপাদান, মারাত্মক পরিবেশগত ক্ষতি পরিলক্ষিত হলে, বা পানির গুণগত মানের হ্রাস একটি নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে গেলে পৌছালে তাৎক্ষণিকভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

সারণি ৫: ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় করণীয়

বিষয়	নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ রিপোর্টিং
জিডব্লিউ ১: ভূগর্ভস্থ পানির পরিবেশে বড় ধরনের দূষণকারী উপাদান, হাইড্রোকার্বন, ধাতু, এবং অন্যান্য রাসায়নিক দূষণকারী পদার্থ বৃদ্ধি	জিডব্লিউ ১.১: যেসকল স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির উপরে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে ভূগর্ভস্থ পানির মানের পরিবর্তন নির্ণয় সহ নিয়মিতভাবে পানির মান পরিবীক্ষণ ।	নির্মাণকালীন ও পরিচালনা পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	সাপ্তাহিক এবং প্রয়োজন অনুসারে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট রিপোর্ট করতে হবে
	জিডব্লিউ ১.২: মৎস্য চাষের পুকুর হতে চুয়ানীর মাধ্যমে দূষিত ভূপৃষ্ঠস্থ পানির এ্যাকুফারে প্রবেশ রোধ- প্রয়োজন হলে কাঁদা দিয়ে পুকুরে লাইনিং দেয়া।	সকল পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী	সাপ্তাহিক
	জিডব্লিউ ১.১ জ্বালানী, তেল, রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য বিপদজনক পদার্থ সংরক্ষণের স্থান সঠিকভাবে আবদ্ধ করে রাখা এবং এসকল দ্রব্য এমন ভিত্তির উপরে রাখা যার মধ্য নিয়ে এসকল পদার্থ নির্গত হতে পারবে না। এগুলির চারিদেক সীমানা দিয়ে রাখতে হবে যাতে কোনো উপচে পড়া পদার্থ ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এছাড়া, রিফুয়েলিং এর কাজ পানি ব্যবস্থা হতে দূরে করতে হবে।	পুরো নির্মাণকালীন ও পরিচালনা পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী	সাপ্তাহিক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট রিপোর্ট করতে হবে
	জিডব্লিউ ১.৩: সম্ভাব্য ফুয়েল, তেল ও কেমিক্যাল লিকেজ চিহ্নিত করতে সকল যানবাহন, উপকরণাদি ও দ্রব্য সামগ্রী মজুদের স্থান দৈনিক চেক করা। রিফুয়েলিং এর জন্য নির্ধারিত স্থান পানি ব্যবস্থা হতে দূরে স্থাপন।	সকল পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী	দৈনিক, এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে
	জিডব্লিউ ১.৪: উদ্ভিদনাশক, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং কেবল বায়োডিগ্রেডেবল হার্বিসাইড ব্যবহার করা যা পানির মান ও পশুপাখির উপরে ন্যুনতম প্রভাব ফেলবে। কেবল নির্দেশনা অনুসরণ করে ব্যবহার করা।	সকল পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী	সাপ্তাহিক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট রিপোর্ট করতে হবে

৬.৫ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি

৬.৫.১ পটভূমি

১৬৪. াংলাদেশের মোট পানিসম্পদের আনুমানিক ১,২১১ বিলিয়ন ঘনমিটার যার মধ্যে ১,১৮৯.৫ বিলিয়ন ঘনমিটার ভূপৃষ্ঠস্থ পানি। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জেলা দুটিতে পশুর, মাইদারা-ওচামতি এবং খলপেটুয়া নদী ব্যবস্থা সহ বেশ কয়েকটি বড় নদী রয়েছে।

১৬৫. বাংলাদেশের উপকূলের জোয়ারের উৎপত্তি ভারত মহাসাগরে। জোয়ার বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' ও 'বার্মা ট্রেন্স' নামের সমুদ্রতলের খাত দিয়ে। বাংলাদেশের সকল উপকূলে জোয়ার আসে দিনে দুইবার। ওসিলেশন পিরিয়ড ১২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট বা ১২ ঘণ্টা।

১৬৬. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তিনটি জোয়ার অঞ্চল রয়েছে। এগুলি হলো: ক) পশ্চিম অঞ্চল যা মালঞ্চ ও রায়মঙ্গল নদী ব্যবসস্থা নিয়ে গঠিত; খ) কেন্দ্রীয় অঞ্চল যা পশুর ও শিবশা নদী ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত; এবং গ) পূর্ব অঞ্চল যা মেঘনা মোহনাতে অবস্থিত। প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এবং এখানে রয়েছে পশুর, শিবশা, মালঞ্চ, এবং রায়মঙ্গল নদীর মোহনা যা অসংখ্য খাঁড়ি দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত এবং এই মোহনাগুলিতে নিয়মিতভাবে জোয়ারের ফলে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে এবং মিঠা পানির প্রবাহ ঘটে থাকে । জোয়ারের সময়ের ব্যবধানের ফলে এক মোহনা থেকে অন্য মোহনাতে পানির প্রকৃত প্রবাহ সৃষ্টি হয়.

১৬৭. পশ্চিম অংশটি এমনকি বর্ষা মৌসুমেও লবণাক্ত থাকে, কিন্তু কেন্দ্রীয় অংশে (পশুর-শিবশা নদী) বর্ষা মৌসুমে মিঠা পানির প্রবাহ থাকে এবং বছরের অন্য সময়গুলিতে লবণাক্ত পানি থাকে। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় উচু ভূমি হতে বয়ে আসা নদীর পানি প্রবাহের মাধ্যমে। আর্দ্র মৌসুমে লবণাক্ত পানির ব্যাপ্তী সমুদ্রের দিকে নেমে যায় এবং শুষ্ক মৌসুমে উপরের দিকে উঠে যায়।

১৬৮. প্রকল্প এলাকার নদী ব্যবস্থায় নিয়মিত জোয়ার ও ভাটা উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। জোয়ারের সময় জোয়ারের পানির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং দিনে দুইবার স্থলভাগ প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় তা খাঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ভরা কটালে জোয়ারের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং মরা কটালে তা হ্রাস পায়।

১৬৯. প্রকল্প এলাকাতে প্রধানত মৌসুমী চিংড়ি চাষ করা হয় ও কৃষি কাজ করা হয় এবং এই দুই ধরনের চাষই ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত মানের উপরে প্রভাব ফেলে। চিংড়ির খামারে জোয়ারের খাঁড়ির মাধ্যমে নদীর পানি প্রবেশ করানো হয় এবং এটি নিয়ন্ত্রিত হয় স্থানীয়ভাবে তৈরি এক ধরনের কাঠের তৈরি কাঠামো দ্বারা।

১৭০. উভয় জেলাতে পানির গুণগত মান লবণাক্ততা এবং ভূমি খননের ফলে নির্গত এ্যাসিড সালফেট দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত।

১৭১. এই দুটি জেলাতে যেখানে বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংক স্থাপন করা হবে সেখানে বর্তমানে পানীয় জলের জন্য মানুষ নানা প্রতার উৎসের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে রয়েছে পুকুরে বালু ফিল্টার যা দূষণ ও লবণাক্ততা দ্বারা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ছোট বৃষ্টি পানির ধারণ ট্যাংক (>২,০০০ লিটার) ও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন।

৬.৫.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

১৭২. প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. উপকূলীয় ও মোহনা অঞ্চলের পরিবেশে পানির গুণগত মানের কোনো ক্ষতিসাধর করা যাবে না;

খ. অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অফসাইট প্রভাব যেন না পাড়ে;

গ. পানির গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং/অথবা সরকারের অন্য কোনো বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অনুমোদন শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে এবং এরূপ শর্তাবলীর অনুপস্থিতিতে 'কোনো অবনয়ন নয়' পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে; এবং

ঘ. সুনির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক ইডিএসসিপি'র কার্যকর বাস্তবায়ন।

৬.৫.৩ পরিবীক্ষণ

১৭৩. এই প্রকল্পে জন্য একটি আলাদা আদর্শ পানির মান পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটি এই প্রকল্পের জীবিকায়ন কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূপৃষ্ঠস্থ পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (কাঁকড়ার হ্যাচারির বর্জ্য পানি, কাঁকড়াও নার্সারী ও খামার এবং অ্যাকুয়াজিওপনিক্স ও হাইড্রোপনিক্স এর জন্য ব্যবহৃত পানি)।

১৭৪. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (ও এ্যান্ড এম) পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পানি সরবরাহ কর্মকাণ্ডের জন্য একটি আলাদা পানির মান পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে (বৃষ্টির পানি ধারণ ট্যাংকে ধারণকৃত পানি ও পুকুরের পানি পরিষ্কার করার ছাঁকুনি প্রযুক্তির মাধ্যমে ফিল্টারকৃত পানি সহ)।

১৭৫. কর্মসূচিটি চালু হবার দিন থেকে অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে। সাইট সুপারভাইজারকে দৈনিক সাইট পরিদর্শন চেকলিস্টের অংশ হিসেবে তাদের কর্মকাণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে দৈনিক হাইড্রোকার্বন ঘোলাত্ব পরিদর্শণ করতে হবে

১৭৬. সারণি ৬ পানির গুণগত মান রক্ষার্থে করণীয় বিষয়সমূহ এ প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণের বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

৬.৫.৪ রিপোর্টিং

১৭৭. পানির মান পরিবীক্ষণের সকল ফলাফল এবং/অথবা ঘটনা ইএসএমএফ এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্যাবুলেশন আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে। পরিবেশের মারত্মক ক্ষতিসাধকারী কোনো সন্দেহজনক ঘটনা বা দ্রব্য পরিলক্ষিত হলে, অথবা পানির মানের সাথে সম্পর্কিত একটি নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে যেতে পারে বলে সন্দেহজনক মনে হলো বিষয়টি সাথে সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

সারণি ৬ পানির গুণগত মান রক্ষার্থে করণীয় বিষয়সমূহ

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
ডব্লিউ ১: মিঠাপানির মোহনাতে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশে সাসপেন্ডেড সলিড ও অন্যান্য দূষণকারী পদার্থের উপস্থিতি	ডব্লিউ ১.১: প্রকল্পের সকল পর্যায়েরর নির্মাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ, পলি প্রবাহ ও ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, মাটির মতো বিভিন্ন উপাদানের স্টকপাইলিং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পা (EDSCP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সকল কর্মকাণ্ডের নশকা কার্যকরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে ইডিএসসিপিতে নির্ধারিত করণীয়সমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতে হবে।	মাটির কাজের পূর্বে	মাঠ কর্মকর্তা	প্রাথমিক সেট আপ এবং পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট রিপোর্টিং এর প্রয়োজন অনুসারে
	ডব্লিউ ১.২: ফুয়েল, তেল, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য এবং অন্যান্য বিপদজনক তরল পদার্থ মজুদ রাখার নির্ধারিত স্থানে এগুলি অভেদ্য ভিত্তির উপরে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ মাটিতে শোষিত হতে না পারে এবং এগুলি উপছে ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে নির্ধারিত স্থানের চারিদিকে সীমানা দিয়ে আবদ্ধ রাখতে হবে। রিফুয়েলিং এর কাজ করতে হবে পানির উৎস হতে নিরাপদ দূরত্বে।	পুরো নির্মাণকাল এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট সাপ্তাহিক রিপোর্টিং
	ডব্লিউ ১.৩: যেসকল স্থানে পানির মান ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে নিয়মিত ভূপৃষ্ঠস্থ পানির মান পরিবীক্ষণ করতে হবে।	পুরো নির্মাণকাল এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	সাপ্তাহিক এবং পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট রিপোর্টিং এর প্রয়োজন অনুসারে
	ডব্লিউ ১.৪: কর্মকাণ্ড বিভিন্ন পর্যায় ভাগ করে সময়মূচি প্রস্তুত করতে হবে যাতে কর্মকাণ্ড শেষ হবার পরে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে যথাসম্ভব ক্রমান্বয়ে গাছপালা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়।	বর্ষাকালে বড় ধরনের মাটির কাজ এড়িয়ে যাওয়া	মাঠ কর্মকর্তা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ
	ডব্লিউ ১.৫: পানির নিকটবর্তী কোনো স্থানে নির্মাণ সামগ্রী মজুদ করা হবে না যাতে কোনোভাবে কোনো পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। প্রতিদিন কাজের শেষে বা যদি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নির্মাণ সামগ্রী প্যানির নিকটবর্তী স্থান হতে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে।	পুরো নির্মাণকাল এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক রেকর্ড সংরক্ষণ
ডব্লিউ ২: পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতির করাণে পানির ইউট্রোফিকেশন	ডব্লিউ ২.১: ইডিএসসিপিতে প্রদত্ত রূপরেখা অনুসরণ করে পলি নিয়ন্ত্রণ বেসিন, পাথর নিয়ন্ত্রণ ও পলি নিয়ন্ত্রণ বেড়া স্থাপনের মাধ্যমে উপকূল/মোহানার পরিবেশে কর্দম ও সুক্ষ বালু ছড়িয়ে পড়ার যথাযথ পদ্ধতিতে হ্রাস করতে হবে।	পুরো নির্মাণকাল	সকল কর্মকর্তা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট সাপ্তাহিক রিপোর্টিং

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
ডব্লিউ ২: পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতির করাণে পানির ইউট্রোফিকেশন	ডব্লিউ ২.২: সারের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে সার ব্যবহার ব্যবস্থাপনা (এবং কেবল জৈব সার ব্যবহার করা)	কর্মকাণ্ড পরিচালনা সময়	সাইট সুপারভাইজার	রেকর্ড সংরক্ষণ
	ডব্লিউ ২.৩: মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ডে মাছ কাঁকড়ার যেন মাছ ও কাঁকড়ার খাবার অতিরিক্ত প্রয়োগ কার না হয় তা নিশ্চিত তরতে খাবার প্রয়োগের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা হবে।	কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা	দৈনিক রেকর্ড সংরক্ষণ
	ডব্লিউ ২.৪: স্থানীয় জলজ উদ্ভিদের সাহায্যে বায়োরেমিডিয়েশনের মাধ্যমে পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় পুষ্টি পদার্থের উপস্থিতি ব্যবস্থাপনা করা হবে।	কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক সেট আপ এবং পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট রিপোর্টিং এর প্রয়োজন অনুসারে
ডব্লিউ ৩: উপকূলীয় পরিবেশে বড় ধরনের দূষনকারী পদার্থ, হাইড্রোকার্বন, ধাতু, ও অন্যান্যা রাসায়নিক দূষণকারী পদার্থের উপস্থিতি বৃদ্ধি	ডব্লিউ ৩.১: নির্মাণ কাজে পানি সরবরাহের জন্য সাইট হতে বর্জ্য যে পানি নির্মাণ কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত তা পুনর্ব্যবহার করতে হবে।	পুরো নির্মাণকাল	সকল কর্মকর্তা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট সাপ্তাহিক রিপোর্টিং
	ডব্লিউ ৩.২: সম্ভাব্য ফুয়েল, তেল ও কেমিক্যাল লিকেজ এড়াতে প্রতিদিন সকল যানবাহন, উপকরণ ও দ্রব্য সামগ্রী মজুদ রাখার স্থান চেক করা।	পুরো নির্মাণকাল	সকল কর্মকর্তা	দৈনিক রেকর্ড সংরক্ষণ
	ডব্লিউ ৩.৩: সকল আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ একটি উপযুক্ত উপকরণাদি ব্যবহার করে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে যাতে সেগুলি উপকূলীয়/মোহনার পরিবেশে প্রবেশ করতে না পারে। সকল শোষণযোগ্য পদার্থ যেন দূষণ নিয়ন্ত্রকারী ব্যাগে রাখা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	পুরো নির্মাণকাল	সকল কর্মকর্তা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট সাপ্তাহিক রিপোর্টিং
	ডব্লিউ ৩.৪: উদ্ভিদনাশকের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে এবং কেবল পানির মান ও পশুপাখির উপরে সর্বনিম্ন প্রভাব ফেলে এমন বায়োডিগ্রেডেবল উদ্ভিদনাশকের ব্যবহার করতে হবে।	নির্মাণ কাজের আগে ও পরে	সকল কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ
	ডব্লিউ ৩.৫: প্রকল্পের সকল বৃক্ষরোপণ অংশে (অ্যাকুয়াজিওপনিক্স, হাইড্রোপনিক্স, তিল চাষ ও বাসতভিটায় বাগান) কীটনাশকের ব্যবহার নিশিদ্ধ করতে হবে।	কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়ে	সকল কর্মকর্তা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র নিকট সাপ্তাহিক রিপোর্টিং
ডব্লিউ ৪: প্রকল্প থেকে বন্যার প্রভাব	ডব্লিউ ৪.১: যেসকল ক্ষেত্রে উপকূলীয়/মোহনার পরিবেশের উপরে বিরূপ প্রভাব অন্য কোনোভাবে রোধ করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব পানির প্রবাহ হ্রাস করতে ডিটেনশন পন্ড নির্মাণ করা।	সম্পূর্ণ প্রকল্পের পুরো নির্মাণকাল	সকল কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ

৬.৬ বায়ুর মান

৬.৬.১ পটভূমি

১৭৮. প্রকল্প এলাকা সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার গ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবারে। প্রকল্প এলাকারে আশেপাশে বায়ু দূষণের মূল উৎসের মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট শিল্প, রাস্তার ধূলা, যানবাহন হতে নির্গত ধোঁয়া, কৃষি জমি ও উন্মুক্ত মাটি হতে বাতাসে উড়ে আসা ধূলা, এবং গৃহস্থালী রান্নার কাজে সৃষ্ট ধোঁয়া।

১৭৯. খুলনায় প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী স্থানে সুন্দরবন হতে ১৪ কিমি দূরে (বাগেরহাট জেলায়) প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এর আশেপাশের এলাকার বাতাসের মানের উপরে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৩৭]

১৮০. প্রস্তাবিত প্রকল্প কর্মকাণ্ডের ফলে কোনো উচ্চ মাত্রায় দূষনকারী নির্গমন হাবার সম্ভাবনা নেই, কাজেই এগুলি থেকে বায়ুর মানের উপরে খুবই সামান্য প্রভাব পড়বে। তবে, কিছু কিছু প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো কোনো কর্মকাণ্ড হতে গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে (খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মৎস্যচাষ কর্মকাণ্ড হতে)।

১৮১. সকল নির্মাণ কাজে শব্দ দুষণ হতে পারে।

১৮২. নির্মাণকাজে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদরদেরকে বায়ুর মানের উপরে ক্ষতিকর প্রভাব ও হ্রাসকরণ পদ্ধতিসমূহের সাথে পরিচিত হতে হবে এবং বাংলাদেশের আইনে নির্দেশিত বিকল্প নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

৬.৬.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

১৮৩. এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. ছড়িয়ে পড়া ধূলা/ক্ষুদ্রকণার মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করা যাবে না;

খ. নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে সৃষ্ট বায়ুর গুণগত মানের উপরে প্রভাব হ্রাসকরণে সহায়তা করতে সব সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

গ. কোনো অভিযোগ/ ক্ষোভের প্রতি সাড়াদান করতে সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

৬.৬.৩ পরিবীক্ষণ

১৮৪. এই প্রকল্পের জন্য একটি আদর্শ বায়ুর মান পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে (সারণি ১০)। এই কর্মসূচিটি চালু করার দিন হতে অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে। গুরুত্বপূর্ণভাবে:

ক. ধূলা প্রশমনের উদ্যোগসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দৈনিক পর্যক্ষেণ করবেন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি সাইট পরিদর্শনের সময় পর্যক্ষেণ করবে; এবং

খ. যানবাহন ও যন্ত্রপাতি হতে ধোঁয়া নির্গমন - মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হলে প্রত্যক্ষভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে।

৬.৬.৪ রিপোর্টিং

১৮৫. বায়ুর মান পরিবীক্ষণের সকল ফলাফল এবং/অথবা ঘটনা ইএসএমএফ এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্যাবুলেশন আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে। পরিবেশের মারত্মক ক্ষতিসাধকারী কোনো সন্দেহজনক ঘটনা বা দ্রব্য পরিলক্ষিত হলে, অথবা বায়ুর মানের সাথে সম্পর্কিত একটি নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে যেতে পারে বলে সন্দেহজনক মনে হলো বিষয়টি সাথে সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

[37] UNESCO, 2016

সারণি ৭ বায়ুর গুণগত মান ব্যবস্থাপনার মাপকাঠি

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এ১: সংবেদনশীল রিসেপ্টরে ধূলার মাত্রা বৃদ্ধি	এ১.১: নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় কার্যকর ধূলা নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্মাণ কাজের পূর্বে ও নির্মাণ কাজের সময়	সকল কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.২: সড়ক ও প্রবেশ পথে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৩: ধূলা/সুক্ষ কণা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে কোনো সংবেদনশীল স্থানে নির্গত ধূলা বা সুক্ষ কণা পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৪:নির্মাণ কর্মকাণ্ডে জলবায়ুর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি প্রশমন করতে হবে (পূর্বাভাস চেক করতে হবে)।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৫: প্রধান গাছপালা ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন করতে ও মাটির কাজ সীমিত রাখতে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড একটি সময়সূচি/বিভিন্ন ধাপে বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৬: নির্মাণ সামগ্রী সংবেদনশীল রিসেপ্টর থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হবে বা মজুদ করতে হবে, এবং সম্ভব হলে এগুলি ঢেকে রাখাত হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৭: ধূলা ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পানির উৎস ব্যবহারের বিধিনিষেধসমূহ অনুসরণ করে উপযুক্ত মানের পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৮: উদ্ভিদের প্রজাতির রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্ভিদের প্রতিস্থাপন সূচি প্রণয়ন করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ১.৯: বর্জ্য রাখার পাত্রগুলি ঢেকে রাখতে হবে এবং সংবেদনশীল এলাকা থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এ২. যানবাহন/মেশিন হতে ধোঁয়া নির্গমন বৃদ্ধি	এ২.১: যানবাহন/মেশিন যখন ব্যবহৃত হচ্ছে না তখন সেগুলি বন্ধ রাখা নিশ্চিত করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ২.২: কেবল কাজে ব্যবহৃত হবে এমন মেশিনগুলিই যেন প্রকল্পের সাইটে চালানো হয় তকা নিশ্চিত করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ২.৩: নির্মানকাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহন, প্ল্যান্ট, ও মেশিনারী যেন নির্ধারিত মানদণ্ড ও শর্তাবলী অনুসরণ করে চালানো হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ২.৪: সকল সাইটের সকল কর্মীদের জন্য একটি ইনডাকশন প্রোগ্রাম প্রণয়ন করতে হবে যাতে সাইট সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় ন্যূনতম শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	নির্মাণ কাজের পূর্বে ও নির্মাণ কাজের সময়	ঠিকাদার	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ২.৫: নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহন/প্ল্যান্ট/উপকরণাদি যথাসম্ভব সংবেদনশীল স্থান হতে দূরে রাখতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এ২.৬: চলাচল করে এমন প্ল্যান্ট হতে সরাসরি নির্গত ধোঁয়া মাটি থেকে দূরে নির্গমনের ব্যবস্থা করতে হবে।	নির্মাণ কাজের সময়	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ

৬.৭ শব্দদূষণ ও কম্পন

৬.৭.১ পটভূমি

১৮৬. সকল নির্মাণ কাজ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে পরিবেশ শব্দদূষণ হতে পারে এবং কম্পন সৃষ্টি করে এমন যন্ত্রপাতি (যেমন রোলার, গ্রেডার ইত্যাদি) ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট যানবাহন ব্যবহারের ফলে নিকটবর্তী বসতবাড়িতে ও বন্য প্রাণীর আবাসস্থলে কম্পন জনিত বিঘ্ন সৃস্টি হতে পারে। তবে এই পকল্পের কোনো কর্মকাণ্ডে বিস্ফোরণ সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না।

১৮৭. মেশিনারী ও শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহবার যদি যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হয় তাহলে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও অধিবাসীদের জীবনযত্রার উপরে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

১৮৮. নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদেরকে বাংলাদেশের নির্মাণ সংশ্লিষ্ট আইন কানুনের নির্দেশনা অনুসরণ করে শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও বিকল্প নির্মাণ পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে হবে। তবে বাংলাদেশে এমন কোনো বিশেষ আইন যদি না থাকে সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড এএস২৪৩৬-১৯৮১, *নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপনা ধ্বংস সাইটের শব্দ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনা* (Australian Standard AS2436 – 1981, *Guide to Noise Control on Construction, Maintenance and Demolition Sites)* অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৮৯. প্রকল্প তত্ত্বাবধানে পরামর্শ প্রদান ও শব্দ নিয়ন্ত্রণে দিকনির্দেশনা প্রদানে নির্মাণকাজে সাধারণত যে ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সেগুলির শক্তির মাত্রা, শব্দ উৎপাদনের মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রদান করতে হবে। নির্মানকাজের সময় সম্ভাব্য যেসব যন্ত্রপাতির থেকে শব্দ সৃষ্টি হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে:

ক. বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য খননের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি;

খ. পাম্প;

গ. পাওয়ার টুলস ও কম্প্রেসার; এবং

ঘ. মালামাল সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত যানবাহন।

৬.৭.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

১৯০. এই প্রকল্পে নির্মাণহাজের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা জনিত শব্দ শব্দের প্রতি সংবেদনশীল কোনো স্থানের পরিবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না;

খ. নির্মাণকাজের ফলে সৃষ্ট শব্দ প্রশমনে সব সময় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ. নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা জনিত কম্পনের ফলে সাইট থেকে দূরে কোনো সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা যাবে না;

ঘ. কোনো অভিযোগ/ক্ষোভের প্রতি সাড়াদান করতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.৭.৩ পরিবীক্ষণ

১৯১. এই প্রকল্পের জন্য একটি আদর্শ শব্দ পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে (সারণি ১১)। এই কর্মসূচিটি চালু করার দিন হতে অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে। সাইট সুপারভাইজার গুরুত্ব সহকারে:

ক. যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী যেন নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং যথাযথভাবে চালানো হয় তা নিশ্চিত করবেন;

খ. সম্ভাব্য শব্দ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড 'দিনের বেলায়' পরিচালনা নিশ্চিত করবেন।

৬.৭.৪ রিপোর্টিং

১৯২. শব্দ পরিবীক্ষণের সকল ফলাফল এবং/অথবা ঘটনা ইএসএমএফ এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্যাবুলেশন আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে। পরিবেশের মারত্মক ক্ষতিসাধকারী কোনো সন্দেহজনক ঘটনা বা দ্রব্য পরিলক্ষিত হলে, অথবা শব্দ উৎপাদনের একটি নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করে যেতে পারে বলে সন্দেহজনক মনে হলো বিষয়টি সাথে সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

সারণি ৮: শব্দ ও কম্পন ব্যবস্থাপনার মাপকাঠি

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এন১: অতিরিক্ত মাত্রায় শব্দ সৃষ্টি	এন ১.১: নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় যাতে শব্দ সৃষ্টি প্রশমন করা যা তা নিশ্চিত করতে সকল পাম্পিং যন্ত্রপাতি সহ উপযুক্ত প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন করতে হবে এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট নকশা প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হবে।	সকল পর্যায়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন১.২: সাইটের প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির জন্য উপযুক্ত সাইলেন্সার ও মাফলারের মতো সুনির্দিষ্ট শব্দ হ্রাসকরণ ডিভাইস স্থাপন করতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণ পর্যায়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন১.৩: যদি সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৫:৩০ টা পযন্ত্র নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে কোনো শব্দ সৃষ্টি কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রয়োজন পড়ে, শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হবে এবং শব্দ সৃষ্টি সীমিত রাখতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	সকল কর্মী	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন১.৪: যদি দিনের বেলার (অর্থাৎ সকাল ৭টা হতে বিকাল ৫:৩০টা) বাইরে নির্মাণকাজ, বিশেষ করে শব্দ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড, পরিচালনা করতে হয় তাহলে নিকটবর্তী অধিবাসীদের সাথে অগ্রীম আলোচনা করতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	সকল কর্মী	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন১.৫: বিকল্প নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ সাইটে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি অন্যান্য বিকল্প যন্ত্রপাতি দ্বরা প্রতিস্থাপন করতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	সকল কর্মী	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন ১.৬: যেক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট অধিবাসীদের উপরে শব্দের বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষত্রে কোনো কঠিন পদার্থের ভাণ্ডারের সামনে অস্থায়ী নির্মাণ প্রতিবন্ধক স্থাপন করতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	দৈনিক ও রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন১.৭: সকল অভিযোগ ও নিয়মকানুন অনুসরণে ব্যত্যয়ের ঘটনা সাইটের ঝটনা রিপোর্টিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে রিপোর্ট করতে হবে এবং রেজিস্টারে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন১.৮: প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকালে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি প্রশমনে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ঠিকাদারকে কর্মী ও অপারেটারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণ পর্যায়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড সংরক্ষণ

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এন২: নির্মাণকাজ জনিত কম্পন	এন২.১: প্রকল্পের নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে সৃষ্ট কম্পনের প্রভাবের প্রতি সংবেদনশীল এমন সম্পত্তি, স্থাপনা ও আবাসস্থল চিহ্নিত করতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণ পর্যায়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন২.২: প্রকল্পের নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা জনিত শব্দ ও কম্পনের প্রভাব প্রশমনের অস্থায়ী ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নকশা প্রণয়ন করতে হবে ও এবং বিষয়টি প্রতি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে ও নির্মাণ পর্যায়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন২.৩: সকল অভিযোগ ও কম্পন সম্পর্কিত নিয়মকানুন অনুসরণে ব্যত্যয়ের ঘটনা সাইটের ঘটনা রিপোর্টিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে রিপোর্ট করতে হবে এবং রেজিস্টারে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এন২.৪: নির্মাণকালে ভূগর্ভস্থ সেবা স্থাপনাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং নির্মাণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা জনিত কম্পনের প্রভাব হতে সেগুলিকে রক্ষা করতে আদর্শ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্মাণ পর্যায়ে	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড সংরক্ষণ

৬.৮ ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

৬.৮.১ প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং মাটির প্রকৃতি

১৯৩. বাংলাদেশের ভূমির প্রায় ৮০% সমতল যার উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য ও নদী সেগুলির শাখা-প্রশাখা। ব-দ্বীপ আকৃতির উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ একটি জটিল নদী ব্যবস্থা ও জোয়ারের খাল দ্বারা সংযুক্ত যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চল অনেকগুলি এলাকাতে বিভক্ত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কিছু উঁচুতে অবস্থিত, তবে উচ্চ জোয়ারের সময় এগুলি প্লাবিত হয়। সমতলের উচ্চতা কোথাও সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে আবার কোথোও সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু। তবে অনেক এলাকাতেই ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৩ মিটারের বেশি উঁচু নয়।

১৯৪. খুলনা জেলাতে ভূমি ব্যতিক্রমধর্মীভাবে সমতল এবং এখানে অনেকগুলি নিম্নভূমি অবস্থিত যেগুলিকে বলা হয় "বিল"। এই জেলার স্থলভাগকে সমুদ্র হতে আলাদা করেছে কর্দমাক্ত ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন) যা এই জেলার দক্ষিণ অংশ বরাবর ১৫ থেকে ২৫ কিমি প্রস্থ বিশিষ্ট একটি সুরক্ষিত বেষ্টনী নির্মাণ করেছে। ভূমি সমতল হবার কারণে এখানে উপকূলীয় প্লাবন সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে ভূমিক্ষয় সংঘটিত হয়।

১৯৫. দূর্বল ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে ভূমিক্ষয় ও তার পরিণতিতে মাটি, আবাসস্থল ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই প্রকল্পে যেসকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে তার ফলে ভূমিক্ষয় হতে পারে এবং এতে নিষ্কাশন ব্যবস্থার ধরনে ও তৎপরবর্তী পলি প্রবাহে পরিবর্তন হতে পারে।

১৯৬. প্রতিটি পরিস্থিতিতে সঠিক নিয়ন্ত্রণকৌশল নির্ধারণ করার জন্য নিষ্কাশন, ভূমিক্ষয় ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাঝে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

ক. ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতে বৃষ্টির ফোটা হতে সৃষ্ট ভূমিক্ষয় (নিচের ছবি দ্রষ্টব্য) এবং শীট প্রবাহ (কোনো ঢালু স্থানে উপর থেকে নিচের দিকে অপেক্ষকৃত মসৃন মাটি বা পাথরের উপর দিয়ে পাতলা ফিল্ম আকারে পানির অগভীর পানির প্রবাহ) দ্বারা সৃষ্ট ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

খ. নিষ্কাশন নিয়ন্ত্র ব্যবস্থাতে সাইটের মধ্য দিয়ে "পরিষ্কার" ও "ময়লা" পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঘনিভূত পানির প্রবাহের ফলে সৃষ্ট ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস করা হয়।

গ. পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতে ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহমান পলি বা প্রবাহমান পানির সাথে চলমান পলি (suspended sediment) বা তলানি কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আটকে রাখা হয়।

১৯৭. ভূমিক্ষয় নির্ভর করে অনেকগুলি প্যারামিটারের উপরে যেমন মাটির ধরন, ঢালুত্ব, উদ্ভিদের উপস্থিতি, ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, এবং সবশেষে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা। মাটির উপর থেকে উদ্ভিদ দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক আবরণ অপসারণের ফলে এবং নানা ধরনের নির্মাণকাজের ফলে ভূমির স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে ও ভূমিক্ষয় সংঘটিত হতে পারে। এর ফলে মাটির উর্বরতা বিনষ্ট হতে পারে এবং ঢালু স্থানের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। প্রকল্পের জন্য ভূমি প্রস্তুত করার ফলে প্রানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা প্রাকৃতিক প্রবাহ পথ পরিবর্তিত হতে পারে যা ঐ এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্যাটার্ন পাল্টে দিতে পারে। উদ্ভিদ অপসারণ সীমিত রাখা ও বিদ্যমান চিংড়ির ঘের সহ মৎস্যচাষের জন্য সাইট নির্দিষ্টকরণের মতো কার্যকর ও দক্ষ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শুধু ভূমিক্ষয় হ্রাস করাই সম্ভব নয়, বরং এর ফলে বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব।

১৯৮. যেহেতু প্রকল্প এলাকাতে কোনো জিওটেকনিক্যাল জরিপ করা হয়নি, লেখন অনুমান করছেন যে সাধারণত ম্যানগ্রোভ এলাকাতে যেমনটি দেখা যায় তেমন সেখানে এ্যাসিড সালফেট সয়েল (ASS) থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বা সেখানে সম্ভাব্য এ্যাসিড সালফেট সয়েল (PASS) সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের নিম্নভূমিতে, যেখানে এই প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, এ্যাসিড সালফেট সয়েল এর মজুদ সাধারণত পাঁচ মিটার এ্যাসিড সালফেট লেয়ারের চেয়ে কম থাকে। ম্যানগ্রোভ এলাকা, লবণাক্ত জলাভূমি, প্লাবন সমভূমি, কর্দমাক্ত ভূমি, আর্দ্র ভূমি, মোহনা ও লোনা পানির জোয়ারের হ্রদ হচ্ছে এএএসএস মজুদ হবার জন্য আদর্শ এলাকা। কাজেই প্রকল্প এলাকাতে এএসএস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

৬.৮.২ এ্যাসিড সালফেট সয়েল

১৯৯. এ্যাসিড সালফেট সয়েল (ASS) সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫ মিটারের কম উচ্চতাতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের নিম্নভূমিতে, যেখানে এই প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, এ্যাসিড সালফেট সয়েল এর মজুদ সাধারণত পাঁচ মিটার এ্যাসিড সালফেট লেয়ারের চেয়ে কম থাকে। ম্যানগ্রোভ এলাকা, লবণাক্ত জলাভূমি, প্লাবন সমভূমি, কর্দমাক্ত ভূমি, আর্দ্র ভূমি, মোহনা ও লোনা পানির জোয়ারের হ্রদ হচ্ছে এএএসএস মজুদ হবার জন্য আদর্শ এলাকা। যে কোনো পলি প্রবাহের ফলেও এএসএস উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

২০০. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৭১,০০০ হেক্টর এএসএস সমস্যাযুক্ত জমি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলিকে এএসএস (ASS), সম্ভাব্য এএসএস (PASS) ও ভূগর্ভস্থ এএসএস (BASS) এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই ভূমিগুলিকে নিম্নমানের থেকে নিম্নমানের নিষ্কাশনের শিকার হিসেবে বর্ণনা করা যায় এবং এগুলি গাঢ় ধূসর থেকে ধূসর বর্ণের। ভূমির গঠন পাললিক কর্দম থেকে কর্দম এবং পিএইচ মান ৪ এর নিচে। পিএএসএস এ কোনো জেরোসাইট খনিজ নেই, এবং এএসএস ও বিএএসএস এ বিভিন্ন গভীরতায় জেরোসাইট খনিজ আছে। বাংলাদেশে বর্তমানে বেশিরভাগ এএসএস হলো পতিত জমি, তবে কোনো এলাকাতে কিছু কিছু জমি একফসলী বা দোফসলী। ভূমির প্রকৃতি, বন্যার প্রবণতা, সেচের সুবিধা, নিষ্কাশন সুবিধা, লবণাক্ততা ও মাটির অম্লত্বের উপর ভিত্তি করে এসব এলাকাতে পর্যায়ক্রমে ধান, চিংড়ি ও লবণ চাষ হয়। ধান ও চিংড়ির উৎপাদন সাধারণত কম হয়ে থাকে যা হেক্টর প্রতি ০.৫ থেকে ০.৭৫ থেকে ১.০ টনের মতো।

২০১. প্রকল্প এলাকা যেহেতু উপকূলের কাছে অবস্থিত সেহেতু এখানে কোনো খনন কাজের সময় এসএস ও পিএএসএস ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশমনমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাটির ঠিক উপরিভাগে সমবসময় এএসএস নাও থাকতে পারে কারণ এএসএস অনেকসময় সম্প্রতি জমা হওয়া পানি বাহিত পাললিক ও বায়ু বাহিত মাটির স্তরের নিচে থাকে। এই ধরনের মাটিতে সাধারণত আয়ন সালফাইড জাতীয় খনিজ পদার্থ (মূলত মিনারেল পাইরাইট আকারে) অথবা অক্সিডেশন প্রোডাক্ট থাকে। পানির স্তরের নিচে এএসএস এ যদি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা হয় তাহলে তা কোনো প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে না। তবে, যদি মাটি নিষ্কাশনের সাথে চলাচল করে, খনন করা হয়, বা পানির স্তর নিচে নেমে যাবার ফলে বাতাসের সংস্পর্শে আসে তাহলে তা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এবং সালফিউরিক এ্যাসিড গঠন করে। মাটি থেকে সালফিউরিক এ্যাসিড অবমুক্ত হলে এর ফলে পরবর্তীতে মাটিতে আয়ন, এ্যালুমিনিয়াম, ও অন্যান্য ভারি ধাতু

(বিশেষ করে আর্সেনিক) অবমুক্ত করে। এসবস এ্যাসিড ও ধাতু একবার চলাচল শুরু করলে পরিবেশের উপরে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে যেমন বিভিন্ন উদ্ভিদ মারা যেতে পারে, ভূর্গভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিতে চুইয়ে চুইয়ে প্রবেশ করার ফলে পানিতে অম্লত্ব সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে, এবং কংক্রিট ও ইস্পাতের তৈরি বিভিন্ন কাঠামো দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।

২০২. যেকোনো খনন কাজের পূর্বে পানির সাথে প্রবাহিত তলানি বা পলিতে এএসএস বা পিএএসএসএর উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। Ahern *et al* (2014) এ বর্ণিত কুইন্সল্যান্ড এ্যাসিড সালফেট ইনভেস্টিগেশন টিম প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে এবং ল্যাবরেটরি বিশ্লেষণ হতে হবে Ahern *et al* (2004) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্লেষণের ফলাফল যদি পজিটিভ হয় তাহলে চুন প্রয়োগ করার (লাইমিং) মতো বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সেডিমেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ঠিকাদরকে প্রভাব প্রশমনের জন্য Dear *et al* (2002) প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ পানি যেহেতু বিভিন্ন এলাকাতে পানীয় জলের প্রধান উৎস ভূগর্ভস্থ পানির মানের সৃষ্টির অন্যতম গুরুতর প্রভাব হতে পারে এএসএস স্টকপাইলিং ট্রিটমেন্টে এলাকা থেকে ফিলট্রেশনের মাধ্যমে ওয়াটার টেবিলে প্রবেশ। এই প্রভাব হ্রাস করতে কাঁদা দিয়ে লাইনিং নির্মাণ করা যেতে পারে এবং যেখানে সম্ভব কাঁদার সাথে চুন মেশানো যেতে পারে। তবে, চুন মেশালে কাঁদার গাথুনি হালকা হয়ে যেতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে এএসএস শোষিত হতে পারে। ট্রিটমেন্ট পরবর্তীকালে যেন কোনোভাবেই প্রত্যক্ষ বা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে।

২০৩. যেসকল কর্মকাণ্ডের ফলে ভূমিক্ষয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি গ্রহণ করতে হবে উপযুক্ত আবহওয়া পরিস্থিতিতে।

৬.৮.৩ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

২০৪. এই প্রকল্পের জন্য নিম্নিলিখিত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. প্রকল্পের নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনারে ফলে আশেপাশের জলীয় পরিবেশে/ভূপৃষ্ঠস্থ এবং/অথবা ভূগর্ভস্থ পানিতে কোনো পলি ফেলা যাবে না;

খ. প্রকল্পের সাইটে বা এর থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে পানির গুণগত মানের অবনয়ন ঘটানো যাবে না;

গ. প্রকল্প সাইটে বিদ্যমান এবং/অথবা ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে;

ঘ. সম্ভব হলে এএস্সে বা পিএএসএস হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তবে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে; এবং

ঙ কার্যকরভাবে সুনির্দিষ্ট সাইট ভিত্তিক ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (EDSCP) অনুসরণ করতে হবে।

২০৫. ইএসএমএফ এ নির্দেশিত ব্যবস্থাপনা উদ্যোগসমূহ অনুসরণের করলে প্রকল্পের নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সৃষ্ট পলি প্রবাহের ফলে বৃহত্তর এলাকাতে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না।

৬.৮.৪ পরিবীক্ষণ

২০৬. এই প্রকল্পের জন্য একটি আদর্শ পলি প্রবাহ পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে (সারণি ১২)। এই কর্মসূচিটি চালু করার দিন হতে অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর পর্যালোচনা ও প্রয়োজন অনুসারে হালনাগাদ করা হবে। মাঠ কর্মকর্তা:

ক. প্রতি সপ্তাহে এবং ২০ মিমি এর বেশি বৃষ্টিপাত হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাইট পরিদর্শন করবেন;

খ. ইএসএমএফ এবং কোনো প্রযোজ্য ইডিএসসিপি অনুসরণে ব্যত্যয়ের ঘটনা নথিবদ্ধ করতে সাইট ভিত্তিক চেকলিস্ট প্রস্তুত করবেন; এবং

গ. পরিদর্শন এবং/অথবা পানির গুণগত মান পরীক্ষার ফলাফলসমূহ প্রকাশ করবেন এবং নিয়ন্ত্রবিষয়ক কোনো ব্যত্যয়েল ঘটনা ঘটলে যেন দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ভবিষ্যতে যেন এমন ব্যত্যয় না ঘটে তা নিশ্চিত করবে।

৬.৮.৫ রিপোর্টিং

২০৭. ESMP কর্তৃক নির্ধারিত খসড়ানুযায়ী বিধি মোতাবেক সকল পলি এবং ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ ফলাফল এবং/অথবা ঘটনার সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত করা। বস্তুগত অথবা মারাত্মক পরিবেশগত ক্ষতির কোন আভাস পাওয়া গেলে অথবা ভাঙ্গন ও পলি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটি নির্দিষ্ট নির্ধারিত স্তর অতিক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিকভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে জানাতে হবে।

সারণি ৯: ভূমিক্ষয়, নিস্কাশন ও পলি নিয়ন্ত্রণ মাপকাঠি

বিষয়	কার্যক্রম (এবং উৎস)	কার্যক্রমের সময়	দায়িত্ব	মনিটরিং ও প্রতিবেদন
১. নির্মাণস্থানে মাটি খননের কারণে ভূপৃষ্ঠে এবং ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহে বিদ্যমান পলি ও মাটির উপাদান হ্রাস	E ১.১ কোন ধরনের মাটির কাজ বাঁধ ও খনন কাজ, পানি ও বর্ষার পানি অপসারণের জন্যে নালা পথে একটি EDSCP গঠন ও বাস্তবায়ন করা	নির্মাণ পর্যায়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.২: ভাঙন ও পলি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন, পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় রক্ষাণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা	নির্মাণ পর্যায়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৩: পুনঃ বনায়নের সময় ব্যবহারের জন্য উপরের মৃত্তিকাকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্তিকরণ ও মজুতকরণ	নির্মাণের আগে ও নির্মানকালীন সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৪: সকল উন্মুক্ত অঞ্চলে ও নিষ্কাষন লাইনের জন্য সব স্থায়ী ও অস্থায়ী উউঝঈ ব্যবস্থার অবস্থান ও নকশা অন্তর্ভূক্তিকরণ। এটি নির্মাণ কার্যক্রমের পূর্বে বাস্তবায়ন করতে হবে যা নির্মাণ স্থানে কাজ চলাকালীন সময়ে থাকবে।	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালী সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৫: প্রস্তাবিত কাজের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেন বড় আকারের বৃক্ষনিধন ও মাটি খননের কাজ শুকনা মওশুমে এবং বাতাসের কম গতির সময় সম্পন্ন হয়।	নির্মাণকালীন সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৬ : কাজের সময় ভুপৃষ্ঠের মাঠি অপসারণ করার প্রয়োজন হলে, কাজে শেষে তা আবার কৃষিভুমিতে প্রতিস্থাপন করতে হবে।	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালীন সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৭ : এমনভাবে পরিকল্পনা করা যেন তাতে ভুপৃষ্টের উপরিাংশের মাটি কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতি পুষিয়ে দিতে বনায়ন করা যেতে পারে।	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালীণ সময়	সকল কর্মীগণ	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৮: স্টকপাইল পানি নিঃস্বরণ ও চলাচলের পথসমূহ এবং সংবেদনশীল স্থান সমূহ থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে।	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালীন সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.৯: সব ভাঙন ও পলি নিয়ন্ত্রণে কাঠামো (যেমন পলল অববাহিকায় চেক বাঁধ) থেকে প্রয়োজন বুঝে অতিরিক্ত পলি অপসারণ করতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা বহাল থাকে	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালীণ সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.১০: ক্রমবর্ধমান পলির চাপ কমানোর জন্য পলিরোধক বেড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।	নির্মাণকালীন সময়	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.১১: ভূমিক্ষয় ও পলি নিয়ন্ত্রনের জন্য মালচিং ব্যবহার করতে হবে এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় অতিরিক্ত পলি নিয়ন্ত্রক স্থাপন করতে হবে।	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালীন সময়	সকল কর্মীগণ	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.১২: পানির উৎস বা বিপদজনক রাসায়নিক মজুদ স্থানে, যেখানে প্রয়োজন প্রাচির নির্মান করতে হবে।	নির্মাণের আগে ও নির্মাণকালীন সময়	সকল কর্মীগণ	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ ১.১৩: পানি প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রনের জন্য বাধ নির্মানের সময় প্রয়োজনে ঘাসের চাপড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।	সম্পূর্ণ নির্মাণকাল	মাঠ কর্মকর্তা	রেকর্ড (Record) রাখা
	উ১.১৪: ক্রমবর্ধমান পলির চাপ সামলাতে পাশে বাঁধ বা সমপ্রকৃতির অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।	নির্মাণকালীন সময়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড (Record) রাখা

	উ১.১৫: পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদীভাঙনের অতিরিক্ত পলি, পলি নিয়ন্ত্রণ বাঁধ অপসারণ করতে হবে	নির্মাণকালীন সময়ে	ঠিকাদার	রেকর্ড (Record) রাখা
উ২: মাটির সংক্রমন	উ ২.১: যদি কোন উন্মুক্ত বা সন্দেহভাজন দূষণ লক্ষ করা যায় (প্রকল্প এলাকার বাইরে) তাহলে একটি ষ্টেজ ১ (ংঃধমব১) প্রাথমিক নির্মাণস্থান দূষণ তদন্ত ভার গ্রহণ করতে হবে যদি পূর্বের কোন অসনাক্ত দূষণের সম্মুখীন হয় তাহলে ঠিকাদারের উচিৎ হবে কাজ বন্ধ করে দেওয়া এবং উপদেশ/অনুমতি (চবৎসরঃং) /অনুমোদন (প্রয়োজন মত) সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সক্রিয় করা।	নির্মাণকালীন সময়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	প্রাত্যহিক রেকর্ড সংরক্ষণ
	উ ২.২ : পানির প্রবাহ যাতে বিষাক্ত এলাকা দিয়ে না গিয়ে স্থিতিশীল এলাকা দিয়ে পরিচালিত /অপসারিত হয় যে লক্ষে একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	নির্মাণকালীন সময়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	প্রাত্যহিক রেকর্ড সংরক্ষণ
	উ ২.৩: পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সংক্রমিত এলাকাকে স্পর্শ করবে না (প্রজেক্টের কাজে ব্যবহৃত সংক্রমিত বস্তু সহ) এবং স্থিতিশীল এলাকায় পানি অবমুক্ত করতে হবে।	নির্মাণকালীন সময়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	প্রাত্যহিক রেকর্ড সংরক্ষণ
	উ ২.৪ : এমন কোন কিছু দিয়ে মাটি ভরাটের কাজ করা যাবেনা, যা মাটিকে সংক্রমিত করতে পারে। খননের স্থানে ভরাটের জন্য কোন কিছু পাওয়া না গেলে মাটিকে জিওটেকনিক্যাল নমুনানুযায়ী পরীক্ষা করতে হবে।	নির্মাণকালীন সময়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	প্রাত্যহিক রেকর্ড সংরক্ষণ
	উ ২.৫ : ASS/PASS. পানির গুণগতমান ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহের উপর ASS, PASS এবং BASS এর প্রভাব যেন না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে দেখা যাচ্ছে নমুনা (sampling) সংগ্রহ, বিশ্লেষন এবং ASS দ্বারা দূষিত মাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতিগুলো অবলম্বন নিশ্চিত হয়েছে।	নির্মাণকালীন সার্বক্ষণিক সময়ে	সকল কর্মচারীবৃন্দ	প্রাত্যহিক রেকর্ড সংরক্ষণ
উ৩: অতিরিক্ত মাটি বা পলি ব্যবস্থাপনা	উ৩.১: পুনর্বাসন বা রক্ষণাবেক্ষনের সময় বাঁধ/খালের অপসারণ করতে হবে এবং তার পুনর্ব্যবহার করতে হবে বা জমিতে উত্তোলন করেত হবে। ব্যবহারের আগে পলির ব্যবহার্যতা পরীক্ষা করতে হবে।	নির্মাণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ

৬.৯ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৬.৯.১. প্রেক্ষাপট

২০৮. বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আহবান জানিয়েছে। একটি কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মকানুন নিম্নরূপ:

ক. বর্জ্য কমানো (প্রকল্পে অপ্রয়োজনীয় উপাদান ব্যবহার এড়ানো)

খ. বর্জ্য পুনব্যবহার (দ্রব্যাদি পুনরায় ব্যবহার)

গ. বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী করে তোলা (পুনঃব্যবহার যোগ্য সামগ্রী যেমন-শিশি, বোতল ইত্যাদি)

ঘ. বর্জ্য বিনষ্ট করা (সকল বর্জ্য অনুমোদিত স্থানে ফেলা)।

২০৯. নির্মান কাজ চলাকালে যে বর্জ্য তৈরি হয়, তা প্রকল্প স্থানে থাকা অন্যান্য নির্মাণ কাজের বর্জ্য সাথে অপসারণ করতে হবে। এরমধ্যে রয়েছে ঝোপঝাড়/গাছপালা, ময়লা, অপ্রয়োজনীয় কংক্রীট, ইত্যাদি। যে বর্জ্য তৈরি হয় তা মূলত গাছপালা থেকেই আসে, আরো থাকে:

ক) খোড়াখুড়ির পর অপ্রয়োজনীয় মাটি;

খ) নির্মান কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষনের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য। যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন, পরিস্কার ও মেরামতের জন্য বিপদজনক তরল বর্জ্য তৈরি হতে পারে। যেমন, জ্বালানি লিক করে বা চুইয়ে পড়তে পারে, এগুলো যথাযথভাবে অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

গ) বিপদজনক নয় এমন তরল বর্জ্য তৈরি হতে পারে। যেমন কর্মীদের টয়লেট ব্যবহারের কারনে।

ঘ) সাধারণ বর্জ্যের মধ্যে আছে-ছোট খাট ময়লা এবং পচনশীল বস্তু।

২১০. অপারেশনাল বর্জ্যসমূহ হচ্ছে:

ক) মাছ/কাকড়া প্রক্রিয়াজাত বর্জ্য (যা মাছের খাদ্য প্রস্তু করতে ব্যবহার করা যেতে পারে);

খ) কৃষিজাত বর্জ্য।

২১১. নির্মাণ ও পরিচালন কাজের সাথে যুক্ত ঠিকাদারদের অবশ্যই কাজ সম্পাদন ও আবাসিক এলাকার গাছপালা কাটার প্রভাব কমানো কৌশলগুলো জানতে হবে এবং কাজ করতে যেয়ে আবর্জনা সৃষ্টি হবে তা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। এভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

৬.৯.২. কর্মদক্ষতার মাননির্ণায়ক

২১২. প্রকল্পের নির্মান কাজের জন্য নিম্নে বর্নিত কর্মক্ষমতার মাননির্নায়কগুলো তৈরি করা হয়েছে:

ক) বর্জ্য অনুক্রমন প্রয়োগের মাধ্যমে বর্জ্য উৎপাদন কমানো সম্ভব। (পরিত্যাগ, অপসারণ, পুনঃব্যবহার, পুনপ্রক্রিয়াজাত করনের নতুন কাজে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা)

খ) নির্মাণ কর্মীদের কাজের ফলে প্রকল্পের আঙ্গিনা বা আশে পাশে খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ বর্জ্য ও যেন পরিলক্ষিত না হয়।

গ) বর্জ্য উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোন অভিযোগ গৃহিত হবে না।

ঘ) যে কোন ধরণের বর্জ্য যা প্রকল্পের অস্থানীয় এলাকা যেমন সহজে বহনযোগ্য মলমূত্র ব্যবস্থাপনা থেকে আগত তা অবশ্যই অনুমতি প্রাপ্ত ঠিকাদারদের মাধ্যমে অপসারণ করতে হবে।

ঙ) তেল বিভাজক থেকে প্রাপ্ত বর্জ্য তেল সংগ্রহ করতে হবে। এবং তা অপসারণ বা পুনব্যবহারের জন্য স্থানীয় তেল পরিশোধনাগারে পাঠাতে হবে।

৬.৯.৩. মনিটরিং

২১৩. প্রকল্পের জন্য একটি বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এবং প্রকল্পটি তৈরির পর থেকে ঠিক দুই মাস পর পর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করতে হবে।

৬.৯.৪. প্রতিবেদন

২১৪. যদি সন্দেহজনক কিছু ঘটে তা অবশ্যই তাৎক্ষনিকভাবে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে, উদাহরনস্বরূপ: বস্তুগত বা পরিবেশগত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অথবা আবর্জনা যদি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে ফেলে।

সারণি ১০: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মাপকাঠি

বিষয়	**নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া (এবং উৎস)**	**কার্যসম্পাদনের সময়কাল**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**	**পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং**
WT১: বর্জ্য সৃষ্টি ও সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার	WT১.১: নির্মাণ প্রকল্প সম্পাদনের জন্য সেই ধরণের সামগ্রীই ব্যবহার করা উচিৎ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্জ্য উৎপাদন কমাবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	ঠিকাদার	নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.২: প্রতিদিনের বর্জ্য অপসারণ কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	ঠিকাদার	নিয়ন্ত্রণ নথি

	পর্যন্ত না এই কাজটি বহিরাগত কোন বর্জ্য অপসারণ সংস্থার কাছে অর্পন করা না হয়।			
	WT১.৩: নির্মাণ উপাদান ব্যবহারকে অনুকূলে আনতে হবে। এবং সম্ভব হলে পুনব্যবহার আইন তৈরি করতে হবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	ঠিকাদার	নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.৪ : আবর্জনার স্তুপ পৃথকীকরণ কাজ সবসময়ই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেমন সাধারণ গৃহস্থালী বর্জ্য, নির্মাণ আবর্জনা এবং দূষিত বর্জ্য। নির্মাণ এলাকার নির্দিষ্ট কোন জায়গা সাময়িকের জন্য বর্জ্য স্তুপ ও কালার কোড ময়লা ফেলার ঝুড়ির গায়ে সংযুক্ত করতে হবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	সাপ্তাহিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.৫ : যে কোন ধরণের দূষিত বর্জ্যকে অবশ্যই অনুমোদিত ভূমিতে ধ্বংস করতে হবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	সাপ্তাহিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.৬ : পুনব্যবহার যোগ্য আবর্জনা তেল ও নির্মাণ আবর্জনা অন্তর্ভূক্ত) পৃথকভাবে সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করতে হবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	সাপ্তাহিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.৭: আবর্জনাপূর্ণ এলাকাকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে আচ্ছাদিত রাখতে হবে যেন বন্য প্রাণী প্রবেশের সুযোগ না পায়	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক
	WT১.৮: বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সকল বিন্যস্ত আবর্জনা একই সাথে পরিহন করে আনতে হবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক
	WT১.৯ : বিভিন্ন যানবাহন ও প্লান্ট (ঢ়ষধহঃ) থেকে চুইয়ে তেল বা লুব্রিবেন্ট (পিচ্ছিল কারক পদার্থ) তাৎক্ষণিক ভাবে নিয়ন্ত্রন করা উচিত।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.১০: প্রধান নিয়ন্ত্রণ ও মেরামত কাজ সাধ্যমত নির্মাণ এলাকার বাইরে সম্পাদন করা উচিৎ।	নির্মাণ চলকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	সাপ্তাহিক নথি নিয়ন্ত্রণ
	WT১.১১: সম্ভব হলে, জ্বালানী ও রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় জ্বালানী ও রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের সুবিধার মাধ্যমে করা উচিৎ যেমন-পেট্রল ট্যাংক)।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	ঠিকাদার	দৈনিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.১২: নির্মাণ এলাকায় সবচেয়ে কম পরিমাণ জ্বালানী ও রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ করে রাখা উচিৎ।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.১৩: ব্যবহৃত তেল ও লুব্রিকেন্ট (পিচ্ছিল কারক পদার্থ) থেকে প্রাপ্ত বর্জ্য সংগ্রহ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে পুনব্যবহার উপযোগী করে তুলতে অথবা বর্জ্য ফেলবার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিৎ।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	স্থান পরিদর্শক	দৈনিক নিয়ন্ত্রণ নথি
	WT১.১৪: কোন বিপজ্জনক দ্রব্য নির্মাণ এলাকায় সংগৃহীত হলে তা বাংলাদেশের আইন অনুসারে সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়	ঠিকাদার	দৈনিক নিয়ন্ত্রণ নথি

৬.১০ সামাজিক ব্যবস্থাপনা

৬.১০.১ পটভূমি

২১৫. বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,২৩৭ জন[38] এবং এটি ক্রমবর্ধমান। উপকূলীয় বেষ্টনীতে যেখানে জনবসতিহীন সুন্দরবন এলাকা (ম্যানগ্রোভ বন) অবস্থিত জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব বাগেরহাট জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৬৯ এবং বরিশাল জেলায় ৮২৩ জন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭২ মিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে[39] এবং বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ[40] অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে অনুমিত দারিদ্র্যহার ৩১.৫% যার মধ্যে ৩৫.২% গ্রাম অঞ্চলে এবং ২১.৩% নগর অঞ্চলে। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী খানা প্রতি গড় মাসিক আয় ছিল মাত্র ১১,৪৭৯ টাকা (১৪৮.১৩ মার্কিন ডলার) যেখানে ২০০৫ সালে খানা প্রতি গড় মাসিক আয় ছিল ৭,২০৩ টাকা (৯২.৯৫ মার্কিন ডলার)। একই বছরে গড় মাথাপিছু আয় ছিল ২,৫৫৩ টাকা (৩২.৯৪ মার্কিন ডলার)[41]।

২১৬. বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ১৯৫.০৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং মাথাপিছু জিডিপি'র হার ছিল ১,২১১.৭ মার্কিন ডলার। ২০১০ সালে দেশের জনসংখ্যার ৩১.৫% জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত, ১৮.৫% মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় ছিল ১.৯ মার্কিন ডলারের কম, এবং ৫৬.৮% মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় ছিল ৩.১০ মার্কিন ডলারের কম। অফিসিয়াল দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ী দেখা যায় যে সারাদেশের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলে প্রকৃত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এমন মানুষের হার কিছুটা বেশি (উপকূলীয় অঞ্চলে ৫২% এবং সারাদেশে ৪৯%)। তবে, উপকূলীয় অঞ্চলে মাথাপিছু জিডিপি ও বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সারাদেশের মতোই।[42]

২১৭. দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বাংলাদেশের দরিদ্রতম এলাকাগুলির একটি। খুলনা জেলার প্রায় ১৬-৩৫ শতাংশ মানুষ চরম দরিদ্র। বরিশালে চরম দারিদ্র্যের হার সর্ব দক্ষিণের জেলাগুলিতে ৬% এবং শহরাঞ্চলে ৩৫% এর বেশি। বাংলাদেশ তার ভাল সমষ্টিক অর্থনীতির নীতিমালা ও শক্তিশালী বেসরকারি খাত নিয়ে ২০১৩ সালে বার্ষিক ৬% জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে এবং ঐ বছরে মোট জিডিপি ছিল ১০,৩৮০ বিলিয়ন টাকা। গড় আয়ু বৃদ্ধি, মৃত্যুহারের হ্রাস ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হবার ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকে যাবে।

২১৮. শ্রমশক্তি জরিপ[43] অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা ৫৬.৭ মিলিয়ন। তবে অঞ্চল ও জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য একটি সমস্যা। নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, এবং গ্রামে ও দূরদূরান্তে বসবাসকারী মানুষের মতো কতিপয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, অপুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তার অভাবের মতো সমস্যায় পতিত হবার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। বাংলাদেশের প্রায় ৪০% গ্রামীণ জনসাধারণ দৈনিক ১.২৫ মার্কিন ডলারেরও কম আয়ের উপরে বেঁচে থাকে, এবং এই আয়ের ৬০% ব্যয় হয় খাবার কিনতে[44]।

২১৯. বর্তমানে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে যা বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী ২০৮০ সাল নাগাদ ৫১ থেকে ৯৭ মিলিয়নের মতো হবে বলে অনুমান করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ২৭ মিলিয়ন মানুষ ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত ঝুঁকির মুখে পড়বে[45]। পেন্ডার ও অন্যান্যরা[46] প্রাক্কলন করেছেন যে ২০৮০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আনুমানিক ৬২ সেমি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং ১৭ মিলিয়ন, ১২ মিলিয়ন এবং ১৪ মিলিয়ন মানুষ যথাক্রমে নিম্ন ঝুঁকি, মাঝারি ঝুঁকি ও উচ্চ ঝুঁকির মুখে পতিত হবে।

২২০. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় যে শুধু বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করে তাই নয়, বরং এই অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলানামূলকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের তীব্রতার শিকার হবার সম্ভাবনাও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারাদেশে ও উপকূলীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহের মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (SLR) এবং ঘূর্ণিঝড় ও উষ্ণমণ্ডলীয় ঝড় জনিত জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি। এই তিনটি প্রভাবের প্রত্যেকটিই সমুদ্রের পানিতে স্থলভাগ প্লাবিত হবার হার বৃদ্ধি ও মিঠাপানির উৎসে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ভূমি ও মিঠাপানির উৎসে লবণাক্তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। এর ফলে যেসব জনগোষ্ঠী পানীয় জল ও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভরশীল তাদের জীবনে আরো বেশি সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এতে করে তাদেরকে (অনেকসময় নারীদেরকে) পানীয় জল সংগ্রহের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হচ্ছে এবং কৃষিকাজের জন্য আরো বেশি লবণাক্ততা সহনশীল কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে।

২২১. খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার অধিবাসীদেরকে ঘূর্ণিঝড় আইলা সহ পর পর অনেকগুলি চরম আবহাওয়ার ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে যা তাদেরকে জলবায়ু জনিত ঝুঁকির প্রতি আরো বেশি বিপদাপন্ন করে তুলেছে, এবং এর ফলে তাদের দারিদ্র্য আরো তীব্রতর হয়েছে ও তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকাতে অনেক পরিবার অতীতে তাদের বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে হারিয়েছে এবং উচ্চ আর্থিক মূল্যমানের অনেক উৎপাদনশীল সম্পদ হারিয়েছে।

38 World Bank, 2015
39 MOEF-GOB, 2012
40 BBS, 2010
41 BBS, 2011
42 World Bank, 2017
43 BBS, 2010
44 ibid
45 IPCC 2016
46 Pender, 2008.

২২২. প্রকল্প এলাকাতে বেশিভাগ মানুষের প্রধান জীবিকার উৎস হলো কৃষিকাজ ও মাছ ধরা। ঘূর্ণিঝড় আইলার পূর্বে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ স্বনির্ভর জীবনযাপন করত। তারা তাদের বসতবাড়ি ও ঘেরের আশেপাশে সবাজি ও ফলের চাষ করত[৪৭]। আইলার পর বেশিরভাগ কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও লোনা পানিতে প্লাবিত হয়েছে। আউশ ধান (বর্ষাকালীন ধান), পাট ও সবজির মতো বেশিরভাগ ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে।

২২৩. প্রকল্প এলাকাতে ভূমির মালিকানা নিয়ে চরম পর্যায়ের বৈষম্য রয়েছে। বেশিরভাগ বড় দাগের জমি কতিপয় ব্যক্তির মালিকানায় এবং যারা চিংড়ি ঘের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দখলে। প্রকল্প এলাকাতে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও, চিংড়ি শিল্পের সাথে সম্পর্কিত ভূমির অধিকার লংঘনের নথিবদ্ধ ঘটনা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে অবৈধভাবে দখল, জোর করে চিংড়ি ঘের নির্মাণ, লীজ নিয়ে টাকা পরিশোধ না করা এবং উৎপাদনশীল সম্পদ অভিজাতদের দখলে চলে যাওয়া[৪৮]।

২২৪. বাংলাদেশের জনংসখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম (৯১%) এবং বাংলাভাষাভাষী (৯৯%)। তবে, বাংলাদেশে আরো কিছু সম্প্রদায় বসবাস করে। ৪৫ টি আলাদা আদিবাসী সম্প্রদায় (প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষ) নিয়ে বাংলাদেশ সংস্কৃতিগতভাবে সমৃদ্ধ। এই সকল সম্প্রদায় তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যময়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার *ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল (২০১০)* এর মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। তবে, বাংলাদেশের আদিবাসীরা ইংরেজিতে "Indigenous People" এবং বাংলায় "আদিবাসী" হিসেবে পরিচিত হতে পছেন্দ করে। এই প্রকল্প এলাকাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি ৬ (গ) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মকাঠামো দ্রষ্টব্য।

২২৫. বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে, উচ্চ মাত্রায় জেন্ডার অসমতা বিদ্যমান যা সার্বিকভাবে উন্নয়নকে গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশে একজন নারীর জীবন সমাজ ব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিকতা (patriarchal, patrilineal and patrilocal nature of the social system) দ্বারা প্রভাবিত যেখানে জেন্ডার কেন্দ্রিক ক্ষমতার কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সীমিত। যদিও গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, মানব উন্নয়ন, ও জেন্ডার সমতা সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে[৪৯], দারিদ্র্য ও অসমতা এখনো বিদ্যমান এবং বাংলাদেশে নারীর সামাজিক অবস্থান, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে, এখনো অনেক নিচে[৫০]।

২২৬. জেন্ডার অসমতার মূলে যে সমস্যা তা হলো বাংলাদেশের নারীরা বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে পারিশ্রমিক বিহীন কাজের বোঝা বহন করে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে নানা প্রকার গৃহস্থালীর কাজ যেমন পানি সংগ্রহ, শিশুদের যত্ন নেয়া, এবং বাড়িতে পরিবারের জন্য খাবারের অর্ধেক যোগান দেয়া। তারপরও নারীরা মোট শ্রমশক্তির এক চতুর্থাংশ যোগান দিয়ে থাকে[৫১]। জাতীয় পর্যায়ে মধ্যপন্থা ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার উদ্যোগসমূহে জেন্ডার বিষয়কে সমন্বিত করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জেন্ডার অসমতা বিদ্যমান। দরিদ্র জনগোষ্ঠী হতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব আনুপাতিক হারে অপেক্ষাকৃত কম এবং আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে নারীদের সুযোগ কম, এবং যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তাদের আয় তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়াও, তারা প্রতিনিয়ত জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার (GBV) শিকার হচ্ছে। প্রকল্প এলাকাতে জেন্ডার অসমতা বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি ১৩ জেন্ডার মূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনা দ্রষ্টব্য।

২২৭. সাতক্ষীরা ও খুলনা উভয় জেলাতে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেইসাথে উভয় জেলাতেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সারা বাংলাদেশের গড় হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (৩০%)। হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রান্তিকীকরণের শিকার এবং তারা প্রায়ই চরম বৈষম্য ও সহিংতার শিকার হয়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত যেসকল ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া যায় তর মধে রয়েছে ভূমি দখল, খুন, নির্যাতন, প্রার্থনার স্থান দখল, ঘরবাড়ি ধ্বংস, জোরপূর্বক উচ্ছেদ, এবং প্রার্থনার উপকরণের অসম্মান।[৫২]

২২৮. প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জেলা দুটিতে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটে এবং নির্বাচনের সময় তা প্রকট আকার ধারণ করে। যে সমস্ত সহিংসতার ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে শারীরিকভাবে লঞ্ছিত করা, নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ধর্ষণ, ও ভিটেমাটি ছাড়া করা। আরো ব্যাপক অর্থে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রান্তিকীকরণ পরিলক্ষিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, এবং কর্মসংস্থানে তাদের সীমিত সুযোগ, জোরপূর্বক সহায় সম্পত্তি দখলে করা ইত্যাদির মধ্যে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সবচেয়ে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী [৫৩]।

২২৯. এই প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক স্টেকহোল্ডার পরামর্শের ভিত্তিতে যার মধ্যে রয়েছে নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক পরামর্শ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের নকশা প্রণয়নের সময় বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, নির্মাণ কাজ ও সম্পদ প্রদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন সকল প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পেও কিছু কিছু অসন্তোষ ও দ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই, দ্বন্দ্ব এড়াতে ও হ্রাস করতে যেসকল বিষয়ে সমস্যা হতে পারে তা চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

২৩০. এই প্রকল্প বা এর কোনো উপ-প্রকল্পে কোনো অ-স্বেচ্ছাধীন পুনর্বাসন বা ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে না, যদিও প্রকল্পের নির্মাণকাজের সময় ভূমির উপরে অস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

৬.১০.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

২৩১. এই প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

47 Shrimp-culturing embankments

48 Alam, 2012

49 ADB, 2010

50 Ferdushi, 2011

51 Kabeer, 2011

52 US Department of State, 2010

53 Rahman, 2014

ক. কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের নকশা প্রণয়ন তাদের সাথে অবহিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে করতে হবে ও পুরো প্রকল্প জুড়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

খ. সকল স্টেকহোল্ডারের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে এবং কঠোর ও স্বচ্ছ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং এতে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে;

গ. নির্মাণকাজ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় স্থানীয় কমিউনিটির উপরে বিরূপ প্রভাব এড়াতে হবে এবং যেক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে এরূপ প্রভাব সীমিত রাখতে হবে, সুযোগসুবিধাসমূহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে;

ঘ. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপরে কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলা যাবে না;

ঙ. কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সুরক্ষা প্রদান করতে হবে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে হবে;

চ. অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল থাকতে হবে এবং অভিযোগ ও ক্ষোভসমূহের উদ্যোগপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে, এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশলের নকশা প্রণয়ন করতে হবে জেন্ডার সংবেদনশীল উপায়ে; এবং

ছ. প্রকল্প হতে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক উপকার লাভ করতে হবে।

২৩২.প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও কমিউনিটি সদস্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২৩৩. স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ চলমান থাকবে। এটি প্রকল্প সম্পর্কে, এর অগ্রগতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা চলমান থাকা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, এটি কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

২৩৪.মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্প উপাদানসমূহের ইনপুট বণ্টন এবং প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কারিগরী প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরামর্শ সহায়তা ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

৬.১০.৩ রিপোর্টিং

২৩৫.সকল পরামর্শমূলক আলাপ-আলোচনার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি মাসে রিপোর্ট করতে হবে।

২৩৬.কমিউনিটি হতে কোনো অভিযোগ এবং/অথবা ক্ষোভ বা অসন্তোষের ঘটনা ঘটলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সারণি ১১: সামাজিক ব্যবস্থাপনা মাপকাঠি

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়	দায়িত্ব	পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং
এসএম ১: যেখানে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে না এমন এলাকা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত	এসএম ১.১: ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ও এর উপকার সম্পর্কে কমিউনিটির সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এসএম ১.২: ভূমি ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন সাধিত হলে কমিউনিটির সম্মতি (buy-in) গ্রহণ করতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এসএম ১.৩: অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রক্রিয়ার অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সম্পূর্ণ নির্মাণ পর্যায় ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ
এসএম ২: নির্মাণকাজ/কর্মকাণ্ড পরিচালনার ফলে জনজীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি (শব্দ দূষণ, ধূলা ইত্যাদি)	এসএম ২.১: কর্মকাণ্ড গ্রহণের পূর্বে কমিউনিটির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।	নির্মাণের পূর্বে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ
	এসএম ২.২: যথাযথ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে (ইএসএমএফ এর শব্দ, বায়ু, ইএসসিপি ও বর্জ্য অংশ দ্রষ্টব্য)।	নির্মাণ পর্যায় ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়	সাইট সুপারভাইজার এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	দৈনিক এবং রেকর্ড সংরক্ষণ
	এসএম ২.৩: অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রক্রিয়ার অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল পর্যায়ে	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রেকর্ড সংরক্ষণ

৬.১১ প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৬.১১.১ পটভূমি

২৩৭. জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ফোকলোর, সম্পদ ও স্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও এ নিয়ে গবেষণা জরুরি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাইট, এলাকা, স্থান ও রীতিনীতিসমূহ স্থানিক পরিচয়ের মাধ্যম হিসেবে ও স্থানগত গুরুত্বের কারণে পরিকল্পনা টুলস এর মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখতে হবে, লালন করতে হবে।

২৩৮. প্রকল্প এলাকাতে কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভবন, সৌধ জানামতে নাও থাকে, তবুও প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রীতিনীতি বিষয়ে এলাকাতে ও আশেপাশের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরো অনুসন্ধান চালানো হবে।

২৩৯. এই প্রকল্প এলাকার ভিতরে জানামতে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থান নেই।

৬.১১.২ কর্মসম্পাদন (পারফরমেন্স) শর্তাবলী

২৪০. এই প্রকল্পের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নলিখিত কর্মসম্পাদন শর্তাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, আদিবাসীদের এবং/অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থানের উপরে প্রভাব পড়বে না;

খ. গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, আদিবাসীদের এবং/অথবা সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের (গুরুত্বপূর্ণ স্থানের) কোনো নির্দিষ্ট সাইট এর ব্যবস্থাপনা করতে হবে; এবং

গ. প্রকল্পের নির্মাণ পর্যায়ে স্থানীয় বাসীন্দাদের মধ্যে যারা প্রকল্প এলাকার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত তাদেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

৬.১১.৩ পরিবীক্ষণ

২৪১. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও কমিউনিটি সদস্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২৪২. স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ চলমান থাকবে। এটি প্রকল্প সম্পর্কে, এর অগ্রগতি ও পরিবর্তন সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা চলমান থাকা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, এটি কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

২৪৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্প উপাদানসমূহের ইনপুট বণ্টন এবং প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে কারিগরী প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরামর্শ সহায়তা ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

২৪৪. এই প্রকল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক, আদিবাসী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মসূচিটি চালুকরণের দিন হতে প্রতি দুইমাস অন্তর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে। এতে গুরুত্ব সহকারে যা করা হবে:

ক. নির্মাণ সাইটের সকল কর্মীদেরকে (ঠিকাদারসহ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক সচেতনতার উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

খ. সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপাদানকে চিহ্নিত ও সংগ্রহ করা হবে;

গ. নির্মাণকাজের সময় প্রত্নতাত্ত্বিক, আদিবাসী সম্পর্কিত এবং/অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো বস্তু পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট যাদুঘরের সাথে পরামর্শ করতে হবে;

ঘ. কোনো এলাকাতে নির্মাণকাজের সময় যাদি মানব দেহের কোনো অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় তাহলে কাজ বন্ধ রাখতে হবে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি'র সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৬.১১.৪ রিপোর্টিং

২৪৫. গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক, আদিবাসী সম্পর্কিত এবং/অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত কোনো বস্তু পাওয়া গেছে বলে সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে ইউএনডিপি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

২৪৬. সকল পরামর্শমূলক আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করতে হবে এবং প্রতি মাসে রিপোর্ট করতে হবে।

সারণি ১২: প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বিষয়	নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকাণ্ড (এবং উৎস)	পদক্ষেপ গ্রহণের সময়
সিএইচ **১:** মাটির কাজ বা গাছপালা কাটার সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক, আদিবাসী সম্পর্কিত এবং/অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো বস্তুর ক্ষয়ক্ষতি	সিএইচ **১.১:** গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক, আদিবাসী সম্পর্কিত এবং/অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত উপাদান পাওয়া গেলে ঐ এলাকার মধ্যে সাথে সাথে কাজ বন্ধ করে দিতে হবে, সাইটটি পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইউএনডিপি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কোনো প্রত্নতত্ত্ব বিশারদকে অবহিত করতে হবে।	নির্মাণকাজের পূর্বে ও নির্মাণকালে

৬.১২ জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা

২৪৭. যেসব ঘটনা ঘটলে মারাত্মক রকমের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত (বিপর্যয়কারী) ক্ষতি হবে, সেসব পরিবেশগত ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জরুরি সাড়াদান এবং সম্ভাব্য ঘটনার জন্য তৈরি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২৪৮. ঠিকাদারদের, প্রকল্পের সাথে নির্মাণ ও জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটাতে হবে যা জীবনজীবিকা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নীতিমালা অথবা এসব কাজ সংক্রান্ত বাংলাদেশের আইন মেনে চলবে।

৬.১২.১ কর্মদক্ষতার মাননির্ণায়ক

২৪৯. প্রকল্পের নির্মান কাজের জন্য নিম্নে বর্নিত কর্মক্ষমতার মাননির্নায়কগুলো তৈরি করা হয়েছে:

ক. নির্মাণকালে কোনরূপ অগ্নিকান্ড ঘটবে না;

খ. আগুনের ঝুকি কমানোর জন্য আগুন নিয়ে যে কাজগুলো করতে হয় তা নিরাপদ জায়গায় করতে হবে;

গ. যেসব ঘটনা সর্ব সাধারণের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা অথবা পরিবেশের ঝুকির সৃষ্টি করে সেগুলোতে সাড়াদানের কার্যকর ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং

ঘ. দূর্ঘটনার ফলে পরিবেশের ক্ষতি কমাতে হবে।

৬.১২.২ মনিটরিং

২৫০. প্রকল্পের জন্য একটি জরুরি সাড়াদান মনিটরিং কার্যক্রম তৈরী করা হয়েছে। কার্যক্রম শুরু হবার পর অন্তত প্রতি দুই মাস অন্তর পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মাঠ পরিদর্শক প্রত্যেক দিন পরিদর্শন করবেন সেই সাথে যে কোন বৈসাদৃশ্য থাকলে তা জানিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি কর্মকর্তার কাছে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং কোন ব্যত্যয় ঘটলে ঊঝগচ কে জানাবেন।

৬.১২.৩ প্রতিবেদন

২৫১. আগুন বা স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোন ঘটনা যা মারাত্মক পরিবেশগত ক্ষতি করবে এবং যেকোন জরুরী ঘটনা সম্পর্কে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বা ইউএনডিপি কর্মচারীদের জানাতে হবে।

সারণি ১৩ : জরুরি ব্যবস্থাপনা বিধান

বিষয়	**নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (এবং উৎস)**	**কাজের সময়**	**দায়িত্ব**	**পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন**
আগুন ও জরুরি ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরোধ কৌশল বাস্তবায়িত	E1.1: আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে দাহ্য ও প্রজ্বলনীয় বস্তুর মজুদ স্থান তৈরী করতে হবে	নির্মান পূর্ব ও নির্মান কালে	ঠিকাদার	প্রাত্যহিক এবং নথিভুক্তকরণ
	E1.2: অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নির্মাণস্থানে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে	নির্মানকাল	ঠিকাদার	প্রাত্যহিক এবং নথিভুক্তকরণ
	ঊ১.৩: প্রকল্প এলাকায় কোন খোলা জায়গায় আগুন জ্বালানোর অনুমতি থাকবে না	নির্মানকাল	মাঠপরিদর্শক	প্রাত্যহিক ও নথিভুক্তকরণ
	ঊ১.৪ নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই কম্যুনিকেশন সরঞ্জামাদি এবং জরুরী প্রোটকল স্থাপন করতে হবে।	নির্মানকাল	মাঠপরিদর্শক	প্রাত্যহিক ও নথিভুক্তকরণ
	ঊ১.৫: সকল কর্মচারীকে জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়াদান কর্মস্থানে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা)	নির্মানকাল	মাঠপরিদর্শক	প্রাত্যহিক ও নথিভুক্ত করণ

	সম্পর্কে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। NEMO এর সাথে সমন্বয় করতে হবে।			
	ঊ১.৬: প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম পরিক্ষা করে দেখতে হবে।	নির্মানকাল	মাঠপরিদর্শক	প্রাত্যহিক ও নথিভুক্ত করণ
	ঊ১.৭: ব্যক্তির নিরাপত্তার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।	নির্মানকাল	সকল কর্মীবৃন্দ	প্রাত্যহিক ও নথিভুক্ত করণ

৭. ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য বাজেট

২৫২.ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত বাজেটটি প্রস্তুত করা হয়েছে:

ব্যয়ের বিষয়	ব্যয়ের পরিমাণ (ইউএস ডলার)
কাঁকড়ার হ্যাচারি, নার্সারী ও খামারের জন্য ইএসআইএ বেইজলাইন, বিশদ নকশা এবং সাইটিং	$১৫০,০০০
কাঁকড়ার খামার ও নার্সারীর জন্য বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা (সময়মতো ছাড়া, এ্যারেশন, হ্যালোফাইট বায়োফিলট্রেশন, চিংড়ির ঘের বাঁধ, ক্লে লাইনিং দ্বারা রেট্রোফিটিং ইত্যাদি)	$১৫০,০০০
মাটির মান পরিবীক্ষণ (২৫০ টি সাইট- দুটি পরীক্ষা/বছরে ৫ বছরে ধরে)	$১৫০,০০০
পানির মান পরিবীক্ষণ (৩০০ টি সাইট, নার্সারী, খামার, হাইড্রোপনিক্স সহ)	$২০০,০০০
পানি ও মাটির নমুনার ল্যাবরেটরী বিশ্লেষণ	$৭৫,০০০
ভূমিক্ষয়, নিষ্কাশন ও পলি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	$১০০,০০০
পলির নমুনার ফিল্ড টেস্টিং	$৭৫,০০০
পলির নমুনার ল্যাবরেটরি বিশ্লেষণ	$৭৫,০০০
পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও ছোট পরিসরে মৎস্যচাষ ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ	$৫০,০০০
প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহ নিষিদ্ধকরণ ও হ্যাচারি স্টক ব্যবহারের জন্য আইনী সহায়তা	$৫০,০০০
মাছের খাবারের জন্য ছোট মাছ ধরা (by-catch) হ্রাস করতে আইনী সহায়তা	$৫০,০০০
কাঁকড়ার খাবার প্রস্তুত করতে মাছের ব্যবহার কমিয়ে ও স্থানীয় উৎস হতে সংগৃহীত উদ্ভিজ্জ খাবার প্রস্তুতের জন্য গবেষণা	$৫০,০০০
সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও জৈব কৃষি কৌশলের উপরে কর্মশালা	$৫০,০০০
অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল	$৫০,০০০
মোট	**$১,২৭৫,০০০**

৮. রেফারেন্স

Acid Sulfate Soils (ASS) in Queensland QASSIT, Department of Natural Resources, Resource Sciences Centre, Indooroopilly

Ahern, C.R., McElnea, A.E. and Sullivan, L.A. (2004) Acid Sulfate Soils Laboratory Methods Guidelines, In Queensland Acid Sulfate Soils Manual, Department of Natural Resources, Mines and Energy, Indooroopilly, Queensland, Australia

Ahmad, (1994) Ahmad, & Rasheed, 1994, 'Resources, Environment and Development in Bangladesh with Particular Reference to the Ganges, Brahmaputra and Meghna Basins', Academic Publishers, Dhaka.

Ahmed, AU (2006a). Ahmed, 2006. Bangladesh: Climate Change Impacts and Vulnerability a Synthesis. Climate Change Cell, Department of Environment, Component 4b, Comprehensive Disaster Management Programme, Bangladesh.

Ahmed, A. K., & Chowdhury, E. H. (2006b). Study on livelihood systems assessment, vulnerable groups profiling and livelihood adaptation to climate hazard and long term climate change in drought prone areas of NW Bangladesh. FAO, CEGIS.

Ahmed, A. U. (2006a). Bangladesh: Climate Change Impacts and Vulnerability a Synthesis. Climate Change Cell, Department of Environment, Component 4b, Comprehensive Disaster Management Programme, Bangladesh.

Alam, K., Fatema, N., & Ahmed, W. B. (2008). Gender, climate change and human security in Bangladesh. Dhaka.

Alam T. (2012) IEconomic Prospects as well as Human Rights Violations at Shrimp Farming: A study based in south west coastal region of Bangladesh. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSRJHSS) ISSN: 2279-0845 Volume 1, Issue 1 (July-August 2012), PP 45-49

BBS, (2011a). Bangladesh Bureau of Statistics, 2011. Household Income and Expenditure Survey (HIES) of 2010

BBS, (2011b). Bangladesh Bureau of Statistics, 2011. Population and housing census report 2011. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka.

BBS, (2010). Labour Force Survey, 2010, Bangladesh Bureau of Statistics. Statistics Division. Ministry of Planning Government of the People's Republic of Bangladesh.

CDMP (2013). Local Level Hazard Maps for FLOOD, STORM SURGE & SALINITY. STUDY REPORT. Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP II). Ministry of Disaster Management and Relief

CEGIS (2013) Final Report on Environmental Impact Assessment of 2X (500-660)MW Coal Based Thermal Power Plant to be Constructed at the Location of Khulna.

Dear, S.E., Moore, N.G., Dobos, S.K., Watling, K.M. and Ahern, C.R. (2002) Soil Management Guidelines, In Queensland Acid Sulfate Soil Technical Manual, Department of Natural Resources and Mines, Indooroopilly, Queensland, Australia.

FAO 2016 FAO Aquaculture Newsletter (FAN) March 2016. #54 Retrieved from: http://www.fao.org/3/a-bc866e.pdf

Islam, M. S., (2001) Sea-level changes in Bangladesh: The last ten thousand years, Asiatic Society of Bangladesh.

Khan, T.A., (2000) "Water Based Disasters in Bangladesh", in Q.K. Ahmad (ed.) Bangladesh Water Vision 2025: Towards a Sustainable Water World, Bangladesh Water Partnership (BWP), Dhaka, pp. 54-62

Mondal M. S., Islam A.K.M. S., Madhu M. K. (2013) Development of Four Decade Long Climate Scenario & Trend: TEMPERATURE, RAINFALL, SUNSHINE & HUMIDITY. Institute of Water and Flood Management Bangladesh University of Engineering & Technology. Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP II). Ministry of Disaster Management and Relief

Pender, J.S. 2008. What Is Climate Change? And How It Will Affect Bangladesh. Briefing Paper. (Final Draft). Dhaka, Bangladesh: Church of Bangladesh Social Development Programme

Rahman (2010). Ecology of Sundarban, Bangladesh J. Sci. Foundation, 8(1&2): 35-47, June-December 2010 ISSN 1728-7855

Shahid S. (2010) Recent trends in the climate of Bangladesh. CLIMATE RESEARCH. Vol. 42: 185–193. doi: 10.3354/cr00889

UNFCCC, (2012). Second National Communication of Bangladesh to the United Nations Framework Convention on Climate Change 2012; Retrieved from http://unfccc.int/resource/docs/natc/bgdnc2.pdf

US Department of State (2010). Diplomacy in Action Bangladesh BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR July-Decembe, 2010 International Religious Freedom Report (http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/index.htm) Report

World Bank, (2015). The World Bank DataBank. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST

World Bank (2017). Development Indicators for Bangladesh. Online Resource available at: http://data.worldbank.org/country/bangladesh (Accessed April 2017)

সংযুক্তি ২: সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কম্প্লাইয়েন্স ইউনিট এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের নিকট অনুরোধ পেশ করার নির্দেশিকা

Empowered lives.
Resilient nations.

সোশ্যাল এ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট (SECU) এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের (SRM) নিকট অনুরোধ পেশ করার নির্দেশিকা

এই ফরমের উদ্দেশ্য

- **আপনি যদি এই ফরমটি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার লেখাটি অনুগ্রহপূর্বক মোটা অক্ষরে লিখবেন যাতে উত্তরটি আলাদাভাবে চেনা যায়।**
- **এই ফরমের ব্যবহার সুপারিশ করা হয়েছে, তবে এটি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক নয়। এই ফরমটি অনুরোধের খসড়া প্রস্তুতকালে নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।**

এই ফরমের উদ্দেশ্য হলো নিম্নলিখিত বিষয়ে সহায়তা করা:

(1) যখন আপনার মনে হবে ইউএনডিপি তার সামাজিক ও পরিবেশগত নীতিমালা বা অঙ্গীকার অনুসরণ করছে না এবং আপনি মনে করেন যে এর ফলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তখন অনুরোধ পেশ করার জন্য। এই অনুরোধের মাধ্যমে একটি 'কমপ্লায়েন্স রিভিউ' প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে যা হবে ইউএনডিপি'র নীতিমালা ও অঙ্গীকার লংঘিত হচ্ছে কিনা এবং এবং উক্ত লংঘনের ঘটনার প্রতিকারে করণীয় চিহ্নিত করতে ইউএনডিপি'র নিরীক্ষা ও তদন্ত অফিসের অভ্যন্তরে অবস্থিত সোশ্যাল এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র তদন্ত। পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানতে সোশ্যাল এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইউনিট কমপ্লায়েন্স রিভিউ প্রক্রিয়াতে আপনার সাথে কথা বলবে। আপনাকে কমপ্লায়েন্স রিভিউয়ের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

এবং/অথবা

(2) আপনি যদি করেন যে ইউএনডিপি'র প্রকল্প আপনার উপর কোনো সামাজিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব ফেলছে বা ফেলতে পারে এবং আপনি যদি আপনার অভিযোগের কারণ নিরসনে একত্রে কাজ করার জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ও অন্যন্যা স্টেকহোল্ডারদেরকে (যেমন সরকারি সংস্থা, ইউএনডিপি ইত্যাদি) একত্রিত করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ইউএনডিপি 'স্টেকহোল্ডার রেসপন্স' এর জন্য অনুরোধ পেশ করতে চাইলে। এই স্টেকহোল্ডার সাড়াদান প্রক্রিয়া ইউএনডিপি'র কান্ট্রি অফিস বা সদর দফতরের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারে। সাড়াদানের অংশ হিসেবে সত্য উদঘাটন ও সমাধান বের করা এই উভয় উদ্দেশ্যে ইউএনডিপি কর্মী আপনার সাথে যোগাযোগ ও আলোচনা করতে পারে। প্রয়োজন হলে প্রকল্পের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকেও সম্পৃক্ত করা হতে পারে।

এখানে স্মর্তব্য যে আপনি যদি ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিনিধি ও ইউএনডিপি'র কর্মীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধনের চেষ্টা করে না থাকেন তাহলে এই স্টেকহোল্ডার সাড়াদান কৌশলের জন্য অনুরোধ পেশ করার পূর্বে সেটি করুন।

গোপনীয়তা: আপনি যদি কমপ্লায়েন্স রিভিউ প্রক্রিয়ার অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার পরিচয় গোপন রাখতে পারেন (শুধু কমপ্লায়েন্স রিভিউ টিম ব্যতিত আর কেউ পরিচয় জানবে না)। আপনি যদি স্টেকহোল্ডার সাড়াদানের জন্য অনুরোধ করেন, সেক্ষত্রে আপনি আপনার কেইস এর প্রাথমিক যোগ্যতা স্ক্রিনিং ও এ্যাসেসমেন্ট পর্যায়ে আপনার পরিচয় গোপন রাখতে পারেন। আপনার কেইস যদি যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং এ্যাসেসমেন্ট থেকে যদি দেখা যায় যে সাড়াদান যথাযথ তাহলে ইউএনডিপি কর্মী প্রস্তাবিত সমাধান নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করবেন এবং এছাড়াও তিনি আপনার পরিচয় সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে কি না এবং প্রয়োজন হলে তা কিভাবে রক্ষা করতে হবে সে বিষয়েও আপনার সাথে আলোচনা করবেন।

দিকনির্দেশনা

অনুরোধ পেশ করার সময় অনুগ্রহপূর্বক যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য প্রদান করুন। আপনি যদি ভুল করে কোনো অসম্পূর্ণ ফরম ইমেইল করে ফেলেন বা ইমেইল পাঠানোর পরে আপনি যদি আরো কোনো তথ্য সংযোজন করতে চান, তাহলে শুধু পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যখ্যা প্রদান করে একটি ফলো-আপ ইমেইল পাঠান।

আপনার সম্পর্কে তথ্য

আপনি কি . . .

1. ইউএনডিপি'র সহায়তায় পরিচালিত কোনো প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি?

আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সঠিক উত্তরটির পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

2. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনোনীত প্রতিনিধি?

আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সঠিক উত্তরটির পাশে ‘‘X’’ চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

আপনি যদি মনোনীত প্রতিনিধি হয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আপনি যে সকল ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের নাম লিখুন এবং তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য যে নথির মাধ্যমে আপনাকে ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে তার এক বা একাধিক ফাইল এই ফরমের সাথে সংযুক্ত করুন।

3. নামের প্রথম অংশ:
4. নামের শেষ অংশ:
5. চিহ্নিকরণের জন্য অন্য কোনো তথ্য:
6. যোগাযোগের ঠিকানা:
7. ইমেইল আইডি:
8. টেলিফোন নম্বর (কান্ট্রি কোড সহকারে):
9. আপনার ঠিকানা/অবস্থান:
10. নিকটবর্তী নগর বা শহর:
11. আপনার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে সে বিষয়ে কোনো অতিরিক্ত নির্দেশনা:
12. দেশ:

আপনি ইউএনডিপি'র নিকট হতে যা প্রত্যাশা করছেন: কমপ্লায়েন্স রিভিউ এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার রেসপন্স

এক্ষেত্রে আপনার চারটি বিকল্প আছে:

- কমপ্লায়েন্স রিভিউয়ের জন্য অনুরোধ পেশ;
- স্টেকহোল্ডার সাড়াদানের জন্য অনুরোধ পেশ;
- কমপ্লায়েন্স রিভিউ ও স্টেকহোল্ডার সাড়াদান উভয়ের জন্য অনুরোধ পেশ;
- জানানো যে আপনি নিশ্চিত নন যে আপনি কি কমপ্লায়েন্স রিভিউ নাকি স্টেকহোল্ডার সাড়াদানের জন্য অনুরোধ করবেন এবং আপনি উভয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আপনার বিষয়টি রিভিউ করাতে চান;

13. আপনি কি মনে করেন যে ইউএনডিপি সামাজিক এবং/অথবা পরিবেশগত নীতিমালা বা অঙ্গীকার অনুসরণে ইউএনডিপি'র ব্যর্থতার ফলে আপনি বা আপনার কমিউনিটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা হতে পারে?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে “X” চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

14. আপনি কি পুরো কমপ্লায়েন্স রিভিউ প্রক্রিয়াতে আপনার নাম-পরিচয় গোপন রাখতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে “X” চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

যদি গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তার কারণ ব্যাখ্যা করুন:

15. ইউএনডিপি'র প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবে আপনি যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছেন বলে আপনি মনে করেন আপনি কি সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যেমন সরকার ইউএনডিপি ইত্যাদির সাথে কাজ করতে চান?
16. আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে “X” চিহ্ন দিন। হ্যা: না:
17. সাড়াদানের জন্য আপনি যে অনুরোধ পেশ করেছেন তার প্রথামিক মূল্যায়নের পর্যায়ে কি আপনি আপনার নাম গোপন রাখতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে “X” চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

যদি গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তার কারণ ব্যাখ্যা করুন:

স্টেকহোল্ডর সাড়াদানের জন্য অনুরোধ ব্যবস্থাপনা করা হবে ইউএনডিপি কান্ট্রি অফিসের মাধ্যমে যদি না আপনি সদর দফতরের মাধ্যমে আপনার কেইস ব্যবস্থাপনার জন্য অনুরোধ করে থাকেন। আপনি কি আপনার অনুরোধ ব্যবস্থাপনা ইউএনডিপি সদর সফতরের মাধ্যমে করতে চান?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে “X” চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

আপনার উত্তর যদি হ্যা হয় তাহলে ব্যাখ্যা করুন কেন আপনি আপনার অনুরোধ ব্যবস্থাপনা ইউএনডিপি সদর দফতরের মাধ্যমে করাতে চান:

18. আপনি কি কমপ্লায়েন্স রিভিউ ও স্টেকহোল্ডার সাড়াদান উভয়ই প্রত্যাশা করছেন?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

19. আপনি কি নিশ্চিত নন যে আপনি কমপ্লায়েন্স রিভিউ নাকি স্টেকহোল্ডার সাড়াদানের জন্য অনুরোধ করবেন?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

আপনি ইউএনডিপি'র যে প্রকল্প সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং আপনার উদ্বেগের কারণ:

20. আপনি ইউএনডিপি'র সহায়তায় পরিচালিত যে প্রকল্প নিয়ে উদ্বিগ্ন (যদি জানা থাকে):

21. প্রকল্পের নাম (যদি জানা থাকে):

22. প্রকল্পটি নিয়ে আপনার আপত্তির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। আপনার আপত্তি যদি ইউএনডিপি'র সামাজিক ও পরিবেশগত নীতিমালা ও অঙ্গীকার অনুসরণে ইউএনডিপি'র ব্যর্থতা নিয়ে এবং আপনি যদি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও অঙ্গীকার চিহ্নিত করতে পারেন (যদিও বাধ্যতামূলক নয়) অনুগ্রহপূর্বক তার বিবরণ দিন (বাধ্যতামূলক নয়)। এছাড়াও, কী ধরনের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব পড়তে পারে বা পড়েছে তার বিবরণ দিন। যদি আরো বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রয়োজনীয় যে কোনো নথি সংযুক্ত করতে পারেন। আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো ভাষাতে লিখতে পারেন।

23. আপনি কি আপনার আপত্তির কথা এই প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিনিধি বা ইউএনডিপি'র কর্মীর সাথে আলোচনা করেছেন? বা কোনো বেসরকারি সংস্থার সাথে?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

আপনার উত্তর যদি হ্যা হয় তাহলে যাদের সাথে আপনার আপত্তির বিষয়টি আলোচনা করেছেন তাদের নাম লিখুন:

যে কর্মকর্তাদের সাথে আপনি আপনার আপত্তির নিয়ে যোগাযোগ করেছেন তাদের নাম:

নামরে প্রথম অংশ	নামরে শেষ অংশ	উপাধি/প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়	যোগাযোগের অনুমিত তারিখ	উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত উত্তর

24. অন্য কোনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কি আছে যারা এই প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

আপনার ক্ষেত্রে যে উত্তরটি প্রযোজ্য তার পাশে "X" চিহ্ন দিন। হ্যা: না:

25. অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা আপনার অনুরোধ সমর্থন করেন অনুগ্রহপূর্বক তাদের নাম এবং/অথভা বিবরণ দিন:

নামের প্রথম অংশ	নামের শেষ অংশ	উপাধি/প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়	যোগাযোগের তথ্য

আপনি অন্য যে নথি এসইসিইউ এবং/অথবা এসআরএম এর নিকট পাঠাতে চান অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইলের সাথে তা সংযুক্ত করুন। আপনার সমস্ত নথি যদি একটি ইমেইলে পাঠানো সম্ভব না হয়, স্বাচ্ছন্দের সাথে একাধিক ইমেইল পাঠান।

সাবমিশন ও সহায়তা

আপনার অনুরোধ সাবমিট করতে যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই ইমেইল আইডিতে ইমেইল পাঠান: project.concerns@undp.org